কার পাপে

ঐতিহাসিক নাটক

বীণাপাণি সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত

মাটির কান্না, মৃত্যুর ডাক প্রভৃতি নাটক প্রণেতা

শ্রীচিররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুলভ কালেক্টর লাইব্রেরী

১০৪ এ রবীন্দ্র সরণী · কলিকাতা-৬

২য় সংস্করণ—১৩৫২/৪

কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক

পলাশীর পরে (৮ম সংস্করণ)

মাটির মা ৫ম সংস্করণ)

বাংলার কেশরী (৩য় সংস্করণ)

জাতীয় পতাকা (৩য় সংস্করণ)

চণ্ডমুকুল (৩য় সংস্করণ)

আসমানের ফুল (২য় সংস্করণ)

রাঙ্গারাখী (২য় সংস্করণ)

সিপাহী বিদ্রোহ

বিদ্রোহী বাঙ্গালী

ভক্ত হরিদাস (২য় সংস্করণ)

সম্রাট অশোক

অগ্নি পরীক্ষা

ভাস্কর পণ্ডিত

চন্দ্রশেখর

আনন্দ মঠ

দুর্গেশনন্দিনী (২য় সংস্করণ)

সম্রাট [illegible]

রাজসিংহ

মাটির কান্না

ডাকিনীর চর

জন্মের অভিশাপ

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ধর বি. এ. কর্তৃক ১০৪এ, রবীন্দ্র সরণী হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীঅনিল কুমার চন্দ্র কর্তৃক ৫।২, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, জগদ্ধাত্রী প্রেস হইতে মুদ্রিত ।

বিখ্যাত প্রকাশক মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ধর
মহাশয়ের করকমলে "কার পাপে"
সমর্পণ করিলাম।

ইতি—গুণমুগ্ধ
চিররঞ্জন

জন্মের অভিশাপ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত

নব রঞ্জন অপেরায় অভিনীত সাফল্যমণ্ডিত এক অপূর্ব নাটক। কোশলের সম্রাট প্রসেনজিত বংশ মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি পাণি-প্রার্থনা করলেন কপিলাবস্তুর শাক্য বংশীয়া এক রাজকন্যার। শাক্যরাজ তাঁকে প্রতারিত করলেন এক ক্রীতদাসী-কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়ে। তারই ফলে জন্ম হল হতভাগ্য বিরুধকের। জ্যেষ্ঠপুত্র হয়েও স্বেচ্ছায় সে রাজসিংহাসন ছেড়ে নিল নির্বাসন। তার মামার বাড়ী কপিলাবস্তুতে। মন্ত্রী কৌণ্ডিন্যের কৌশলে শাক্যবংশীয়েরা এক পংক্তিতে পানভোজন এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু সত্য কখনও চাপা থাকে না। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে প্রকাশ হয়ে পড়ল তার মাতৃ-পরিচয়। ক্ষত্রিয় সন্তান হয়েও সে অস্পৃশ্য শবর। কেন? কে দায়ী এই অন্যায়ের জন্য? ধ্বংস হল মহান শাক্যবংশ। ইহার উত্তর পাইবেন নাটকের শেষে! সমাজ-শিক্ষার এ এক উজ্জ্বল উদাহরণ। পল্লীতে পল্লীতে অভিনয় ক'রে দেশ ও জাতিকে বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতন ক'রে তুলুন। মূল্য—টাকা ২·৭৫ পয়সা

ভুলের মাশুল

শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী রচিত

নব রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। ভুল করলেই তার মাশুল দিতে হয়। কে করল ভুল, কারা করল ভুল এই প্রশ্ন নিয়েই নাটকের সৃষ্টি। বাখরগঞ্জ পরগণায় একদিন এই ভুল বোঝাবুঝির ফলে হিন্দুমুসলমানের মিলনমন্দির চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে নররক্তের নদী বয়ে গিয়েছিল। নারী ধর্ম রক্ষায় একটা সংসারকে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল, দেশ ও দশের জীবন দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠেছিল। ভুল যখন ধরা পড়ল তখন আর কেউ তার সংশোধন করবার সময় পেলনা, সকলে মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়ল। মূল্য—টাকা ২·৭৫

আমার কথা

ঐতিহাসিক নাটক লিখতে গেলে ইতিহাসকে বজায় রেখে নাটক লেখাই উচিত। তবে নাটক লিখতে গেলে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তাতে মূল ঘটনা ও উদ্দেশ্য খর্ব না হয় বা কোন কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি ক'রতে গিয়ে কল্পিত বা মূল চরিত্রগুলি যেন চরিত্রহীন না হয়। জানিনা এই নাটকে তার কতটুকু কৃতকার্য লাভ ক'রেছি। তবে চেষ্টা ক'রেছি।

সুপ্রসিদ্ধ বীণাপাণী সম্প্রদায়ের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দুবে মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমে, এই নাটকটী দর্শক বৃন্দের কাছে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ ক'রেছে। এই নাটকের কয়েকখানি গান বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সত্যসাধন রায় মহাশয়ের রচনা। এর জন্যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই নাটক-খানি অভিনয়োপযোগী ও সর্বাঙ্গ সুন্দর ক'রতে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রেছেন। তাঁর ঋণ পরিশোধ করবার নয়।

বিখ্যাত প্রকাশক মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ধর মহাশয় অজস্র অর্থব্যয়ে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই নাটকখানি প্রকাশ ক'রেছেন। কাজেই সামান্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে খর্ব করতে চাই না। শেষে বলি কোন সম্প্রদায় এই নাটকের নাম পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

চিররঞ্জন

মাটীর কান্না

শ্রীচিররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নূতন ঐতিহাসিক দেশাত্মবোধক নাটক। রূপবাণী নাট্য কোংতে অভিনীত। ইহা বাংলার ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল কাহিনী। দিল্লীর সুলতান চায় বাংলার সুলতানকে পদানত করতে—কিন্তু বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন তাহার অধীনতা মানতে অনিচ্ছুক। সেনাপতি মাণিকচাঁদের সহযোগিতায় ইলতুৎমিসের বাংলা আক্রমণ। বাংলা কি তাহার স্বাধীনতা হারালো, না রক্ষা করলো। রাণী রঞ্জনা, টোষে, বাহার প্রভৃতির অপূর্ব চরিত্র। মূল্য টাকা ২·৭৫।

রায়-বাঘিনী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত।

ঐতিহাসিক দেশাত্মবোধক নাটক, সত্যম্বর অপেরার বিজয় সৌরভ। মোগল যুগে বাংলা ইতিহাসের একটি উদ্দীপনাময়ী নারী ভূরিশ্রেষ্ঠের মহারাণী ভবশঙ্করী। পাঠান সুলতান ওসমান খাঁ কর্তৃক ভূরিশ্রেষ্ঠ আক্রমণের ষড়যন্ত্রে মন্ত্রী চতুর্ভুজের সহায়তা। পাঠানগণের হত্যা ও লুণ্ঠন। রাজপুরোহিত হরিদেব, দেশভক্ত কাশীনাথ, কালাচাঁদ ও রাজ-লক্ষ্মীর অপূর্ব চরিত্র। নাটকের শেষে পাইবেন রাণী ভবশঙ্করী কর্তৃক পাঠান সুলতানের পরাজয়। অভিনয় ও পাঠে বিমোহিত হইবেন। টাঃ২·৭৫

ভক্ত হরিদাস

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নূতন ভক্তিমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক। নবরঞ্জন অপেরায় বিজয় বৈজয়ন্তী। ইহার গল্প, সঙ্গীত ও সংলাপ অপূর্ব্ব বৈচিত্রময়। ইহাতে পাইবেন মুসলমান পালিত ব্রাহ্মণপুত্র হরিদাসের শ্রীশ্রীচৈতন্যপদ লাভের বিচিত্র ঘটনা। গোরাই কাজী ও জমিদার রামচন্দ্র রায়ের নিষ্ঠুরতা, বেশ্যা হীরার মুক্তি, শেষে সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভক্ত ও ভগবানের অপূর্ব মিলন। পড়ুন ও অভিনয় করুন। মূল্য টাকা ২·৭৫। রাঠোর বিপ্লব (নন্দবাবু) ২-৭৫।

চরিত্র পরিচয়

পুরুষ

আলাউদ্দিন	...	দিল্লীর সম্রাট
খিজির খাঁ হোসেন	...	ঐ পুত্র
কাফুর খাঁ	....	মনসবদার
দেবীদাস	...	ভূতপূর্ব গুজরাট কর্মচারী
ভবানন্দ	....	দিল্লীর উজির
রহমন	...	খিজিরের পার্শ্বচর
রামচন্দ্র	...	মহারাষ্ট্র-অধিপতি
শঙ্করদেব	...	ঐ পুত্র
রাঘব রাও	...	ঐ মন্ত্রী
বিশ্বনাথ	..	মারাঠা সৈনিক
জগা	...	নির্যাতিত প্রজা
পাগল	...	নির্যাতিত শোকাচ্ছন্ন হিন্দুপ্রজা

দূত, প্রহরী, সৈন্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

কমলা	...	গুজরাট-মহিষী
দেবলা	...	ঐ কন্যা
মতিয়া	....	খিজির খাঁর প্রেমিকা
ময়না	...	বাঁদী

বাঈজীগণ ইত্যাদি।

সোনার সংসার

শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী রচিত

তরুণ অপেরায় অভিনীত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অক্লান্ত পরিশ্রমে একজন গড়ে তোলে সোনার সংসার, কিন্তু সেই সংসারকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় আর একজন। শাসকের নির্ম্মম শাসনের পেষণে দরিদ্রের অশ্রু ঝরে পড়ে, তার আকাশচুম্বী আশার হয় সমাধি। কুচক্রির চক্রান্তে নিরপরাধী মানুষও হয় অপরাধী, ধনীর সংস্পর্শে দরিদ্রের সন্তানও তার উচ্চশিক্ষার অপমান করে নেমে যায় অন্ধকার নরক গহ্বরে। ভুলে যায় সে পত্নীর প্রেম, পিতার অগাধ স্নেহ, সংসারের প্রতি তার কর্তব্য। কিন্তু অশিক্ষিত ডানপিটে বন্ধু তার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সত্যি কারের পথ। পরিশেষে একটা বিরাট রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডে শাসক বর্গ সব ওলট পালট করে দিতে চায়। কিন্তু ভগবানের করুণায় ওদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, কিন্তু সোনার সংসার ভেসে যায় অশ্রুর তরঙ্গে। মূল্য-টাঃ ২·৭৫ পয়সা।

মণিমালা নূতন হৃদয়স্পর্শী কাল্পনিক নাটক মূল্য ২-৭৫

মৃত্যুর ডাক

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

অনাচার অবিচার অত্যাচারে জর্জরিত ধরার দুঃখ মোচনে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করলেন এক ভয়ঙ্কর দানব। এগিয়ে চলল দানব সৃষ্টি ও ধ্বংস, শান্তি ও সংগ্রামের মাধ্যমে পুরাতন জীর্ণকে ভেঙ্গে নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করতে সমাজকে।

কিন্তু তার চলার পথে কে দিল বাধা?..........কে করল তাকে কর্তব্যচ্যুত?.........কেন.......? বাস্তবের পটভূমিকায় নাট্যকার চিত্তরঞ্জন বাবু পৌরাণিক আখ্যানের মাধ্যমে লোমহর্ষক চাঞ্চল্যকর ঘাত প্রতিঘাত পূর্ণ অপূর্ব নাটক "মৃত্যুর ডাক" এনেছে এক নব যুগান্তর। রূপবাণি নাট্য কোং অভিনীত। মূল্য – টাকা ২·৭৫ পয়সা।

কার পাপে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দেবগিরি মন্দির প্রাঙ্গণ

সম্মুখে মহেশ্বরের বিগ্রহ দেখা যাইতেছে। পরিচারিকাগণ আরতি নৃত্য করিতেছে। দেবলা যুক্তকরে দণ্ডায়মান। নৃত্য অন্তে পরিচারিকাগণ প্রস্থান করিল

দেবলা। হে শঙ্কর! হে মহাবল! হে ত্রিলোকের মঙ্গলকারি! অত্যাচারীর অত্যাচারে দুর্বল আজ দলিত নিষ্পেষিত। হে ত্রিশূলধারি! অত্যাচারীর অত্যাচারে দেশের পর দেশ আজ শ্মশানে পরিণত হ'তে চলেছে, এখনও কি তোমার জাগবার সময় হয়নি, প্রভু! লোকে বলে তুমি পাথরের মূর্তি। কিন্তু আমি তো জানি, তুমি তা নও। একবার মহাশূল ধারণ ক'রে ভীম ভয়ঙ্কর মূর্তিতে জাগো দয়াময়। দুর্বলকে রক্ষা কর—অনাথকে বাঁচাও। হে পাথরের ভগবান—

নেপথ্যে গান

জাগো! জাগো! জাগো!
জাগো হে মহান!
হে পাথরের ভগবান!

দেবলা। কে গায়? চমৎকার কণ্ঠস্বর। এই যে এই দিকেই আসছে।

গীতকণ্ঠে জগা পাগলার প্রবেশ

জগাপাগলা। **গীত**

হে পাথরের ভগবান !
জাগো ! জাগো ! জাগো।
জাগো হে মহান ॥
তব সৃষ্ট ধরার 'পরে
অত্যাচারী মহা হুঙ্কারে
ন্যায়ের বুকে পদাঘাত ক'রে
চালায় দুর্জয় অভিযান ॥
দিকে দিকে শুনি শুধু হাহাকার
সুখ শান্তি হ'ল ছারখার
অনাথের দল কেঁদে ফেরে শুধু
নাই কি গো তব কান ?
এস গো মহান
এস ত্বরা ক'রে
এস এস মহেশ মহাশূল করে
বাঁচাও আর্ত্তে নাশিয়া পাপীরে
(এই) দীনের আহ্বান ॥ [প্রস্থান

দেবলা। আজও মনে পড়ে আলাউদ্দিনের গুজরাট অভিযানের কথা। দিল্লীশ্বরের অতর্কিত আক্রমণে বাবা হ'লেন পরাজিত। নিরুপায় হ'য়ে বিশ্বস্ত দেহরক্ষী দেবীদাকে সঙ্গে নিয়ে আমার হাত ধ'রে বাবা আশ্রয় নিলেন গভীর জঙ্গলে। ক্ষোভে, দুঃখে অনুশোচনায় আমাকে দেবীদার হাতে স'পে দিয়ে বাবা করলেন আত্মহত্যা। আজ বাবা পরলোকে। দেবীদা আমার বিবাহে অন্তরায় হ'য়ে মারাঠা রাজ্য থেকে হ'ল নির্বাসিত। দেবীদা ! ছেলেবেলা থেকে তোমাকে আমি দাদার আসনে বসিয়ে পুজো ক'রে এসেছি। তুমিই তো নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে মারাঠা আশ্রয়ে

এনে আমার সম্মান রক্ষা ক'রেছ। আর আজ তুমি আমায় পত্নীরূপে লাভ করতে চাও? দেবীদা। এত বড় ভুল তুমি করলে কি ক'রে?

আপাদমস্তক কালো বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া দেবীদাস প্রবেশ করিল। দেবলা চমকাইয়া উঠিল। দেবীদাস ছদ্মবেশ উন্মোচন করিয়া ধীরে ধীরে দেবলার দিকে অগ্রসর হইল

দেবলা। আবার—আবার তুমি এসেছ?

দেবীদাস। নির্বাসন দণ্ড পাবার পর ভাবলুম বুঝি ভালই হোল। তোমারও মঙ্গল হ'ল—আমারও মঙ্গল হোল—। দেশ ছেড়ে চলেও গেছলুম। কিন্তু গেলে কি হয়? তোমার অদর্শনে বুকের জ্বালা যেন শতগুণ তেজে বেড়ে উঠলো। বহুবার চেষ্টা করলুম সে আগুন নেভাবার। কিন্তু যতবারই নেভাতে যাই ততবারই সেই আগুন তার লেলিহান শিখা নিয়ে সহস্রগুণ তেজে জ্বলে উঠলো।

দেবলা। তাই বুঝি ঐ শিখা নিয়ে এসেছ আমাকে দগ্ধ করতে?

দেবীদাস। না দেবলা, তোমাকে দগ্ধ করতে আসিনি। এসেছি তোমার ঐ কলঙ্কিত দেহটাকে ঐ শিখাস্পর্শে পবিত্র করতে।

দেবলা। দেবীদা!

দেবীদাস আমি তো ভুলতেই চেয়েছিলুম, দেবলা। তোমাকে ভুলবো ব'লে আত্মহত্যাও করতে গিয়েছিলুম। উত্তুঙ্গ পর্বত শিখরে উঠে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলুম। দুর্বল মনকে সবল ক'রে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি এমন সময় মনে পড়ে গেল দেবলা, তোমার আমার শৈশব জীবনের অতীত গৌরবময় কাহিনী। মনে পড়ে গেল শৈশবে ক্রীড়ারত সেই মধুর দিনগুলি। মনে হ'ল আজ আমি একাকী—কত নিঃস্ব! অথচ শৈশব থেকে তুমি আমি কোনদিন কাছ ছাড়া হইনি। তুমি কত অন্যায় ক'রেছ—আমি উপদেশের ছলে তিরস্কার ক'রেছি, তুমি আব্দার ক'রেছ আমি সাধ্যমত পূরণ করেছি।

দেবলা। দেবীদা!

দেবীদাস। তখন আমিই ছিলুম তোমার কল্পনার তুলি—আমিই ছিলুম তোমার অন্তরের সাহস। আমার ভাবই ছিল তোমার প্রাণের ইঙ্গিত।

দেবলা। দেবীদা! কেন ভুলে যাচ্ছ এখন আমি মারাঠা রাজ্যের ভাবী কুলবধূ।

দেবীদাস। আমি তা স্বীকার করতে পাচ্ছি কৈ দেবলা। মৃত্যুর পূর্বে তোমার পিতা তোমাকে আমারই করে অর্পণ করে গেছেন। আমি তোমায় নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে মারাঠা আশ্রয়ে আনি, মারাঠা কুলবধূ হবার জন্য নয়।

দেবলা। দেবীদা। আমি তোমায় মিনতি ক'রে বলছি এই মুহূর্তে তুমি এই স্থান ত্যাগ কর। যুবরাজ এসে পড়লে সর্বনাশ ঘটবে। নিজের সর্বনাশ ক'রে আমার সর্বনাশ তুমি ক'র না।

দেবীদাস। সর্বনাশ! দু'দিন পরে তুমি অতুল সম্ভার ভরা রাজ-ভাণ্ডারের হবে অধিকারিণী। বসবে সিংহাসনে রাজ্যের অধিশ্বরী হ'য়ে—তাই নিজের সর্বনাশ চিন্তাটাই প্রকট হ'য়ে উঠেছে, নয়? কিন্তু তুমি আমার কি সর্বনাশ করেছ, জান? আমার মনে জ্বালিয়েছ আগুন—হৃদয় ক'রেছ মরুভূমি। আমি তোমায় ভালবেসেছিলুম হৃদয় উজাড় ক'রে আর তুমি তাতে—

দেবলা। দেবীদা!

দেবীদাস। শোন দেবলা, তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমাকে আমি চাই-চাই। তাই আমি মৃত্যুর দ্বারদেশ থেকে ফিরে এসেছি। বল তুমি কার? সহজ সরল ভাষায় বল তুমি কার? একজন কৃষিজাবি মারাঠা যুবকের—না আমার। বল বল—

দেবলা। দেবীদা। তুমি কী উন্মাদ হয়েছ?

দেবীদাস। সত্যই আমি উন্মাদ হ'য়েছি দেবলা। তুমি আমায় উন্মাদ ক'রেছ আমি ফের প্রকৃতিস্থ হ'তে পারি, যদি তুমি আমার হও। আর প্রাণের মমতা বলছ? আজ আমি দুর্বার। তোমার উপেক্ষাকে সম্বল ক'রে জীবনব্যাপী মহাযাত্রার পথিক হোতে আমি পারবো না। তার চেয়ে চল দেবলা আমরা এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাই। কি মোহ আছে রাজপ্রাসাদে? কি যাদু আছে রাজভোগে? চল—চল—

হাত ধরিল

দেবলা। হাত ছাড—হাত ছাড শয়তান!

দেবীদাস। কি আমি শয়তান। তবে শোন, যে হৃদয় তুই আমায় একদিন স্বতঃ প্রবৃত্ত হ'য়ে দান ক'রেছিলি--সেই হৃদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করতে অন্য একজনকে দেব না।

দেবলা। ওকি ভয়ঙ্কর জিঘাংসার ছাপ তোমার চোখে মুখে!

দেবীদাস। কোন কথা নয়। দাঁড়া রাক্ষুসী, সোজা হ'য়ে দাঁড়া। তুই এখানে থাক ক্ষতি নেই কিন্তু তোর হৃদপিণ্ডটা আমি উপড়ে নিয়ে যাব।

ছোরা বাহির করিল

দেবলা। তুমি, তুমি আমায় খুন করবে!

দেবীদাস। তাতে দ্বিতীয় কথা নেই। দাঁড়া, সোজা হয়ে দাঁড়া।

দেবীদাস দেবলাকে হত্যা করিতে গেলে শঙ্কর আসিয়া দেবীদাসের উদ্যত হাতখান ধরিয়া ফেলিল

শঙ্কর। একি দেবীদাস। তুমি এখানে।

দেবীদাস। চুপ শয়তান।

শঙ্কর। এত বড় দুঃসাহস? তুমি নির্বাসিত নও? জান তোমার উপর আদেশ, এ রাজ্যে পদার্পণ করলে তোমার শিরচ্ছেদ হবে? তুমি আমার বন্দী।

দেবীদাস। বন্দী!

শঙ্কর। রাজ আদেশ অমান্য করার অপরাধে তুমি আমার বন্দী।

দেবীদাস। তার আগে তোর শিরটা বাঁচা।

দেবীদাস শঙ্করকে আক্রমণ করিল। দেবীদাস পরাস্ত হইল

শঙ্কর। বল শয়তান বীরত্বের আস্ফালন দেখিয়ে যে অস্ত্র তুলেছিলি—এখন তার কি শাস্তি চাস?

দেবীদাস। আমাকে হত্যা কর। এই মর্মান্তিক জ্বালা থেকে আমায় নিষ্কৃতি দাও।

শঙ্কর। হত্যা তোকে আমি করবো না, শয়তান। বেঁধে তোকে আমি পিতার কাছে নিয়ে যাব। হত্যা যদি করতে হয় পিতার আদেশে ঘাতক তোকে হত্যা করবে।

দেবলা। (স্বগতঃ) হত্যা! (প্রকাশ্যে) কুমার। পিতার কাছে নিয়ে গেলে এখুনি ওর প্রাণদণ্ড হবে। তাতে নিমেষের মধ্যে ওর সকল জ্বালার পরিসমাপ্তি হ'য়ে যাবে। তার চেয়ে ওকে ছেড়ে দাও। যে আগুনে জ্বলে মরছে সেই আগুনেও দগ্ধ হোক সারাজীবন।

শঙ্কর। চমৎকার। যা শয়তান—যেমন নীরবে এসেছিলি তেমনি ভাবেই চলে যা। ভবিষ্যতে যদি পুনরায় এ রাজ্যের ত্রিসীমানায় দেখি সেইদিন আর তুই পরিত্রাণ পাবি না!

দেবীদাসের চোখেমুখে একটা প্রতিহিংসার ছাপ দেখা গেল।
সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল

শঙ্কর। শয়তানটা এতদিন কোথায় ছিল, দেবলা।

দেবলা। কি জানি কুমার।

শঙ্কর। কি দেখছো অমন ভাবে!

দেবলা। দেখছি শয়তানটা গেল, না আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে রইলো।

শঙ্কর। বৃথা শঙ্কা, সে আব এখানে অন্ততঃ থাকবে না।

দেবলা। কিন্তু লক্ষ্য করেছ কি যাবার সময় শয়তানটার চো? ছুটো?

শঙ্কর। তরোয়াল ধরা মেয়েব এত ভয?

দেবলা। সম্মুখ যুদ্ধে আমি ভয় করিনা। কিন্তু যদি—

শঙ্কর। গুপ্তহত্যা। হাঃ হাঃ হাঃ। থাক চল।

দেবলা। একটু দাঁড়াও।

দেবলা বিগ্রহের নিকট গিয়া প্রণাম করিল

চল।

শঙ্কব। কি বল্লে ঐ বুড়ো শিবকে?

দেবলা। (ব্যঙ্গস্বরে) বল্লুম,

"হে শঙ্কব করি গো প্রণাম।
পূর্ণ যেন হয় দেব মোর মনস্কাম"॥

শঙ্কব। বাঃ চমৎকার প্রার্থনা। কিন্তু আমি জানি কি তোমার মনস্কাম।

দেবলা। কি বল দেখি?

শঙ্কর। বলবো লজ্জা পাবে না তো?

দেবলা। দুষ্টু।

[প্রস্থান

শঙ্কর। আরে শোন শোন—

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লীর প্রাসাদ

কমলাদেবী সিংহাসনে উপবিষ্টা

বাঈজীগণের নৃত্যগীত

বাঈজীগণ। রূপের আগুন জ্বালিয়ে দেরে
জ্বালিয়ে দে—
আঁখির কোণে সুর্মা নেশা
লাগিয়ে নে।
মনের বনে ডাকে আজি কোন পাখী—
ঢাল্ পিয়ালা রক্ত মদির লো থাকি।
যৌবনেরি ঢল নেমেছে আনন্দে,
নৃত্যগীতে বেদম হৃদয় ভরিয়ে দে।

[প্রস্থান

কমলা। আলাউদ্দিন মনে করে নাচে গানে আমায় উৎফুল্ল করে রাখবে। কিন্তু সে জানে না, আমার অন্তরে কি দুর্বিসহ জ্বালা। শয়তান আলাউদ্দিন আমাকে পাবার জন্যে দেবলার সন্ধানে দিকে দিকে চর পাঠিয়েছে। দেবলার হয়ত সন্ধান পাবে—আমারই মত হয়ত তাকে পাঠানের হারেমে থাকতে হবে। হয়ত—উঃ আর আমি চিন্তা করতে পাচ্ছি না। আমি কি করি? আত্মহত্যা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আত্মহত্যাই এখন আমার একমাত্র পথ। এই কলঙ্কিত মুখ জগতে আর আমি দেখাব না। স্বামী তোমার চোখে হয়ত আমি ব্যভিচারিণী। কিন্তু ভগবান সাক্ষী—তিনিই জানেন যে মনে প্রাণে আমি তোমারই আছি। (ছোরা বাহির করিয়া) আজ তুই আমার একমাত্র বন্ধু। এই কলঙ্কের হাত

থেকে তুইই আমাকে বাঁচাতে পারবি। (বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে গিয়া) কে, কে ডাকে? মা—মা ব'লে কে ডাকে? কারা তোরা? পুত্রগণ? ওকি হাত পেতে কি চাইসিস্? রক্ত? আলাউদ্দিনের রক্ত? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেব—দেব (পুনরায় চিন্তা করিয়া) নাঃ, এ মনের ভুল, বিকার। তার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। বেগম সাহেবা। বেগম সাহেবা। একি হাতে ছোরা—আপনি—

কমলা। তুমি যাও, তুমি যাও। আর তুমি অন্তরায় হয়ো না। এ সুতীব্র মর্মবেদনা আর আমি সহ্য করতে পারি না।

ভবানন্দ। তাই ব'লে আত্মহত্যা?

কমলা। তা ভিন্ন অন্য উপায় নেই। প্রতিশোধ নেবার আশায় তোমাকে আমি উজিরী পদে নিযুক্ত করি—

ভবানন্দ। প্রতিশোধ নিতে গেলে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

কমলা। আর কতদিন এমনি ভাবে থাকতে হবে? কতদিন পরে সুযোগ আসবে?

ভবানন্দ। সুযোগ আমাদের দ্বারদেশে। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। শুনুন, কাফুর খাঁ ফিরে এসেছে। সঙ্গে এসেছে দেবীদাস।

কমলা। দেবীদাস। স্বামী কুশলে আছেন তো? দেবলা কেমন আছে? তারা সব বেঁচে আছে তো?

ভবানন্দ। দেবলা মারাঠাদের আশ্রয় পেয়েছে। সে কুশলেই আছে। কিন্তু মহারাজ—

কমলা। মহারাজ—বল বল থামলে কেন?

ভবানন্দ। অনুশোচনায় তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

কমলা। আত্মহত্যা! ওঃ স্বামী! স্বামী!

ভবানন্দ। এখন বিচলিত হওয়া আপনার শোভা পায় না। হৃদয় দৃঢ় করুন। এখন আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

কমলা। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এর প্রতিশোধ নেব।

ভবানন্দ। শুনুন বেগম সাহেবা। এই দেবীদাসকেই দিল্লীশ্বরের কাছে খাড়া ক'রে দিয়ে দেবলা উদ্ধারের নামে মারাঠার সঙ্গে বৈরী ভাব সজাগ ক'রে একটা সংঘাতের সৃষ্টি করতে হবে। আর সেই সংঘাতেই হবে খিলজীবংশের চির সমাধি।

কমলা। কিন্তু দিল্লীশ্বরের বিরাট বাহিনীর কাছে ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্র যদি পরাভূত হয়—তা হলে দেবলা বাদশার করায়ত্ব হবে। পবিত্র গুজরাট রাজকন্যা আমারই মত পাঠানের হারেমে স্থান পাবে। হয়ত—

ভবানন্দ। সে চিন্তা আমি করি না বেগম সাহেবা। দেবলা যাতে দিল্লীতে আসতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কমলা। কি করে?

ভবানন্দ। মতিয়াকে দিয়েই সে কার্যসিদ্ধি করাতে হবে।

কমলা। মতিয়াকে দিয়ে?

ভবানন্দ। হ্যাঁ, মতিয়াকে দিয়ে—

ভবানন্দ কমলার কানে চুপি চুপি কি যেন বলিল

কমলা। যুক্তি তোমার চমৎকার। কিন্তু তবুও যদি—

ভবানন্দ। কোন চিন্তা নেই। আমার উপর নির্ভর যখন করেছেন, তখন আমার যুক্তি মত কায করুন। শুনুন যুদ্ধ বাঁধাতেই হবে। আর এই যুদ্ধে খিজির খাকে প্রধান সেনাপতি আর মতিয়াকে তার পরিচারিকা করে পাঠাবার আদেশ জাঁহাপনার কাছে মঞ্জুর করাতে হবে। তারপর যা

ব্যবস্থা করতে হয়, আমি করবো। ঐ জাঁহাপনা আসছেন। আমি চল্লুম। সাবধান ক্ষণিকের দুর্বলতায় আত্মহারা হবেন না।

ভবানন্দ প্রস্থান করিলে আলাউদ্দীন প্রবেশ করিল

আলাউদ্দিন। কমলা! কমলা! শুনেছ, দেবলার সন্ধান পাওয়া গেছে।

কমলা। দেবলার সন্ধান পাওয়া গেছে? কোথায় সে সম্রাট?

আলাউদ্দিন। মারাঠার আশ্রয়ে।

কমলা। দেবলা মারাঠার আশ্রয়ে? কে এনেছে এই সংবাদ?

আলাউদ্দিন। রাজকন্যার সন্ধানে কাফুর খাঁ যখন দেবগিরি অভিমুখে যাচ্ছিল পথে এক যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। যুবকের কাছে সমস্ত পরিচয় পেয়ে কাফুর খাঁ তাকে সঙ্গে করে এনেছে।

কমলা। কোথায় সেই যুবক? কন্যার সংবাদ শুনবার জন্য প্রাণ আমার খুব চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

বেগে ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। বেগম সাহেবা! বেগম সাহেবা! এই যে জাঁহাপনা, আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমি সংবাদ না পাঠিয়েই হাজির হয়েছি। আমার গোস্তাকী মাফ করুন।

আলাউদ্দিন। কি সংবাদ উজির সাহেব?

ভবানন্দ। দেবলাদেবীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

আলাউদ্দিন। সংবাদ বেগম সাহেবা পূর্বেই জ্ঞাত হ'য়েছেন।

কমলা। বলুন জাঁহাপনা যুবক কোথায় অবস্থান করছে। তাকে এখানে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

আলাউদ্দিন। শোন উজির সাহেব। বিশ্রামাগার থেকে কাফুর খাঁ আর তার সঙ্গের যুবককে এখানে সেলাম দাও।

ভবানন্দ। যথা আজ্ঞা।

আলাউদ্দিন। তোমাকে আমি বলেছিলুম না কমলা, শুধু শুধু চিন্তা ক'রে শরীর ক্ষয় ক'রনা। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীর কাফুর খাঁ যখন দেবলার সন্ধানে গেছে তখন নিশ্চয়ই সে বিফল হয়ে ফিরবে না।

কমলা। কন্যার সংবাদ পাওয়া গেছে। আমি আর অপেক্ষা করতে পাচ্ছিনা। তারা এত বিলম্ব করছে কেন?

দেবীদাস সহ কাফুর খাঁ ও ভবানন্দের প্রবেশ

কাফুর। বন্দেগী জাঁহাপনা।

কমলা। কৈ—কৈ কাফুর খাঁ সেই যুবক? একি, দেবীদাস তুমি?

আলাউদ্দিন। তুমি একে চেন বেগম সাহেবা?

কমলা। হ্যাঁ জাঁহাপনা। এক কালে এই যুবক আমার বিশ্বস্ত অনুচর ছিল। বল বল দেবীদাস, কন্যা আমার মারাঠা করলে গেল কি করে?

দেবীদাস। যুদ্ধে পরাজয়ের পর মহারাজের সঙ্গে আমি আর রাজকন্যা এক গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করি। দীর্ঘকাল বনে বনে ভ্রমণ ক'রে যখন মহারাজ দেখলেন যে হৃতরাজ্য উদ্ধার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব তখন তিনি রাজকন্যাকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে নিদারুণ অনুশোচনায় আত্মহত্যা করলেন।

কমলা। (স্বগতঃ) ওঃ আলাউদ্দিন! (প্রকাশ্যে) তারপর?

দেবীদাস। তারপর সেই নিবিড় অরণ্যে আমি আর রাজকন্যা দীর্ঘকাল অবস্থান করি। আহার হ'ল বনের ফল—শয্যা হ'ল বৃক্ষতলায়। কিন্তু এত কষ্ট রাজকন্যার সইবে কেন? রাজকন্যা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে যেতে লাগলো। কিছুদিন পরে হঠাৎ এক শিকারী যুবকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। শিকারী আমাদের এই মর্মান্তিক ইতিহাস শুনে

দয়া ক'রে তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে যান। গিয়ে দেখি সেই শিকারী যুবক অন্য কেউ নয়, মারাঠা যুবরাজ শঙ্করদেব।

কমলা। তারপর?

দেবীদাস। তারপর রাজকন্যার স্থান হ'ল খাস অন্তঃপুরে। অন্দরের গুপ্ত সংবাদ বাইরে প্রকাশ পাবার কোন উপায় নেই। হঠাৎ একদিন এক দাসীর মুখে শুনতে পাই, যে মারাঠা অধিপতি রামচন্দ্রদেব নিজ পুত্র শঙ্করদেবের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দেবার মনস্থ করেছেন।

ভবানন্দ। কি বল্লে একজন কৃষকের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ? বামন হ'য়ে চাঁদ ধরবার আশা? তুমি প্রতিবাদ করনি?

দেবীদাস। সেই অপরাধেই আমি মারাঠা রাজ্য থেকে বিতাড়িত।

ভবানন্দ। ওঃ, রাগে আমার সর্বশরীর কাঁপছে।

দেবীদাস। আমার আবেদন জাঁহাপনা। বিশ্বের একটা সৌন্দর্যের মণিকে অনাদরে অগ্রাহ্য করবেন না। মারাঠারা দস্যু—হত্যা লুণ্ঠনই তাদের ব্যবসা। সৌন্দর্যের মূল্য তারা কি বোঝে?

ভবানন্দ। দুর্বৃত্ত মারাঠা জাতির হস্তে ঐ দেবভোগ্য বস্তুকে কলঙ্কিত করার অর্থ দিল্লীশ্বরের কলঙ্কের পরিচয়। যে মারাঠা জাতি ইলিশপুরের কর বন্ধ ক'রে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছে।

আলাউদ্দিন। ইলিশপুর! ইলিশপুর। তুমি ঠিকই বলেছ উজির সাহেব। কাফুর খাঁ!

কাফুর। আদেশ দেন জনাব,এই মুহূর্তে আমি দেবগিরি যাত্রা করি।

আলাউদ্দিন। যাও, এই মুহূর্তে তুমি দেবগিরি যাত্রা কর।

কমলা। দাঁড়াও বীর, একা তোমার দ্বারা দুর্ধর্ষ মারাঠা জাতিকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। তুমি যাও—আদেশের অপেক্ষায় থাক।

[কাফুর খাঁর প্রস্থান

দেবীদাসের প্রতি

বল বীর তোমার কি ইচ্ছা ?

দেবীদাস। আমি চাই প্রতিশোধ।

কমলা। উত্তম। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করতে দিল্লীশ্বরের সাহায্য পাবে।

[দেবীদাসের প্রস্থান

দুর্ধর্ষ মারাঠা জাতিকে পরাস্ত করা কাফুর খাঁ আর দেবীদাসের আয়ত্বের বাইরে। তাই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি হিসাবে পাঠাতে হবে আমার বীর পুত্র খিজির খাঁকে। ভবানন্দও সঙ্গে থাকবে। আর শাহাজাদার পরিচর্যার জন্যে যাবে, মতিয়া।

আলাউদ্দিন। উত্তম তোমার মতই আমার মত। আমি এই মর্মেই আদেশপত্র দিচ্ছি।

[প্রস্থান

ভবানন্দ। কি ভাবছেন বেগম সাহেবা ?

কমলা। ভাবছি, দেবীদাস এককালে আমার বিশ্বস্ত অনুচর থাকলেও আজ মারাঠার উপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। আর কাফুর খাঁ সম্রাটের বিশ্বস্ত অনুচর। অথচ তাদের সাহায্য ব্যতীত আমরা কি করে সফলকাম হব ?

ভবানন্দ। মাথার জোরে। সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে এই মাথা। আমি চল্লুম জাহাপনার কাছে তাঁর আদেশপত্র স্বাক্ষর করাতে। পরে আপনি আমি কাফুর খাঁ আর দেবীদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।

[প্রস্থান

কমলা। আমি বুঝতে পাচ্ছি না ভবানন্দ, কি কৌশলে তুমি তাদের করায়ত্ত করবে। এখনও পুত্রদের অসহায় ক্রন্দন আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। রাজ্যেশ্বর স্বামী অসহায়ভাবে আত্মহত্যা ক'রেছেন। আমি, আমি কি করি ? আমি আর সহ্য করতে পাচ্ছি না। শয়তান আমার

সোনার রাজ্য যেমন ছারখার ক'রেছে তেমনি তার রাজ্যও আমি কবরস্থ করবো। তাতে যদি প্রয়োজন হয় আমি আত্মসমর্পণ করবো।

পাগলের প্রবেশ

পাগল। খবরদার! খবরদার! ঐ পাপ দেহটাকে স্পর্শ কর না।

কমলা। কে তুমি? কি বলছো তুমি?

পাগল। কে আমি? কি বলছি আমি? বুঝতে পারলে না? হাঃ হাঃ হাঃ!

কমলা। কি ক'রে এখানে প্রবেশ করলে?

পাগল। কেউ জানে না। কেউ জানে না। (থলির প্রতি) শুনছ? ওগো শুনছ?

কমলা। কি আছে ঐ থলিতে?

পাগল। ঐ থলিতেই তো আমার সব। এই দেখ, এই দেখ।

ভস্ম দেখাইল

কমলা। ও যে ছাই।

পাগল। চুপ! চুপ! ও ছাই নয়—ও কি জান? ঐ যে উপরে অনন্ত আকাশ দেখছ না? ঐ আকাশ থেকে বিধাতার রুদ্ররোষে খসে পড়ে চাঁদের একটি কণা। আমার মনের আকাশে সে নেয় আশ্রয়। তার কিরণে মনের আকাশ করতো আলোকিত। সহসা সেই আকাশে হ'ল রাহুর উদয়। স্পর্শে তার সেই জ্যোৎস্না ভরা চাঁদ জমে হ'য়ে গেল পাথর। আমি তাকেই আগুনে পুড়িয়ে ছাই ক'রে নিয়েছি। (কাঁদিয়া) ওগো অমন কথা বল না। আমার মনে বড় কষ্ট হয়। ওযে আমার সব।

কমলা। ও তোমার সব? কথাগুলো যেন হেঁয়ালী মাখান।

পাগল। না গো না, হেঁয়ালী নয়—হেঁয়ালী নয়। "এ অতি বাস্তব।

কমলা। ওর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ যা আজও ভুলতে পারছ না?

পাগল। সম্বন্ধ। ওগো শুনছ—শুনছ? জানবে, ধীরে ধীরে সব জানবে।

[প্রস্থান

কমলা। বুঝেছি, বুঝেছি উন্মাদ তোমার মর্মবেদনা। উঃ আলাউদ্দিন, না জানি তুমি কত লোকেরই না সর্বনাশ ক'রেছ। মানুষের কোপানল থেকে রেহাই পেলেও মাথার উপর যে ভগবান আছে—

গীতকণ্ঠে জগাপাগলার প্রবেশ

জগাপাগলা।

মাথার উপরে ঐ নীলাকাশ
ভগবানের সেথা নাহি বাস
এ রটনা কার জানি না
এ ধারণা তব ভ্রান্ত।
আকাশ আকাশ শুধু শূন্যতা
সেথায় আছে শুধু নীলিমতা
নহে ভগবান শুধু অনুমান
নেই আদি নেই অন্ত।
ভগবান সেথা যদি থাকতো
অনাথের কান্না শুনতো
মিথ্যের জয় সত্যের লয়
রোষ দৃষ্টি হানতো।

[প্রস্থান

কমলা। উঃ আলাউদ্দিন! জানিনা তোমার শেষ পরিণাম কি!

[প্রস্থান

—

তৃতীয় দৃশ্য

প্রান্তর

ময়না একাকী বসিয়াছিল, রহমনের প্রবেশ

রহমন। কি ভাবিছ বসি নিরজনে ?

ময়না। এস কবি এস
বসি নিরজনে
করি তব ধ্যান।

রহমন। কি রকম ?

ময়না। হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর
অবসর সময়ে
হৃদি মাঝে তব মূর্তি করিয়া অঙ্কিত
ভাসি বন্ধু কল্পনার স্রোতে।

রহমন। এত ভালবাস মোরে ?

ময়না। সে কথা কি প্রথম বুঝিলে ?

রহমন। তবে এস
এই শুভক্ষণে এই নির্জন প্রান্তে
বিবাহসূত্রে হই আবদ্ধ
সার্থক করি দোঁহের জীবন!

ময়না। কিন্তু বন্ধু
ভাসাইয়া প্রেমতরী অতল সলিলে
হাল যদি ছেড়ে দাও মাঝ দরিয়ায় ?

রহমন। কি কহিলে সুন্দরি ?
ছাড়ি হাল মাঝ দরিয়ায়
চলে যাব তোমারে ছাড়িয়া ?
হায় ! হায় !
দুঃখ শুধু এই লো সুন্দরি
রহমনের অন্তর ব্যথা কেহ না বুঝিল।
কেহ না জানিল কি নিদারুণ হাহাকার
ভস্ম দিয়ে রেখেছি ঢাকিয়া
এই অস্থিচর্ম ঢাকা শুষ্ক হৃদি মাঝে।

ময়না। আহা বুক ফাটে তব দুঃখে !
শোন বন্ধু !
বিবাহ করিব তোমা জেন সুনিশ্চয়।
কিন্তু বন্ধু
দেখ মোর দেহের পতন
রন্ধনশালে থাকি সারাদিন
জৌলুস হয়েছে কালি
অকালে হ'লাম বৃদ্ধা !

রহমন। নাহি চিন্তা সুন্দরী।
হলে প্রয়োজন
তেয়াগিয়া এ জঘন্য কর্ম
চলে যাব দোঁহে মোরা দূর দূরান্তরে।
সেথা তুমি শুধু রবে মোর পাশে
অনুরোধ মত
প্রেম ভাষে ছড়াবে মধু।
আর আমি

ভ্রমর কুসুম পাশে
যায় যথা মধু সঞ্চয়ে
তেমনি মিলি কল্পনার পাখা
গুণ গুণ রবে
তব পাশে করিব গুঞ্জন !

ময়না। দেখ প্রিয় !
মধুপানে হ'য়ে রত
ফেল না গিলিয়া মোরে !

রহমন। বল বল
অপূর্ণ কি রহিবে বাসনা ?

ময়না। না বন্ধু,
বাসনা তব মিটিবে অচিরে।

রহমন। আবার কহলো সুন্দরি
মিটিবে বাসনা মোর ?
আহা কি সৌভাগ্য মোর,
কি অভয় বাণী শোনালে অভয়া।
মনে হয় তোমারে ল'য়ে
চলে যাই দূর দূরান্তরে।
মনে হয় তোমারে ল'য়ে
বাঁধি নীড় অতি নিরজনে।
মনে হয় তোমারে লয়ে
ঝুলি ফাঁসিকাঠে।
মনে হয় তোমারে লয়ে—
ওঃ, আর ভাষা নাই—আর ভাষা নাই।

ময়না। শোন ! শোন !

রহমন। না না, নাহি শুনিব।
তুমি শুধু শোন মোর মনের ইঙ্গিত।
মনে হয় আকাশের চাঁদ তুমি
আমি ধরাতল,
মনে হয় সাগরের জল তুমি
আমি অদূরের কূল,
মনে হয় সলিল সম্ভাব তুমি
আমি ধূ ধূ মরুভূমি।

ময়না। শোন বন্ধু
যথার্থ প্রেমিক তুমি
তথাপি অকর্মন্য বলি
গণি তোমারে।

রহমন। কিসে বুঝিলে

ময়না। এত দিন চাকরী করি
কি করিছ বলিবার দেখিবার মত?
ঘর বাড়ী কিংবা একটা—

রহমন। কিবা প্রয়োজন।
বিরাট এই ব্রহ্মাণ্ডে
আস্থানার নাহিক অভাব।

ময়না। বিবাহের পর কোথায় রহিব মোরা?

রহমন। শোন ময়না।
রহিব না তুমি আমি
ইট পাথরে গাঁথা সুরম্য প্রাসাদে।

ময়না। কোথায় রহিব তবে?

রহমন। মুক্ত বিহঙ্গ যথা বাঁধি নীড় উচ্চ তরু শাখে

ষড ঋতু সাথে করে ভোগের চরম ;
সেই মত তুমি আমি
সাথে লয়ে ষড় ঋতু
রচিয়া প্রেমের গেহ
বৃক্ষতলে যাপিব জীবন।

ময়না। বুঝিলাম না।

রহমন। বুঝিলে না ?
কহি স্পষ্ট করি সরল ভাষায়
শুন মন দিয়া।
গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে
ধরাবাসী কক্ষ মাঝে করে ছটফট।
কিন্তু তুমি আমি
উন্মুক্ত কান্তারে বিশুদ্ধ বায়ু করিয়া সেবন
অতি সুখে যাপিব জীবন।
তারপর ধর বর্ষা।
বর্ষার ঘন বরিষায়
শীতল হইবে ধরা
তখন তুমি আমি সিক্ত বস্ত্রে
বিগত গ্রীষ্মের তাপ করিব শীতল।

ময়না। চমৎকার।

রহমন। তারপর শরৎ হেমন্ত আগমনে
নূতন ধান্যের সুরভিতে
ঘোর নিদ্রায় হইব মগন।
অবশ্য সামান্য কষ্ট হইবে
শীত আগমনে। নাহি ভয়—

আমার এই বস্ত্র দ্বারা
সারা অঙ্গ তব রাখিব ঢাকিয়া।

ময়না। চমৎকার!

রহমন। আরও চমৎকার হইবে বসন্ত আসিলে।
কোকিল ডাকিবে কুহু কুহু রবে।

ময়না। থাক্ থাক্ বুঝিলাম সব।
স্বামী হইবার যথার্থ পাত্র তুমি।
কি হইবে আহার মোদের?

রহমন। বৃক্ষের ফলমূল কে লবে কাড়িয়া?

ময়না। আরও চমৎকার! অপুব যুক্তি তব।
ধর নিশাযোগে দুরন্ত তস্কর আসি
যদি বলপুর্বক লয়ে যায় মোরে?

রহমন। (গোঁফে তা দিয়া) কেন নহি কি পুরুষ আমি?

ময়না। তা বটে।
পুরুষত্ব প্রকাশ পায়
শুধু শুষ্ক গুম্ফের বিকাশে।

রহমন। বল বল এইবার।

ময়না। কি আর বলিব
ঐ দেখ উজির সাহেব।

[প্রস্থান

রহমন। তাই তো, কি করি এখন।
সরে পড়ি এই বেলা।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

প্রমোদ কুঞ্জ

বাঈজীদের গান

বাঈজীগণ। **গীত**

কেয়া ফুলের গন্ধ মেখে ফাগুন এলো রে
এলো রে—এলো রে—এলো রে।
ফুলে ফুলে কানন বীথি ছড়াছড়ি,
লতায় লতায় শাখায় শাখায় জড়াজড়ি,
আকাশে আজ কিসের খুসী ছড়ালো রে॥
বীণার তারে কি গান জাগে মনোহারিণী—
কাহার নাচের তালে তালে অনুরাগিণী
মোদের হৃদি গানে গানে ভরাল রে॥

মতিয়ার প্রবেশ

মতিয়া। তোরা এখন যা এখান থেকে। শাহাজাদা এলে আবার ডাকবো।

[বাঈজীদের প্রস্থান

ভাগ্যের নির্ম্মম পীড়নে স্রোতের তৃণের মত ভাসতে ভাসতে সেই সুদূর ইরাণ থেকে দিল্লীর উপকূলে এসে পৌছেছি। ছোট ছোট ভাই বোনগুলি আজ কত বড় হ'য়েছে। তারা হয়ত আমায় ভুলেই গেছে।

মতিয়ার চোখে জল দেখা গেল, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া

না, সে চিন্তাও দুঃসহ! তবু আমি সুখী।

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। আসন্ন মারাঠা যুদ্ধই বোধ হয় তোমার সেই সুখের প্রাসাদ ধূলিসাৎ করবে, মতিয়া।

মতিয়া। কে ?—ও উজির সাহেব ? কি বল্লেন মারাঠা যুদ্ধ ?

ভবানন্দ। কেন তুমি শোননি ? দিল্লীশ্বর মারাঠার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আর সে অভিযানের প্রধান সেনাপতি খিজির খাঁ।

মতিয়া। হঠাৎ এ যুদ্ধের কারণ কি উজির সাহেব ?

ভবানন্দ। কাফুর খাঁ দেবলাদেবীর সন্ধান এনেছে। এখন তার উদ্ধারের জন্যই এই যুদ্ধের আয়োজন।

মতিয়া। এতে আমার সুখের প্রাসাদ ধূলিসাৎ হবে কেন ?

ভবানন্দ। এ যুদ্ধের অন্তরালে কি আছে জান ?

মতিয়া। কি ?

ভবানন্দ স্বার্থসিদ্ধি।

মতিয়া। স্বার্থসিদ্ধি!

ভবানন্দ। মতিয়া তুমি বুদ্ধিমতী হয়ে এই সহজ সরল কথাটার অর্থ খুঁজে পেলে না। (চুপি চুপি) কমলাদেবীর একমাত্র কন্যা দেবলা রূপে, গুনে অদ্বিতীয়া। আর শাহজাদাও কন্দর্পস্বরূপ। শাহাজাদার সঙ্গে দেবলার বিবাহ দিয়ে তিনি চান গুজরাট রাজবংশধরকে দিল্লীর মসনদে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে।

মতিয়া। কিন্তু শাহাজাদা তো অবিবেকী নয়।

ভবানন্দ। এবার তুমি আমায় হাসালে মতিয়া। বেহেস্তের হুরী দেবলা। শাহাজাদা পুরুষ। তোমার প্রতি শাহাজাদা অনুরক্ত হলেও যৌবনের গতি দুর্বার —মন তার কল্পনাময়।

মতিয়া। কিন্তু শাহাজাদা—

ভবানন্দ। তা ছাড়া শাহাজাদার ভাগ্যনিয়ন্তা এখন কমলাদেবী।

ধর, যদি তোমার মুখ চেয়ে দেবলাকে শাহাজাদা সাদী না করেন, তখন শাহাজাদার নামে মদ্যপায়ী, লম্পট ইত্যাদি দুর্ণাম রটিয়ে দিয়ে রাজ্যের প্রজাদের ক্ষেপিয়ে দেবেন, সম্রাটের বিষদৃষ্টি করে দেবেন। ফলে দিল্লীর ভাবী অধীশ্বরকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কাজেই তোমার মোহে অন্ধ হ'য়ে শাহাজাদা নিজের পায়ে কুঠারঘাত করতে পারেন না।

মতিয়া। তবে আমি কি করি? আপনি আমায় পথ দেখান।

ভবানন্দ। ভগবানই তোমার পথ তৈরী ক'রে দিয়েছে। তবে খুব সংযত ধীর স্থির ভাবে চল্‌তে হবে। পদস্খলন হলেই পতন অবশ্যম্ভাবী।

মতিয়া। আপনি পরিচালক হ'য়ে সে পথের চালক হন।

ভবানন্দ। আমার বুদ্ধি নিয়ে তুমি চলবে?

মতিয়া। নিশ্চয় চলবো।

ভবানন্দ। তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি?

মতিয়া। আমি আল্লার নামে কসম্ খাচ্ছি।

ভবানন্দ। আমি বিশ্বস্তসূত্রে জান্‌তে পেরেছি খিজিরখাঁর সঙ্গে পরিচারিকা ক'রে তোমাকে যুদ্ধে পাঠান হবে। যুদ্ধে ভয় না ক'রে নিশ্চয়ই শাহাজাদার অনুগামিনী হবে। আর সেইখানে গিয়ে ছলে বলে কৌশলে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে যাতে দেবলা দিল্লীতে আসতে না পারে।

মতিয়া। কিন্তু সে বুদ্ধি আমায় কোথায়?

ভবানন্দ। আমি তোমায় সে বুদ্ধি বাৎলে দেব।

মতিয়া। আমি আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।

ভবানন্দ। এখন আমি আসি মতিয়া। সাবধান আমি যে তোমার কাছে এসেছিলুম তা যেন কেউ জান্‌তে না পারে। এমনকি শাহাজাদাও নয়।

[প্রস্থান

মতিয়া। পুরুষ জাতটাই স্বার্থপর! মধুপায়ী ভ্রমরের ন্যায় ফুলে ফুলে মধু আহরণ, তাদের একটা জাতিগত স্বভাব কিন্তু এও কি কখনও হয়? শাহাজাদা—নাঃ, এই খল জগতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। (সুরা পাত্রের প্রতি) এই রাক্ষুসীই যত নষ্টের মূল। তুই মানুষকে অমানুষ করিস্। বেহেস্ত থেকে দোজাকে পাঠাস। বীরের মনে জাগাস্ কাপুরুষতা। না না, তোর এখানে থাকা হবে না।

সুরাপাত্র ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইলে খিজির প্রবেশ করিল

খিজির। আহা কর কি—কর কি?

পাত্র কাড়িয়া লইল

মতিয়া। এই সর্বনাশীর আর এ প্রাসাদে স্থান হবে না।

খিজির। না না, অমন কথা বল না, মতিয়া। দেখ, দেখ কি অপরূপ রক্তিম আভায় সমগ্র প্রাসাদ আলোকিত করে রেখেছে। রাঙিয়ে রেখেছে তোমার শাহাজাদার হৃদয়। এর অসীম প্রভায় শরীরের প্রতি শিরা উপশিরায় আনে অপূর্ব বিস্মৃতি—ভুলিয়ে দেয় আমি কে, দুনিয়ার অস্তিত্ব। হে খোদা। চমৎকার তুমি—অপূর্ব তোমার সৃষ্টি।

মদ্যপানে উদ্যত

মতিয়া। সরাব তুমি আর খেও না শাহাজাদা।

খিজির। সরাব যে আমায় খেতেই হবে মতিয়া। এর ঐ অকপট প্রেম আকারে ইঙ্গিতে ডাকে খিজিরকে। লো সুন্দরি। তোমাকে আমার চাই- চাই। তোমার ঐ প্রীতিমাখানো চুম্বন আমি ভুলি কি করে?

মদ্যপান

মতিয়া। শাহাজাদা।

খিজির। দাঁড়াও! দাঁড়াও (পান শেষে) ব্যস্, বল এইবার কি বলছিলে।

মতিয়া। অনুরোধ রাখ, ও বিষ আর খেও না।

খিজির। বিষ! হাঃ হাঃ হাঃ! হিংসে হচ্ছে? খাবে, একটু দেখনা কত শান্তি?

মতিয়া। তুমি না কসম্ নিয়েছিলে যে সরাব পান আর করবে না।

খিজির। তাই নাকি? কৈ মনে পড়ে না তো? ও হাঁ হাঁ— কসম্ অবশ্য তোমার কাছে একটা নিয়েছিলুম। তবে সেটা তোমাকে ভোলাবার জন্য।

মতিয়া। শাহাজাদা! তুমি এই পথ ত্যাগ কর।

খিজির। কোন পথ?

মতিয়া। এই অধঃপতনের পথ।

খিজির। তবে আমি বাঁচবো কি নিয়ে মতিয়া? জীবনের সব দিকই যে খোদা রুদ্ধ করে দিয়েছে। খোলা আছে মাত্র এই স্বেচ্ছা-চারিতার পথটা। এটাও যদি বন্ধ ক'রে দি তবে এই দুর্বিসহ জীবনটা কি ক'রে কাটাই?

মতিয়া। দিল্লীর ভাবী অধীশ্বরের জীবন দুবিসহ হবে কোন দুঃখে, শাহাজাদা?

খিজির। কোন দুঃখে? হাঃ হাঃ হাঃ! দেখ মতিয়া, এই নারী জাতটার উপর আমার একটা জাতক্রোধ আছে। এক একবার মনে করি এই বেইমান জাতটাকে আমি পৃথিবী থেকে নির্মূল ক'রে দি। কিন্তু তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সব যেন গোলমাল পাকিয়ে যায়। থাক্, বাইজীদের ডাক।

মতিয়া। না, ওদের আসবার কোন প্রয়োজন নেই।

খিজির। আহা, ওদের ওপর আবার বিরূপ কেন? চাকরী গেলে ওরা খাবে কি?

মতিয়া। চাকরী তাদের বজায় থাকবে। তবে তাদের আসবার কোন প্রয়োজন নেই।

খিজির। আচ্ছা তবে থাক্! তুমিই এক পাত্র—

মতিয়া। না, ও বিষ তোমায় আমি হাতে করে দেব না।

খিজির। কিন্তু ঐ বিষ অভাবে তোমার শাহাজাদাও যে বাঁচতে পারে না।

মতিয়া। কেন তুমি ও বিষ খাও? ঐ বিষ পানের সুযোগ নিয়ে হয়ত দেশবাসী গোপন ষড়যন্ত্র ক'রে তোমাকে সুরাপায়ী আখ্যা দেবে। দিল্লীর মসনদের অযোগ্য বল্‌বে।

খিজির। গোপন ষড়যন্ত্র দিল্লি'তে ত নূতন নয়, মতিয়া। ইতিহাস খুললে দেখতে পাবে, এই গোপন ষড়যন্ত্র দিল্লীব একটা মজ্জাগত ব্যাধি। বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা, নীচতা দিল্লীর আবহাওয়াকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছে। ঐ দেখ পিতৃতুল্য খুল্লতাত নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে মানুষ করলেন পিতাকে। কিন্তু পিতা তার কি প্রতিদান দিলেন? নিরস্ত্র অবস্থায় খুল্লতাতকে করলেন বন্দী অন্ধকার কারাগারে। সেইখানে পিতা তার সকল ঋণ কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করলেন এক বিষাক্ত ছুরিকার বিনিময়ে। শোণিতের তুফান বইলো সেই অন্ধকার কাবাবক্ষে। কেউ জান্‌লো না, কেউ দেখলো না। যারা দেখলো, যারা জানলো, তারা কেউ প্রতিবাদও করলো না! নিষ্কণ্টক হ'য়ে পিতা বসলেন দিল্লীর মসনদে।

মতিয়া। শাহাজাদা!

খিজির। অপরিসীম বিক্রম তার। প্রথমেই দৃষ্টি পড়লো নিরীহ হিন্দু প্রজাদের উপর। জানিনা, কেন এই অহেতুক ক্রোধের সঞ্চার।

তাদের উপর বসলো জিজিয়া কর। মাথা গুণতি কর! করের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে দলে দলে নিরীহ হিন্দু হ'তে লাগলো মুসলমান। সুন্দরী হিন্দু ললনাদের জোর করে করা হ'তে লাগলো হারেমের সঙ্গিনী। ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক নবাব আলাউদ্দিন খিলজী অবাধ গতিতে চালাল তার অত্যাচারের অভিযান। অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করলো, ন্যায়নিষ্ঠ সম্রাটের ক্ষমতার প্রভাবে—কেউ হল বন্দী— কেউ পেল মুক্তি—আর কারুর বা প্রকাশ্যে হ'ল প্রাণদণ্ড।

মতিয়া। তাইতো বলি, এই অধঃপতনের পথ ত্যাগ ক'রে আদর্শ সম্রাট হও।

খিজির। সে পথও আমার রুদ্ধ মতিয়া।

মতিয়া। কিন্তু সেই রুদ্ধ পথ তুমি ইচ্ছে করলেই পরিস্কার করতে পাব।

খিজির। কমলাদেবীব আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সে পথ আমার রুদ্ধ হয়ে গেছে, মতিয়া। সিংহাসনে সম্রাট উপবিষ্ট সত্য, কিন্তু ন্যায়দণ্ড কমলাদেবীর হাতে।

মতিয়া। কিন্তু সেই ন্যায়দণ্ড—

খিজির। না না মতিয়া, আমি চাইনা ন্যায়দণ্ড—চাইনা দিল্লীর মসনদ। রাজত্বের নামে অত্যাচার, শাসনের নামে পীড়ন আমি চাইনা। তার চেয়ে সরাবেই আমি ভুলে যেতে চাই, আমি দিল্লীর শাহাজাদা, ভুলে যেতে চাই, সম্রাট আলাউদ্দিন আমার পিতা। তুমি জাননা মতিয়া, দিল্লীতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে কত আবেদন, কত প্রার্থনা আমার কানে পৌচেছে। কিন্তু আমি কি করবো—কি বলে বোঝাব, আমি শুধু নামেই শাহাজাদা!

মতিয়া। কিন্তু সরাবেই কি তোমার অন্তর্দাহ নির্বাপিত হবে

শাহাজাদা ? এক জ্বালা নেভাতে গিয়ে এ যে আর এক জ্বালা বাড়ান হচ্ছে।

বেগে হোসেনের প্রবেশ

হোসেন। তাড়িয়ে দেব—তাড়িয়ে দেব। কারুর কথা শুনবো না। আমি আজই তাড়িয়ে দেব।

খিজির। কি ব্যাপার হোসেন ?

হোসেন। না না, আমি কোন কথা শুনবো না কারুর বাধা মানবো না।

খিজির। কি হল, বল না ? কাকে তাড়িয়ে দিবি ?

হোসেন। গান

গরীবের চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরে
যেন বইছে তুফান
চোখ থাকতেও দেখ না।
তাদের বক্ষ 'পরে পেষাই চলে
সে যে ভীষণ
চোখ থাক্‌তেও দেখনা॥

তোমরা রক্ষক হয়ে চুপটী করে
বসে আছ ঘরে
গর্জে তবু ওঠ না,
তারা সব ঘরে ঘরে দীন স্বরে
কেঁদে মরে
অশ্রু তো মোছাও না।
সে সুরে আকাশ মাঝে
বাতাস কাঁদে
তাও তো কিছু কর না॥

দেখ ঐ প্রাসাদ শিরে
কালো ঐ নিশান ওড়ে
ও নিশান বলছে হেঁকে
কাদের ডেকে,
হুঁসিয়ার। হুঁসিয়ার। হুঁসিয়ার।
এ শাসন চলবে না॥

খিজির। শুনছো—শুনছো মতিয়া!

নেপথ্যে গোলমাল শোনা গেল। "এই ভাগো, এই ভাগো।" না—না, আমি যাব, পথ ছাড়, শাহাজাদার সঙ্গে আমার দরকার।"

কিসের গোলমাল মতিয়া?

দ্রুত পাগলের প্রবেশ

পাগল। শাহাজাদা কৈ, শাহাজাদা কৈ?

মতিয়া। কেন কি প্রয়োজন?

পাগল। বল না শাহাজাদা কৈ? বেশী সময় নষ্ট করবো না। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রে চলে যাব।

মতিয়া। শাহাজাদা তোমার সম্মুখে।

পাগল। তুমি, তুমিই শাহাজাদা?

খিজির। কে তুমি?

পাগল। আমি? ভাগ্য আমায় হাত ধরে তোমার কাছে এনেছে।

খিজির। তার মানে?

পাগল। মানে করতে গেলে অনেক বড় হ'য়ে যাবে। বহুদিন তোমার সন্ধান ক'রেছি, কিন্তু পাই নি।

খিজির। রাজকার্যে আমি অন্যত্র গিয়েছিলুম।

পাগল। তা হবে, হয়ত সেই জন্যেই দেখা পাইনি। আরে ওতে

কি আছে—মদ ? তা ভাল। জ্বালা জুড়াবার একমাত্র ওষুধই বটে। দাও না এক ঢোক। দেখি, যদি বুকের জ্বালা কিছুটা উপশম হয়।

মতিয়া। তোমার স্পর্ধা তো কম নয় ?

পাগল। আমার স্পধাটাই সকলের চোখে পড়ে। আর যারা স্পধার সীমা ছাড়িয়ে গেছে তাদের দিকে কেউ দৃষ্টিপাত করে না। (খলির প্রতি) ওগো শুনছ ! যেখানেই যাচ্ছি কেবল এক কথা স্পধা— স্পধা—স্পর্ধা—। তবে বলবো কাকে হৃদয়ের ব্যথা, জানাবো কাকে অন্তরের হাহাকার ! না না, আমি পালাই। সবাই স্বার্থপর—

খিজির। দাঁড়াও, বল তুমি কি বলতে চাও ?

পাগল। মনের ব্যথা মনেই থাক। এ ব্যথার উপশম করতে আমি চাই না। এ ব্যথার উপশম হ'লে আমি বাঁচবো কেমন করে গো—আমি বাঁচবো কেমন করে ?

খিজির। বল কি চাও তুমি ?

পাগল। চাই না কিছু। শুধু দুটো কথা জানাতে চাই। জানি তুমি শুনবে। তাই তো প্রহরীদের প্রহার অগ্রাহ্য করে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। শোন, ভাল করে মন দিয়ে শোন। জানি না কোন পুণ্য ফলে ঐ অনন্ত আকাশ থেকে খসে পড়েছিল চাঁদের এক কণা জ্যোৎস্না আমার ভাগ্যাকাশে। প্রেম মন্ত্রে তাকে আমি করেছিলুম সঞ্জীবিত। স্পর্শে তার আমার মন প্রাণ পর্যন্ত সুখ শান্তিতে উঠেছিল ভরে। কল্পনার কত রঙিন ছবি এঁকেছিলেন মন আকাশের পটভূমিকায়। বলতে পার শাহাজাদা, কেন, কোন অপরাধে তাকে জোর ক'বে নিল ছিনিয়ে ?

মতিয়া। তুমি কি তোমার স্ত্রীর কথা বলছো ?

পাগল। চুপ ! চুপ ! ও পাপ মুখে তাকে আর কলঙ্কিত কর না। নাঃ, এরা কেউ বোঝেনা। এত স্পষ্ট করে বলছি তবু এরা বুঝতে পারে না। আমি পালাই, আমি পালাই— [প্রস্থানোদ্যত

খিজির। দাঁড়াও। বল কোথায় তোমার স্ত্রীকে ধরে রেখেছে। আমাকে বিশ্বাস কর—আমার সর্বশক্তির বিনিময়ে তাকে—

পাগল। উদ্ধার করবে! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

খিজির। বিদ্রূপ নয়,—বল এর জন্যে যদি আমায় পিতৃদ্রোহী [illegible] হয়—

পাগল। পারবে না শাহাজাদা পারবে না। ঐ উর্ধ্বে—ঐ অনন্ত আকাশে জ্যোৎস্না আমার মিশে গেছে ঐ জ্যোৎস্নার ধারায়। রোজ দেখি, আকাশের গায়ে তার খেলা। আমি বাতায়ন ধারে বসে কত ডাকি—কত কাঁদি কৈ—কৈ সে তো আসে না? বিচার কর শাহাজাদা বিচার কর। (খিজির নিবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল) এই তোমার ন্যায় বিচার? স্বার্থপর—সবাই স্বার্থপর।

পাগল প্রস্থান করিল। খিজিরের চোখে মুখে একটা অস্বাভাবিক ভাব ফুটিয়া উঠল। সহসা সে চিৎকার করিয়া উঠিল

খিজির। অত্যাচার! অত্যাচার! আমি এর বিচার করবো—আমি বিচার করবো—

গীতকণ্ঠে জগাপাগলার প্রবেশ

জগাপাগলা।

গীত

নাই রে বিচার নাই।
বিচারের নামে শুধু অবিচার
চলিছে যে সবাই॥
কান পেতে শোন　　দিকে দিকে কেন
শুধু হাহাকার ধ্বনি
মানুষ আজ　　হ'ল অমানুষ
পশু সম গণি॥

খিজির। কে তুমি ?

জগাপাগলা। পূর্ব গীতাংশ

আমি মানুষ আকারে পশু যেন আজ
বিচার হ'য়েছে মোর
পাগল সাজিয়া বেড়াই ঘুরিয়া
ঝরিতেছে আঁখি লোর॥
নেভে না নেভে না মনের আগুণ
দিনে দিনে যেন হ'তেছে দ্বিগুণ
জন জাগরণে হাঁকে মনে প্রাণে
চাই প্রতিশোধ চাই॥

[প্রস্থান

খিজির। সরাব দাও—সরাব দাও মতিয়া, শীঘ্র আমায় সরাব দাও—আমাকে অপ্রকৃতিস্থ কর।

মতিয়া। না না, সরাব তোমাকে কিছুতেই দেব না।

সুরাপাত্র মতিয়া নিজের কাছে রাখিল। খিজির চিৎকার করিয়া উঠিল, "সরাব দাও, সরাব দাও।" মতিয়াকে পদাঘাত করিয়া জোর করিয়া সুরা পাত্র কাড়িয়া এক নিঃশ্বাসে পান করিল

খিজির। আমি কি করি বলত মতিয়া, আমি কি করি ? কৈ হ্যায়, বাঈজী বোলাও—

জনৈক বাঈজীর প্রবেশ

নাচতে পার—এমন একটা নাচ যাতে আমি ভুলে যাই যে আমি মাটির মানুষ। ভুলে যাই, পৃথিবীর আলো বাতাসের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ আছে।

বাঈজী নৃত্য আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে সে খিজিরকে মদ দিতে লাগিল। বাঈজী নৃত্য শেষ করিয়া এক ভঙ্গিমা লইয়া দাঁড়াইল

চমৎকার! চমৎকার নৃত্য!

কণ্ঠহার পুরস্কার দিতে গেল এমন সময় কাফুর খাঁ প্রবেশ করিল

কাফুর। বন্দেগী শাহাজাদা। সম্রাটের আদেশনামা।

খিজির। যাও।

[কাফুর খাঁর প্র ান

চমৎকার! হিন্দুর কন্যা পাঠানের হারেমে স্থান না পেয়ে হিন্দুর আশ্রয়ে আছে, তার ইজ্জত রক্ষা হ'য়েছে, এত বড় অগৌরব কমলা দেবী মাতা হ'য়ে সহ্য করতে পারলেন না। তাই তার অনুরোধে বিশহাজার সৈন্য নিয়ে যেতে হবে মারাঠা বিজয়ে—

মতিয়া। দুর্ধর্ষ মারাঠার সঙ্গে যুদ্ধ!

খিজির। কেন, ভয় হচ্ছে? তুমি যার প্রধানা পরিচারিকা তার কি ভয় মতিয়া?

মতিয়া। আমি?

খিজির। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি। তুমি যাবে আমার সঙ্গে। বিশ্বাস হল না? এই দেখ।

মতিয়া। (স্বগতঃ) উজির সাহেব! তোমায় সেলাম। (প্রকাশ্যে) তবে আমি যাই, প্রস্তুত হইগে।

[দ্রুত প্রস্থান

খিজির। আবার যুদ্ধ!

রহমনের প্রবেশ

রহমন। হ্যাঁ হ্যাঁ যুদ্ধ—আবার যুদ্ধ—

খিজির। আরে কবি যে কি ব্যাপার?

রহমন। যুদ্ধে যাব।

খিজির। যুদ্ধে?

রহমন। হ্যাঁ হ্যাঁ যুদ্ধে—আপনার সঙ্গে।

খিজির। আরে তুমি তো যুদ্ধ কর ভাষার সঙ্গে—তরবারি হাতে নিয়ে কখনও যুদ্ধ ক'রেছ?

রহমন। আরে যুদ্ধ করিনি, বলেন কি শাহাজাদা, যুদ্ধেই তো আমার জন্ম!

খিজির। যুদ্ধে তোমার জন্ম?

রহমন। ঐ যে সেবার যখন ভীষণ যুদ্ধ হয় তখন আমি মায়ের গর্ভে। দেশের ডাক, জন্মভূমির ডাক, বাবা গেলেন যুদ্ধে। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন ভীষণ যুদ্ধ চল্‌ছে তখনই আমার জন্ম হয়।

খিজির। তাই নাকি? বেশ বেশ! তা তুমি তরবারি ধরতে জান?

রহমন। বলেন কি, আমি তরবারি ধরতে জানি না? শুনুন তবে, বাবা সমস্ত দিন যুদ্ধ করে এসে রাত্রি বেলায় মায়ের কাছে গল্প করতেন আর আমি পেটের মধ্যে থেকে সব শুনতুম!

খিজির। হা হাঃ হাঃ! তাই নাকি?

রহমন। কি রকম ক'রে তরবারি ধরতে হয়—যুদ্ধক্ষেত্রে কোথায় দাঁড়াতে হয়—একেবারে বিলকুল সব—

খিজির। কৈ একবার তরবারিটা ধর দিকি?

রহমন তরবারি ঘুরাইয়া দিল

চমৎকার! আচ্ছা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াবে কোথায়?

রহমন। একেবারে শেষে। ভোজনের আগে আর রণের শেষে, এ আমার বাবার শিক্ষা।

খিজির। আর কে কে যাচ্ছে?

রহমন। বিলকুল সবাই যাচ্ছে। খেঁদি, পেঁচী, ভুটকী বিলকুল সবাই।

খিজির। ওরা আবার কারা?

রহমন। ঐ যে আপনার পিয়ারীর দল। আপনাদের ঐসব উদ্ভট্ নাম আমার মনে থাকে না। তাই মনে থাকবার মত নাম দিয়েছি। সবাইকার উপর জাঁহাপনার আদেশ হ'য়েছে। ভীষণ সাজ সাজ রব।

খিজির। তোমার ময়না যাচ্ছে তো?

রহমন। সে না গেলে আমি যুদ্ধ করবো কাকে নিয়ে? আচ্ছা আদাব, দেখি ময়নার কতদূর হল।

[প্রস্থান

খিজির। খিজির যুদ্ধে চল।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

দেবগিরির রাজপ্রাসাদ

অদূরে নহবৎধ্বনি শোনা যাইতেছিল। রামচন্দ্র ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল

রামচন্দ্র। আনন্দ! আনন্দ! নগরের চারিদিকে আনন্দের লহরী বয়ে যাচ্ছে। আজ শঙ্করদেবের সঙ্গে মা দেবলার শুভপরিণয় সমাপ্ত হ'ল! বন্ধুবর। আজ তুমি ইহলোকে নেই। আমি কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতি পালন ক'রেছি। স্বর্গ থেকে তুমি নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ কর।

রাঘব রায়ের প্রবেশ

কি সংবাদ সেনাপতি?

রাঘব। আপনার আজ্ঞামত মাননীয় অতিথিবর্গ ও রাজন্যবর্গের যাত্রার আয়োজন করা হ'য়েছে, মহারাজ!

রামচন্দ্র। সেনাপতি! আজ আমি একটা বিরাট দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেলুম। আমি বৃদ্ধ হ'য়েছি তাই আমার ইচ্ছে নবদম্পতিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রাজকার্য থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করবো। তোমার কি অভিমত?

রাঘব। এতো আনন্দের কথা মহারাজ। যুবরাজের এবার নিজের রাজ্য বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

শঙ্করদেবের প্রবেশ

শঙ্কর। দিল্লীর দূত আপনার দর্শন প্রার্থী।

রামচন্দ্র। দিল্লীর দূত! যাও সসম্মানে নিয়ে এস।

শঙ্করদেব সহ কাফুরখাঁর প্রবেশ

কি সংবাদ দূত?

কাফুর। সংবাদ এই পত্রেই আছে মহারাজ।

রামচন্দ্র। সেনাপতি! পত্রে কি লেখা আছে পড। মনে মনে নয় উচ্চৈঃস্বরে পড়।

রাঘব। না মহারাজ এ পত্র নয়। পত্র আকারে বিষাক্ত বাণ—নির্মম বজ্রাঘাত।

রামচন্দ্র। তাই যদি হয় তাহ'লে মারাঠা অধিপতি এই মারাঠা রাজ্য থেকে সেই বাণের গতি ফিরিয়ে দেবে দিল্লীর অভিমুখে। সারা দিল্লী নগরী বিধ্বস্ত হবে তারই প্রেরিত বজ্রে। কৈ পত্র দাও।

রাঘব। আমি পাঠ করছি মহারাজ। এই কদর্য পত্রের বক্তব্য আপনার শিবমন্ত্র উচ্চারিত মুখে পাঠ ক'রতে দেব না। শুনুন মহারাজ—মারাঠা রামচন্দ্র,

ইলিশপুরের কর বন্ধ ক'রে, মহারাষ্ট্রকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করার বেয়াদপী আমি মাপ্ করলেও, বেগম কন্যার সঙ্গে তোমার

পুত্রের সাদী আমি বরদাস্ত করবো না। কোনরূপ ওজর না দেখিয়ে বেগম কন্যাকে ওয়াপস্ কর--এ আমার হুকুম।

সম্রাট আলাউদ্দিন

রামচন্দ্র। এত স্পর্ধা পাঠানের !

রামচন্দ্রের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল। তিনি পদচালনা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "আলাউদ্দিন"

শঙ্কর। পবিত্র ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ সেবকের এই বুঝি পরিচয়, দূত ?

রামচন্দ্র। কে বলেছে আলাউদ্দিন পবিত্র ইসলাম ধর্মখ্যাত ? ইসলামী মুখোস পরিধানে ইসলামের দুশমন সে। এখনও শত শত হিন্দুললনার মর্মভেদী আর্তনাদ মহাশূন্যে লীন হ'য়ে যায় নি। এখনও জালাউদ্দিনের অতৃপ্ত আত্মা দিল্লীর মসনদের চারিপার্শ্বে বিচরণ করছে। শয়তান।

কাফুর। ভৃত্যের সম্মুখে প্রভুর নিন্দাবাদ মারাঠা অধীশ্বরের কলঙ্কের পরিচয়।

রামচন্দ্র। স্মরণ থাকে যেন তুমি দূত মাত্র।

কাফুর। দূত হ'লেও আমি সম্রাট আলাউদ্দিনের বিশ্বস্ত সেবক। পুনর্বায় যদি প্রভুর নিন্দাবাদ শুনি

শঙ্কর। দূত। এটা তোমার দিল্লী নয়। রাজসম্মানের ব্যতিক্রম করলে দূত বলে তোমায় ক্ষমা করবো না।

কাফুর। জানি এটা দেবগিরি। তবু আমি জানতে চাই—

রামচন্দ্র। জান্তে চাও ? মারাঠা রাজসভায় দাঁড়িয়ে মারাঠা অধিপতি সম্মুখে এমন স্পর্ধা একজন নগণ্য দূতের ?

কাফুর। সেই নগণ্য দূত জানতে চায়, শিশুরাজ্য অধিপতি কিসের অহঙ্কারে দূতের সম্মুখে দিল্লীশ্বরের নিন্দা করতে সাহসী হয় ?

রাঘব। শৌর্যের অহঙ্কারে—মানবতার অহঙ্কারে।

কাফুর। এই আস্ফালন দেখিয়ে মহারাজকে একবার বহুদিন জঙ্গলে জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকতে হ'য়েছিল।

রাঘব। সেই মারাঠাজাতি আজ দুর্বার। তুচ্ছ দিল্লীর শক্তি। দুনিয়ার সকল শক্তি একত্রিত হ'লেও মারাঠারাজ বাধা দিতে পশ্চাদ্‌পদ হবে না।

কাফুর। তাতে ভবিষ্যতে মারাঠা শক্তির অস্থিত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে ?

শঙ্কর। হয় মারাঠার অস্থিত্ব চিরতরে মুক্তি পাবে পরাজয়ের কলঙ্কের হাত থেকে, না হয় মারাঠা পতাকা বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জানিয়ে দেবে, মারাঠার শৌর্যের বীর্যের গৌরবময় কাহিনী।

কাফুর। রাজকন্যাকে প্রত্যর্পণ করবেন না ?

রাঘব। সম্মান দিয়ে কথা বল পাঠান। মারাঠার ভবিষ্যত রাজ-রাণীর সম্মান ক্ষুণ্ণ ক'রলে দূত বলে তোমায় ক্ষমা করবো না।

কাফুর। রাজরাণী ?

রাঘব। হ্যাঁ রাজরাণী। দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্মুখে, কুলদেবতা বাবা বিশ্বনাথকে সাক্ষী রেখে, মহাআড়ম্বরে আজই তার বিবাহ হ'য়ে গেছে।

কাফুর। আমরা এ বিবাহ স্বীকার করিনা। কারণ রাজকন্যার মাতা কমলাদেবী দিল্লীর প্রধানা বেগম। সুতরাং রাজকন্যা দিল্লীর সম্পদ। মাতার অসম্মতি ক্রমে—

রাঘব। মাতার অসম্মতি !

কাফুর। নিশ্চয়ই, সে কথা অস্বীকার্য নয়।

রামচন্দ্র অথচ তোমাদের মহামান্যা বেগম সাহেবার কন্যা আমাদেরই আশ্রিতা।

কাফুর। সে আপনার মহত্ব মহারাজ। বিপদে আশ্রয় দিয়ে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছেন। খোদার দরবারে পুরস্কৃত হবেন।

এখন রাজকন্যাকে প্রত্যর্পণ করে কমলাদেবী'র অন্তর্জ্বালা নির্বাপিত করুন। প্রকৃত মারাঠাবীরের পরিচয় দেন।

রাঘব। কমলাদেবীর অন্তর্জ্বালা। কন্যার জন্যে তার হৃদয় কাঁদে? যে নারী বিবেকের টুঁটি টিপে ধরে কামনার পূজা করে কুলমর্যাদাকে পদাঘাত করে, ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, কন্যার জন্যে তার অনুতাপ!

কাফুর। মারাঠা!

অসি নিষ্কাষণ

রাঘব। পাঠান!

অসি নিষ্কাষণ

শঙ্কর। হত্যা কর।

রামচন্দ্র। ক্ষান্ত হও। হিন্দুরাজার কাছে দূত চিরকালই অবধ্য।

কাফুর। বধ্য হলেও ক্ষতি ছিল না। ঐ উদ্ধত তরবারির প্রতিরোধে দিল্লীর দূত অক্ষম নয়। জানেন, আমি কে?

শঙ্কর। নিশ্চয়ই জানি। বহুদিন পূর্বে গুজরাটরাজ করণসিংহের দরবারে একদল ক্রীতদাস বিক্রেতা আসে ক্রীতদাস বিক্রী করতে। মহামহিম করণসিংহ করুণাবশে ক্রয় করে এক হিন্দুর বালককে। ঘটনাক্রমে সেই বালক আশ্রয় পায় দিল্লীর দরবারে। সেই হিন্দু বালক যুবকে পরিণত হ'লে, প্রতিষ্ঠালাভের আশায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে কাফুরখাঁ নামে পরিচিত হয়। এই কি তোমার আসল পরিচয় নয় দূত?

রামচন্দ্র। তুমিই সেই হিন্দু কুলাঙ্গার কাফুরখাঁ আমার সম্মুখে? পরিচয় দিতে তোমার ঘৃণা বোধ হয় না?

কাফুর। কিসের ঘৃণা? আমার ভাগ্যাকাশে আজ যে নব ভাস্করের উদয়, তা ইসলাম ধর্মেরই দান।

রামচন্দ্র। অথচ জন্ম তোমার হিন্দু বংশে, হিন্দু পিতার ঔরসে, হিন্দু মাতার পবিত্র গর্ভে।

কাফুর। আমি এই হিন্দু জাতটাকে ঘৃণা করি।

রামচন্দ্র। দূত! ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়িয়ে যেওনা। যাও, বল গিয়ে তোমার প্রভুকে যে, মারাঠারাজ রামচন্দ্রদেব তার পত্রের জবাব দেবে প্রকাশ্য রণাঙ্গণে।

কাফুর। সম্রাটের অসংখ্য সৈন্যের কাছে আপনাদের এই অহঙ্কার স্থায়ী হবে?

শঙ্কর। এতো অহঙ্কারের সংগ্রাম নয় সেনানী। এ সংগ্রাম নারীর ধর্ম—দেশের সম্মান রক্ষার। সম্রাট আসবে তার অসংখ্য সৈন্য নিয়ে আমাদের ধ্বংস করতে, আর আমরা আমাদের মুষ্টিমেয় সৈন্য নিযে—নব বল বাহুতে নিয়ে—অসীম শক্তি হৃদয়ে নিয়ে—সম্মুখে রেখে আশার আলোক—এগিয়ে যাব জয় শিবশম্ভু ব'লে, রক্ষা করতে সতী নারীর ধর্ম—আমার রাজ্যের গৌরব।

কাফুর। এখনও বলছি আপনাদের এই অটল প্রতিজ্ঞা টিঁকবেনা। সুনিশ্চিত পাঠানসেনার কাছে আপনাদের এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নদীবক্ষে উত্তাল বন্যায় ভাসমান তৃণের ন্যায় বিলুপ্ত হবে। কৌশলী সম্রাট ক্রমাগত একমাস কাল যুদ্ধ চালালে রসদ অভাবে সন্ধি আপনাদের করতেই হবে।

রামচন্দ্র। ক্ষান্ত হও দূত। উপদেশের ছলে তোমার ঐ ভ্রূকুটী আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। মারাঠা দেশপ্রেমিকেরা রসদের তোয়াক্কা রাখে না সেনানী। মহারাষ্ট্র পর্বতসঙ্কুল দেশ। পাথরের টুকরো খেয়ে তারা যুগের পর যুগ যুদ্ধ চালাবে। ইঙ্গিতে বার বার বাদশাহী ফৌজের শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ। মারাঠা রক্তবীজের ঝাড়। এর প্রতি রক্ত বিন্দু থেকে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে মারাঠা সৈন্যের উদ্ভব হবে। যাও, বৃথা বাক্য ব্যয়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটিও না। অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ কর।

কাফুর। তবে আপনার অভিলাষ মত গ্রহণ করুন।

তরবারি ও শৃঙ্খল স্থাপন

রামচন্দ্র। তরবারি আর শৃঙ্খল। এই তরবারিই গ্রহণ করলুম।

কাফুর। উত্তম। তবে—

শৃঙ্খল কুড়াইতে গেল

শঙ্কর। দাঁড়াও। শৃঙ্খল ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কোন প্রয়োজন নেই।

শৃঙ্খল কুড়াইয়া লইল

কাফুর। তার অর্থ?

শঙ্কর। অর্থ এই যে জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই শৃঙ্খল তোমাদের সম্রাটের করেই শোভা বর্ধন করবে। যাও।

কাফুর। উত্তম। আদাব।

[প্রস্থান

রামচন্দ্র। যাও উৎসব বন্ধ করে রণসাজে সজ্জিত হবার আদেশ দাও।

রাঘব। যুবরাজ।

শঙ্কর। শত্রু ব'লে যখন গ্রহণ করেছি তখন সুযোগ তাদের দেবনা। এই পবিত্র মিলন উৎসবে বাজুক ধ্বংসের দামামা—প্রবাহিত হ'ক শোণিতের উত্তাল তরঙ্গ—তবু মারাঠা জাতি পাঠানের কাছে শির নত করবে না।

[প্রস্থান

রাঘব। আলাউদ্দিন এইবার বুঝবে মারাঠা কি।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

শিবিরের একাংশ

ময়নার প্রবেশ

ময়না। অদ্ভুত লোক। কোথায় গেল কিছু ব'লে গেল না। কাছে থাকলেও ঝগড়া হয় আবার চোখের আড়াল হ'লেও থাকতে পারি না। কোথায় কোন শিবিরে বসে হয়ত গল্পে মশগুল হ'য়ে গেছে। যত জ্বালা হ'য়েছে আমার। এদিকে শাহাজাদার খাবার সময় হ'য়ে এল। মতিয়া বিবি এরই মধ্যে দুবার তাগাদা দিয়ে গেছে। ওনার আবার যা মেজাজ।

মতিয়ার প্রবেশ

মতিয়া। ময়না! এখনও তুই ঘুরে বেড়াচ্ছিস?

ময়না। এই যে যাচ্ছি বিবি সাহেবা।

মতিয়া। তোর এই যে আর যাবায় না দেখছি। এর পর শাহাজাদা খাবে কখন শুনি? যা শিগ্‌গীর যা।

ময়নার প্রস্থান

সব অকর্মণ্য, সবাই স্বার্থপর। ফাঁকি দিতে পেলে আর কিছু চায় না।

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। কাকে তিরস্কার করছ মতিয়া?

মতিয়া। ময়নাকে কখন থেকে বলছি শাহাজাদার খাবার ব্যবস্থা কর—তা কে কার কথা শোনে? একেত শাহাজাদা যুদ্ধ যুদ্ধ ক'রে সব ভুলে গেছেন। দশবার ডাকলে পর একবার সাড়া দেন।

ভবানন্দ। যুদ্ধ জয়ের যে কি গুরুতর দুশ্চিন্তা তা তুমি কি করে বুঝবে, মতিয়া।

মতিয়া। সেই জন্যেই তো যাতে তিনি ঠিক সময়ে খেতে পান তারই ব্যবস্থা করি।

ভবানন্দ। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই; হ্যাঁ একটা কথা। দেবীদাসের গতিবিধি খুবই সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে। বলতে পার শাহাজাদার কাছে তার এত ঘন ঘন আসবার কারণ কি?

মতিয়া। কি জানি—দিনরাত কেবল শাহাজাদার কাছে গুজুর ফুসুর করে।

ভবানন্দ। কিন্তু একজন সামান্য সৈনিক সে, শাহ'জাদার কাছে তার এত কি প্রয়োজন থাকতে পারে? না না মতিয়া, যখন তখন শাহাজাদাকে যাতে কেউ বিরক্ত না করে সে দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

মতিয়া। কিন্তু বাধা দিলে সে অসন্তুষ্ট হয়।

ভবানন্দ। কি আসে যায় তাতে? সামান্য সৈনিক সে, বিনা প্রয়োজনে শুধু দেবীদাস কেন, কারুকে প্রবেশ অধিকার দিও না।

মতিয়া। একি চল্লেন?

ভবানন্দ। হ্যাঁ মতিয়া। কাজের ফাঁকে একবার দেখা করতে আসা মাত্র। যাক, কথা মত কাজ করতে অন্যথা কর না। তোমারই ভাল হবে।

[প্রস্থান

মতিয়া। উজির সাহেব ঠিক কথাই বলেছে। সামান্য একজন সৈনিকের যখন তখন শাহাজাদার শিবিরে আসবার কি কারণ থাকতে পারে। বিনা কারণে আর কারুকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। কিছুতেই না। রহমন! রহমন!

রহমনের প্রবেশ

রহমন। সেলাম বিবিসাহেবা।

মতিয়া। কোথায় ছিলি এতক্ষণ, রসইখানায়? শোন, এইখানে খাড়া থাক। একদম খাড়া। কেউ এলে বলে দিবি শাহাজাদা ব্যস্ত। আর দ্বিতীয় কথাটি নয় বুঝলি?

[প্রস্থান

রহমন। একেই বলে কিস্‌মৎ। যাকে বলে ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হ'য়ে বেরুন। ঢুকলো বাঁদী হ'য়ে--হ'ল মতিয়া বিবি—প্রায় বেগম। ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে?

দেবীদাসের প্রবেশ

দেবীদাস। আরে কবি যে—কি ব্যাপার?

রহমন। একদম খাড়া।

দেবীদাস। সে আবার কি?

রহমন। কেউ এলে বলে দিবি শাহাজাদা ব্যস্ত।

দেবীদাস। দূর হ অপদার্থ—

প্রবেশে উদ্যত

রহমন। এই—এই—

মতিয়ার পুনঃ প্রবেশ

মতিয়া। দেবীদাস!

দেবীদাস। এসব কি দেখছি মতিয়া বিবি।

মতিয়া। প্রহরীর ব্যবস্থা হ'য়েছে।

দেবীদাস। কেন?

মতিয়া। সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে নাকি?

দেবীদাস। আমি চল্লুম শাহাজাদার সঙ্গে দেখা করতে।

মতিয়া। দাঁড়াও দেবীদাস!—সমর বিভাগে কাজ কর অথচ শৃঙ্খলা জান না।

দেবীদাস। এক নারীর কাছ থেকে আমাকে শৃঙ্খলা শিখ্‌তে হবে?

মতিয়া। দেবীদাস। তুমি সৈনিক হবার অযোগ্য। যাও তরবারি ছেড়ে লাঙ্গল ধরগে।

দেবীদাস। চোপরাও কস্‌বি।

মতিয়া। এত বড় স্পর্ধা! বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

দেবীদাস। তার পুর্বে তুই বেরিয়ে যা দুনিয়া থেকে।

অস্ত্র উত্তোলন। খিজিরের প্রবেশ

খিজির। দেবীদাস।

দেবীদাস। আমাকে অপমান করেছে শাহাজাদা।

খিজির। তার বিচার করবো আমি।

দেবীদাস। শাহাজাদা!

খিজির। কোন কথা নয়—যাও।

[দেবীদাসের প্র ান

রহমন। আমার গোস্তাকী মাফ করুন মেহেরবান।

খিজির। যাও।

[রহমনের প্রস্থান

মতিয়া!

মতিয়া। আমি কি অন্যায় করেছি শাহাজাদা?

খিজির। যদি বলি অন্যায় করেছ।

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। তা হলে অন্যায় বিচার করা হবে।

খিজির। ভবানন্দ!

ভবানন্দ। ঘটনার পরিচয়ে মতিয়া বিবি যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে।

খিজির। কি বিচারে?

ভবানন্দ। দিল্লীশ্বরের যশ-মান-খ্যাতি সব কিছুরই প্রতিনিধি হ'য়ে আপনি এসেছেন। আপনার উপর শুধু স্বীয় গৌরব নির্ভর করছে না, নির্ভর করছে আপনার পিতার গৌরবও। আর সে গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে আপনি দিনরাত যা পরিশ্রম ও বুদ্ধি চালনা করছেন তা অন্য কারুর দৃষ্টি গোচর না হলেও মতিয়া বিবির দৃষ্টি থেকে এড়ায় নি। তাই আপনাকে বিরক্তির হাত থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্যে শৃঙ্খলা বিদ্যমান রাখবার জন্যে মতিয়া বিবি প্রহরীর ব্যবস্থা করেছিল।

খিজির। দেবীদাস শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে?

ভবানন্দ। শুধু শৃঙ্খলা ভঙ্গ—সৈনিক হয়ে নিরস্ত্র নারীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতে সাহসী হয়। তবে বলুন শাহজাদা, দোষী কে? মতিয়া না দেবীদাস। তা ছাড়া আপনার বেশী আপনজন কে?

খিজির। খিজির খাঁর কাছে আপন পর কেউ নেই। আমার কাছে সব সমান।

ভবানন্দ। চমৎকার শাহাজাদার বিচার! চমৎকার শাহাজাদার বিবেচনা! যে নিজেকে নিঃস্ব ক'রে আপনার পায়ে উৎসর্গ করেছে; যে আপনার মঙ্গলের জন্য দিবারাত্র খোদার দরবারে করে আরজ; যে নিঃস্বার্থভাবে শুভ্র শুশ্রূষায় মন প্রাণ দিয়ে আপনার সেবা করে চলেছে—সেই মতিয়া হল আপনার পর। আর যে মহারাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত হয়ে শুধু নিজের অন্তর্জ্বালা নির্বাপিত করতে দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যোগ দিয়েছে—সেই অজ্ঞাতকুলশীল সামান্য সাধারণ সৈনিক দেবীদাস হল আজ আপনার আপন জন!

খিজির। ভবানন্দ! দেবীদাসকে সেলাম দাও।

ভবানন্দ। বিচার যদি করতে হয়—যুদ্ধান্তেই শ্রেয়ঃ শাহাজাদা।

খিজির। উত্তম তাই হবে। মতিয়া! ভবিষ্যতে তোমারও ঐ প্রকার ঔদ্ধত্য আর যেন আমায় না দেখতে হয়।

[প্রস্থান

মতিয়া। শাহাজাদা রেগে গেছেন, উজিরসাহেব।

ভবানন্দ। না রাগেন নি—দুঃশ্চিন্তায় মাথার ঠিক নেই। কোন চিন্তা নেই। এস।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দেবগিরি প্রাঙ্গণ

বিশ্বনাথ ও রাঘব রাওএর প্রবেশ

বিশ্বনাথ। খিল্‌জির খাঁ এসেছে যুদ্ধের সেনাপতি হয়ে?

রাঘব। হাঁ বিশ্বনাথ, দূত মুখে তাই সংবাদ পেয়েছি।

বিশ্বনাথ। ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্র আজ কিসেব প্রভাবে বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে?

রাঘব। শৌর্যের সাহায্যে—শক্তির সাহায্যে।

বিশ্বনাথ। সামান্য কয়েক বৎসরে মহারাষ্ট্র সম্পদশালী হয়েছে। রাজ্যের চারিদিকে শান্তি বিরাজ করছে আর—

রাঘব। তারা কি করতে চায়?

বিশ্বনাথ। বহু কষ্টের অর্জিত সুখ শান্তি হেলায় হারাণো কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

রাঘব। দেখ বিশ্বনাথ, দেশের গৌরবের চেয়ে সুখ শান্তি আমি শ্রেয়ঃ মনে করি না। দেশের জন্যে সুখের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যেমন আমি আনন্দ পাই, তেমনি জাতির গৌরব, দেশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে শুধু দুঃখ কেন বিশ্বনাথ, মৃত্যুবরণও আমার কাছে একটা স্বর্গের অনুভূতি মনে হয়।

বিশ্বনাথ। শুষ্ক অনুভূতির আকাঙ্খায় অনর্থক হত্যাকাণ্ড—

রাঘব। শুষ্ক অনুভূতি! এই অনুভূতি যার নেই সে মনুষ্য জগতের বাইরে।

বিশ্বনাথ। স্বীকার করি। কিন্তু—

রাঘব। শোন বিশ্বনাথ, সম্রাট আলাউদ্দিনের হিন্দুপীড়ন নীতির কি বীভৎস্য পরিণাম. তা আজও দিল্লী সাক্ষী দিচ্ছে। হিন্দুর মহান রাজা পৃথ্বীরাজের দিল্লীর মস্নদে আরোহণ ক'রে আলাউদ্দিন হিন্দু জাতির উপর কি স্বৈরাচার চালিয়েছে তা তুমি কি বুঝবে? হিন্দু জাতির উপর জিজিয়া কর স্থাপন, হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গে সেইস্থানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা, বলপুবক বহু সংখ্যক হিন্দুকে মুসলমানে পরিণত করা

বিশ্বনাথ। সেনাপতি মশাই!

রাঘব। না না, এ অসহ্য! স্বাধীন মহারাষ্ট্র তার স্বাধীনতা বিক্রয় কখনই করবে না। বহু বৎসর কৃচ্ছ সাধনে. সহস্র ঝঞ্ঝাবাত্যায়, বহু বীরের শোণিত তর্পণে মহারাষ্ট্র আজ জেগেছে। পাঠানের হুমকিতে, রক্ত চক্ষুতে সে কখনই ভীত হবে না। আজ যদি আমরা ভীত হয়ে স্বাধীনতা বিক্রয় করি, তাহ'লে যুগ যুগান্তর ধরে পড়ে থাকতে হবে পাঠানের পদলেহী কুক্কুরের ন্যায় পরাধীনতার বজ্র কঠিন শৃঙ্খলের আবেষ্টনে।

বিশ্বনাথ। কিন্তু চিন্তা করেছেন কি, আজ যদি আমরা স্পর্ধার আস্ফালন দেখিয়ে অগণিত বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, তা হ'লে গর্ব তো খর্ব হবেই উপরন্তু কত মা পুত্রহারা হবে, কত স্ত্রী স্বামীহারা হবে, অনাথের আর্তনাদে মহারাষ্ট্রের পবতসমূহ ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে।

রাঘব। তবে কি বল্‌তে চাও, মহারাষ্ট্র তাদের উন্নত শির পেতে দেবে আর বিদেশী তার ক্ষমতার দাবী নিয়ে পদাঘাত করে যাবে? শোন বিশ্বনাথ, মহারাষ্ট্র বীরের দেশ, বিদেশীর পদাঘাত তারা কিছুতেই সহ্য করবে না।

বিশ্বনাথ। কত সহস্রবীরকে ডালি দিয়ে আমরা এ স্বাধীনতা ক্রয় করেছি, সেনাপতি মশাই !

রাঘব। বীরের রক্তই তো জাতিকে দেখায় নব প্রভাতের অরুণোদয়। আজ যদি বাদশাহী ফৌজের আস্ফালনে মহারাষ্ট্রের অধিবাসী ভীত হয়,আর সেই ভীরুতার সুযোগ নিয়ে তারা যদি মহারাষ্ট্রের ললাটে কলঙ্কের ছাপ দেয়, তাহ'লে বিশ্বের বুকে স্ফীত বক্ষে কেমনে দাঁড়াবে ?

বিশ্বনাথ। কিন্তু এযে স্পর্ধার যূপকাষ্ঠে মহারাষ্ট্রকে উৎসর্গ করা হচ্ছে

শঙ্করদেবের প্রবেশ

শঙ্কর। অর্থাৎ এই সুখ বৈভব ছেড়ে কি করে মৃত্যুর যূপকাষ্ঠে গলাটা বাড়িয়ে দি, এইত ? এতই যদি মৃত্যুভয়, যান আপনারা আপনাদের নবনীত কোমল দেহগুলি নিয়ে—, অবস্থান করুন নিশ্চিন্তে সুখ ঐশ্বর্যের মাঝে. পারেন তো ছুটে যান পাঠান শিবিরে, মিলিত হন তাদের সঙ্গে, নিয়োজিত করুন আপনাদের সমবেত শক্তি মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

বিশ্বনাথ। যুবরাজ !

শঙ্কর। আপনারা কি মনে করেন আপনাদের শক্তির উপর নিভর করে আমি বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণ করেছি। তা যদি মনে করে খাকেন তো মহাভ্রম করেছেন। মহারাষ্ট্রের ভাবী অধীশ্বর শঙ্করদেবের এক হস্তের তরবারি সহস্র তরবারি হ'য়ে সূর্য কিরণে ঝলসে উঠবে রণক্ষেত্র মাঝে। একা শঙ্করদেব সহস্র শঙ্করদেব হ'য়ে রণক্ষেত্রে করবে বিচরণ।

বিশ্বনাথ। যুবরাজ—

শঙ্কর। কি আর বলবেন আপনারা ? আপনাদের সকল কথার শেষ হ'য়ে গেছে। শুধু এইটুকুই জেনে যান আলাউদ্দিনের হিন্দুমেধ যজ্ঞে কেউ বাদ যাবে না। গুজরাট গেছে—মহারাষ্ট্রও যাবে। [প্রস্থান

রাঘব। আমি বেঁচে থাকতে ? এ হস্ত এখনও নিস্তেজ হ'য়ে যায়নি। বিদেশী শত্রুর ক্ষমতার প্রভাবে আমার দেশের নারীকে পাঠানের হারেমে স্থান পেতে দেব না।

দেবলার প্রবেশ

দেবলা। নিশ্চয়ই না। মহারাষ্ট্রের পুরুষ সম্প্রদায় মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে অন্ধকার গৃহকোণে আশ্রয় নিতে পারে, কিন্তু আমি জানি, মহারাষ্ট্রের রমণীগণ মৃত্যুভয়ে গৃহকোণে আশ্রয় নেবে না।

রাঘব। একি মা তুমি প্রকাশ্য প্রাঙ্গণে ?

দেবলা। পাঠান এসে নর্মদার তীরে আস্তানা গেড়েছে; কাল প্রত্যূষে শত্রুর ভেরী বেজে উঠবে। দেখলুম মহারাষ্ট্রের অধিবাসীদের ঘুম এখনও ভাঙ্গেনি। কাপুরুষতার কালঘুম তাদের আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। হয়ত এই কালঘুমই তাদের কালের কবলে আশ্রয় দেবে, মহারাষ্ট্রের ইজ্জত পাঠানের পদদলিত হবে—এই আশঙ্কায় অন্দরের অসূর্যম্পশ্যা কুলবধূ হয়েও আমি প্রকাশ্য প্রাঙ্গণে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হ'য়েছি।

রাঘব। দেখ, দেখ বিশ্বনাথ !

দেবলা। শুনুন বীর ! দিল্লীশ্বরের অভিযান শুধু মহারাষ্ট্র রাজকুল বধূ দেবলার জন্যে নয়; এই অভিযানের পশ্চাতে আছে মহারাষ্ট্রের শত সহস্র দেবলার ইজ্জত। গুজরাট অভিযান তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। দেশের এই আসন্ন বিপদে আপনারা নিষ্ক্রিয় থাকলেও জাতির গৌরব রক্ষায় রাজ্যের সমস্ত নারীদের নিয়ে আমি গড়ে তুলেছি নারায়ণী সেনা ! যান সেনাপতি মশাই, কাল প্রভাতেই বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষায় নূতন ব্যূহ সৃষ্টি করবে আমার এই নারায়ণী সেনা।

বিশ্বনাথ। মা! মা! কে তুমি মা? এই ঘনায়মান অন্ধকারে স্বর্গ থেকে অপুর্ব জ্যোতি নিয়ে আমার সামনে এসে জ্ঞানের আলো জেলে উদ্ধার করলে রৌরবপথের যাত্রীকে?

গীতকণ্ঠে জগাপাগলার প্রবেশ

জগাপাগলা। **গীত**

জাগো দুর্জ্জয় মারাঠা
ঝঞ্ঝার গর্জ্জনে জাগো রে
জাগো নির্ভয় মারাঠা
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনে জাগো রে।
ঐ পাঠানের পদভরে
থর থর কম্পিত পৃথ্বী
ঐ জননীর ক্রন্দনে
ঘন ঘন মূর্ছিত সৃষ্টি।
ভেঙ্গে সুপ্তির সান্ত্বনা
মুক্তি রণাঙ্গণে জাগো রে।

বিশ্বনাথ। কোথায় আমাদের সৈন্য বন্ধু?

জগাপাগলা। **পূর্ব গীতাংশ**

তোর অন্তরে নিদ্রিত
লক্ষ লক্ষ বীর সৈনিক
ওরে তিলে তিলে আর নয়
মৃত্যু বরণ শুধু দৈনিক
জাগো দুর্বার দুর্দম
তাণ্ডব নৃত্য জাগো রে॥

[প্রস্থান

বিশ্বনাথ। সেনাপতি মশাই। আমরা যুদ্ধ করবো!

দেবলা। হে মারাঠাবীর! যদি ভ্রম দূর হ'য়েছে—যদি নব চেতনায়

অন্তরের নিদ্রিত সেনাদল জেগে থাকে ; তবে এস মারাঠাদরদী বন্ধু, উল্কার বেগে ঝাঁপিয়ে পড় শত্রুর মাঝে। বল বীর সমস্বরে, "জয় মারাঠা অধিপতির জয়।"

সকলে। জয় মারাঠা অধিপতির জয়।

[রাঘব ও বিশ্বনাথের প্রস্থান

রামচন্দ্রের প্রবেশ

রামচন্দ্র। চমৎকার ! চমৎকার ! ঠিক এমনি ক'রে ওদের স্বদেশ প্রীতি জাগিয়ে তোল মা, তোর ঐ উদাত্ত কণ্ঠে মহারাষ্ট্রের প্রতি জনে জনে বলে দেতো মা "দেশের নারী আমার মা, দেশের সুখ আমার সুখ, দেশের শান্তি আমার শান্তি।"

দেবলা। বাবা। বাবা।

রামচন্দ্র। মহারাষ্ট্রের গৌরী মাগো তুই। মহিষমর্দিনী মূর্তিতে দানবদলনে যদি জেগেছিস মা, তবে তোর ঐ শাণিত খড়্গ স্কন্ধচ্যুত কর পাঠানের শির। বহিয়ে দে রণক্ষেত্রে শত্রু শোণিতের উত্তাল তরঙ্গ। দানবের আর্ত চিৎকারে বিদীর্ণ হোক মহারাষ্ট্রের আকাশ বাতাস। আলাউদ্দিনেব বংশধরেরা দেখবে তার অবিমৃষ্যকারিতার কি বিষময় ফল।

[প্রস্থান

দেবলা। স্বামি ! তোমার জীবনে ধূমকেতুর মত আমি উদয় হ'য়েছি। তাই নূতন কীর্তি স্থাপন করতে তোমার দেবলা আজ রণসাজে সেজেছে। রামায়ণে পিতাপুত্রে রণ যেমন জগতকে ক'রেছে স্তম্ভিত তেমনি এই মাতা-কন্যা রণ ইতিহাসকে করবে বিকৃত।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির

মতিয়ার প্রবেশ

মতিয়া। আজ সাতদিন হ'ল অথচ যুদ্ধের নামগন্ধ নেই! কি বিশ্রী এই রুক্ষ দেশ। চারিদিকে পর্বত আর জঙ্গল! এই পর্বতশ্রেণীই যেন দেশটাকে ঘিরে রেখেছে। শাহাজাদারও অদ্ভুত জেদ দিনরাত কেবল পাহাড় পর্বতে ঘুরেই বেড়াচ্ছেন। জয় যেন করতেই হবে।

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। এই যে মতিয়া—শুনলুম যে নিশুতি রাত্রে এরা মহারাষ্ট্র আক্রমণ করবে।

মতিয়া। নিশুতি রাত্রে?

ভবানন্দ। হ্যাঁ মতিয়া। তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। এ আক্রমণ যেমন ক'রে হোক প্রতিহত করতেই হবে। কারণ এই নিশুতি রাত্রে যদি বাদশাহী ফৌজ আক্রমণ করে তা হ'লে ক্ষুদ্র মারাঠা শক্তি পরাভূত হবে। আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

মতিয়া। কিন্তু আমি ভেবে পাই না উজির সাহেব যে, ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্র কি ক'রে বাদশাহী ফৌজের সম্মুখীন হবে। দিবাভাগে আক্রমণেও তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

ভবানন্দ। অগণিত সৈন্য সংখ্যায় যুদ্ধ জয় হয় না মতিয়াবিবি, যুদ্ধে জয় হয়—যাতে সে তুমি বুঝবে না। সে চিন্তা তুমি আমাকেই করতে দাও। তোমাকে যা বলবো তাই করবে। শীঘ্র এস।

[প্রস্থান

মতিয়া। রহমন! রহমন!

রণসাজে রহমনের প্রবেশ

রহমন। সেলাম বিবিসাহেবা।

মতিয়া। শোন, শাহাজাদা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ এখানে থাক! সাবধান এ স্থান ত্যাগ ক'র না।

[প্রস্থান

রহমন। দূর ছাই—একা একা কি করি? ময়নাই বা গেল কোথায়? ময়না! ময়না!

ময়নার প্রবেশ

ময়না। কিগো এত চিল্লাচ্ছ কেন? ওমা একি বেশ?

রহমন। কি হ'ল প্রত্যয়
সত্য আমি বীর কিনা?

ময়না। পোষাকে অবশ্য তাই—
হয় অনুমান।

রহমন। নহে শুধু পোষাকে ময়না
এই দেখ লক্‌লকে তরবারি।
শোভে কিবা অপূর্ব বাহারে।

ময়না। হয়ত দেখিব—
খাপের তরবারি রবে খাপে
ঐ শির তব
স্কন্ধ ছাড়ি রণক্ষেত্রে যাবে গড়াগড়ি।

রহমন। ওগো মোর দিল্‌কা জান,
পাও নাই—দেখ নাই
মোর শক্তির পরিচয়।

তাই হেন বাণী উচ্চারিলে তুমি।
শোন ময়না!
মারাঠা দমন তরে জনম আমার।
তাই শাহাজাদা-পার্শ্বচর করি
সম্রাট প্রেরিলেন মোরে।
এই অস্ত্রের আঘাতে
লক্ষ লক্ষ বীরেরে করেছি খতম।
এই দেখ, ভাল ক'রে কর অনুক্ষণ
এখন রক্তের দাগ যায়নি মিলায়ে।
এই দেখ তরবারি মোর উঠিল ক্ষেপিয়া
খুন চায়—খুন চায়—

রহমন তরবারি ধরিয়া ভান করিয়া কাঁপিতে লাগিল

ময়না। থাম—থাম—
পায়ে পড়ি ওগো বীর।

রহমন। একি! এত ভয়?
হাঃ-হাঃ-হাঃ!
দুর্বলা জেনানা—অতি ভীতা—
হইয়াছ তুমি।

ময়না। কি ভীষণ বীর তুমি।

রহমন। নাহি ভয়—নাহি ভয়
কেন রহ দূরে সরিয়া?
ওগো পিয়ারীর দল
ছুটে এস ছুটে এস—

বাইজীদের প্রবেশ

এই যে আসিয়াছ সব।

এই দেখ ভাবী মোর
হ'য়ে ভীতা রহে সরিয়া
নাও নাচ, গাও,
নাচের তালে আর গানের ঝঙ্কারে
ভাবীব ভয় কর নিবারণ।
এস ময়না বস পাশে
শিবির প্রাঙ্গণ হ'ক বিবাহ বাসর।

রহমন জোর করিয়া ময়নাকে পাশে বসাইল। বাঈজীগণ গান ধরিল এমন সময় খিজির খাঁ মানচিত্র হস্তে চিন্তিত অবস্থায় প্রবেশ করিল। সকলেই নাচে গানে মত্ত। খিজির খাঁর আগমন কেহই টের পাইল না

বাঈজীগণ　　　　গীত

রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু
নাচি নূপুর পায়ে।
নব শাহাজাদা সাথে
মোদের যৌবন হাসে
সবে মোরা মাখামাখি
নূপুরে প্রাণ মাতায়।
আজি মোরা এই বাসরে
তোমা সনে অভিসারে
যাপিব সারা নিশি
গানে হাস্যে—হাঃ-হাঃ হায়
কি মজায়।

গান শেষ হইলে বাঈজীগণ এক ভঙ্গি লইয়া দাঁড়াইল

রহমন। (চিৎকার করিয়া ক্যাইসা মিঠা গান— ক্যাইসা মিঠা সুর। তুম লোক কা হাম বহুৎ—

খিজির। বন্দেগী শাহ্জাদা

সকলের চমক ভাঙ্গিল। বাঈজীগণ পলাইয়া যাইতেছিল। খিজির খাঁ বাধা দিল। সকলে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল

খিজির। দাঁড়াও! আরে শাহাজাদা আপনি কাঁপছেন কেন? বসুন আসন গ্রহণ করুন।

রহমন। (ভয়ে) আমি—আমি—

খিজির। আমার গোস্তাকী মাপ করুন শাহাজাদা। অনুমতি না নিয়েই বান্দা হাজির হ'য়েছে। শাহাজাদার মেজাজ শরীফ?

বাঈজীগণ। আমাদের কসুর মাপ করুন মেহেরবান।

খিজির। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কসুর মাপ করতে হবে, নয়? আচ্ছা মাপ করবো। তার আগে তোমাদের আর একটা কাজ করতে হবে। এই নূতন শাহাজাদা আর শাহাজাদার বিবিকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তোমাদের আর একখানা গান গাইতে হবে।

খিজির খাঁ রহমন ও মহনাকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দিল। বাঈজীরা গোল হইয়া দাঁড়াইল। খিজির খাঁ বজ্রকণ্ঠে আদেশ দিল "এক দো তিন" বাঈজীগণ সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। পুনরায় শিবির প্রাঙ্গণে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল। একজন বাঈজী নাচের তালে তালে খিজির খাঁকে মদ দিতে লাগিল। খিজির উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল

বাঈজীগণ। **গীত**

সেলাম! সেলাম!! সেলাম!!!
নয়া শাহাজাদা সেলাম
মুখ তোল শাহাজাদী
সাজে কি গো তব মান

আজি বসন্তের আগমনে
ডাকে কোকিল আনমনে
কুহু—কুহু—কুহু
কুহু—কুহু—রবে
(শুধু)　গায় মধুমাখা প্রেম গান

নৃত্য অন্তে বাঈজীরা যাইতেছিল। খিজির খাঁ একজনকে বলিল, "তুমি থাক।"
অন্যান্য বাঈজীরা চলিয়া গেল

বাঈজী। শাহাজাদা।

খিজির। ভয় নেই। (সুরা পাত্র দেখাইয়া) বুঝলে। (রহমন ও মযনার প্রতি) খুব কষ্ট হোল নয়? আচ্ছা তোমরা যাও।

রহমন ও মযনা প্রস্থান করিলে খিজির খাঁ পুনরায় মানচিত্রে মনোনিবেশ করিল
ও আপন মনে বলিতে লাগিল

দেবগিরি দুর্গ। দেবগিরি দুর্গ।

খিজির হাত বাড়াইল, বাঈজী মদ দিল

যত চিন্তা এ-খানে যদি এই দিকে—না. তাও সুবিধা হবে না। উঃ, কি বিশ্রী দেশ।

বাঈজী। (সুরাপাত্র লইয়া) শাহাজাদা।

খিজির। (মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া) বল সুন্দরী! ডাকের সঙ্গে কণ্ঠস্বর পালটে গেল যে?

খিজির মাঝে মাঝে হাত বাড়ায়। বাঈজী মদ দেয়। কিছু পরে মতিয়া প্রবেশ
করিয়া ইঙ্গিতে বাঈজীকে চলিয়া যাইতে বলিল। বাঈজী চলিয়া গেল।
খিজির জানিতে পারিল না। বাঈজীর কর্ম্ম মতিয়া
করিয়া চলিল

মতিয়া। শাহাজাদা।

খিজির। না সুন্দরী। তোমার ঘন ঘন শাহাজাদা ডাকে মনে হচ্ছে, তুমি যেন আমার প্রেমে পড়েছ।

মতিয়া। শাহাজাদা!

খিজির। আবার—না না সুন্দরী আর এক পাও এগিও না। মতিয়া জানতে পারলে চাকরী তো যাবেই উপরন্তু হয়ত প্রাণটাও যেতে পারে। এই দেবগিরি! এই রাজধানী!

এদিকে বোতলের মদ ফুরাইয়া গিয়াছে। খিজির হাত বাড়াতেই মতিয়া খালি পাত্র ধরাইয়া দিল

খিজির। কি বাঈজী—এত আনমনা তো ভাল নয়।

খিজির পাত্র ফিরাইয়া দিল। মতিয়া পুনরায় খালি পাত্র ধরাইয়া দিল। খিজির রাগিয়া বলিল—"বাঈজী"

মতিয়া। হুকুম শাহাজাদা।

খিজির। মতিয়া! তুমি কখন এলে?

মতিয়া। আচ্ছা যুদ্ধ পেলে কি সব ভুলে যেতে হয়?

খিজির। মতিয়া - তুমি একটি সৃষ্টিছাড়া।

মতিয়া। ফের হেঁযালী?

খিজির। হেঁয়ালী নয় মতিয়া। মাঝে মাঝে ভাবি তুমিও নারী আর কমলাদেবীও নারী। একজন শুভ্র ভালবাসাকে পদাঘাত ক'রে, পুত্রকন্যার মমতা বিসর্জন দিয়ে শুধু নিজের কামনা সিদ্ধির জন্যে ব্যভি-চারের পূজারিণী সেজেছে, আর তুমি সকল সুখ বিসর্জন দিয়ে শুধু ভালবাসার জন্যে হ'য়েছ, ভিখারিণী! কত তফাৎ আকাশ পাতাল। অথচ উভয়েই নারী! অদ্ভুত এই নারী জাত।

মতিয়া। ওসব রাজাবাদশার ব্যাপার। আমি জাতিতে ইরাণী। সভ্যজগতের বাইরে এই দেশ। সভ্যতার রঙিন আলোয় আমাদের মনে ছোঁয়া লাগেনি। তাই আমাদের মন একটা। যাকে চাই তাকে

আমরা মন দিয়েই চাই। যাকে ভালবাসি তাকে আমরা প্রাণ দিয়েই ভালবাসি।

কাফুরখাঁর প্রবেশ

কাফুর। বন্দেগী শাহাজাদা!

খিজির। কি সংবাদ কাফুর খাঁ?

কাফুর। বেগম কন্যাকে প্রত্যর্পণ করলে না।

খিজির। প্রত্যর্পণ করলে না? তুমি কি বল্লে?

কাফুর। আপনার আদেশ অনুযায়ী পত্র আমি মারাঠারাজ রাম-চন্দ্রকে দিলুম। রাঘব রায় পত্র পাঠ কল্লে—মারাঠারাজ ক্রোধে প্রায় জ্ঞানহারা হল। সেনাপতি রাঘব রায় অকথ্য গালিবর্ষণ করতে লাগলো দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে।

খিজির। স্পর্ধা সেই মারাঠার।

কাফুর। স্পর্ধার কথা কি বলছেন শাহাজাদা? মারাঠারাজ বেগম কন্যার সঙ্গে নিজপুত্র শঙ্করদেবের সাদী দিয়েছে।

খিজির। সাদী হ'য়ে গেছে?

কাফুর। হঁ্যা শাহাজাদা। নগর প্রবেশ করবার সময়েই সুসজ্জিত নগরী দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। রাজসভায় গিয়ে সে সন্দেহ আমার দূর হ'ল। শুনলুম দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্মুখে তার সাদী হ'য়ে গেছে। উঃ, এ অপমান অসহ্য।

খিজির। কি করতে চাও?

কাফুর। অসভ্য মারাঠার এই বর্বরোচিত আচরণ আমরা কিছুতেই সহ্য করবো না। আমি সৈন্যদের আদেশ দিয়েছি কালক্ষয় না ক'রে আজই আমরা মহারাষ্ট্র আক্রমণ করবো। এখন শুধু আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় আছি।

খিজির। আজই আক্রমণ করবে?—কখন?

কাফুর। আজ নিশুতি রাত্রে। আমরা এ অপমানের এমন প্রতিশোধ নেব যাতে কাল প্রাতে সূর্যের আলো মারাঠার অস্তিত্ব খুঁজে না পায়। শঙ্কার কিছু নেই শাহাজাদা। আমি সমস্তই ব্যবস্থা করেছি।

খিজির। যাও আদেশ দিলাম।

কাফুর। শাহাজাদা জিন্দাবাদ।

প্রস্থানোদ্যত

মতিয়া। দাঁড়ান বীর। (শাহাজাদার প্রতি) যুদ্ধের নামে একি গুপ্তহত্যা শাহাজাদা।

খিজির। গুপ্তহত্যা!

মতিয়া। নয় কি? বিরাট বাদশাহী ফৌজের পদভারে যারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে—তাদের সঙ্গে যুদ্ধ নিশুতি রাত্রে? বিশ হাজার ফৌজের অধিনায়ক হ'য়ে ভীরু তস্করের মত আক্রমণ করবেন? তাতে কি দিল্লীশ্বরের শৌর্যে কলঙ্কের ছাপ পড়বে না?

খিজির। মতিয়া ঠিক কথাই বলেছে, কাফুর খাঁ।

কাফুর। তবে কি আক্রমণ হবে না?

মতিয়া। কেন হবে না? নিশ্চয়ই হবে। বীর আপনারা, বীরের মত যুদ্ধ করুন। যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী মারাঠাদের জানিয়ে দিন যুদ্ধের দিন-সময়।

খিজির। চমৎকার! খিজির খাঁ কাপুরুষ নয়। যাও, মারাঠা-রাজকে সংবাদ পাঠাও আজ থেকে তিন দিনের দিন সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাদের আক্রমণ করবো! এস মতিয়া।

[খিজির ও মতিয়ার প্রস্থান

কাফুর। উঃ! এই অবিবেকী হবে দিল্লীর অধিশ্বর!

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। আর তাঁরই একান্ত অনুগত হয়ে আজীবন তোমাকে তাঁর আদেশ পালন ক'রে যেতে হবে।

কাফুর। উজির সাহেব।

ভবানন্দ। ভেবে দেখ কাফুর খাঁ—খিজির খাঁ যদি মসনদে বসে তাহলে প্রকৃত পক্ষে রাজ্যশাসন করবে কে? ঐ মতিয়া—একজন সমাজের আবর্জনা। তার ইঙ্গিতে রাজকার্য পরিচালিত হ'লে কতটুকু শৃঙ্খলা আশা করতে পার? অথচ রাজকার্যে তোমার দেহের প্রতি রক্ত বিন্দু নিঃশেষ ক'রেছ। রাজ্যের কল্যাণে প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে দিনের আহার, রাত্রের নিদ্রার সঙ্গে কলহ করেছ। তবে এ রাজ্যের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী কে? তুমি, না ঐ অবিবেকী শাহাজাদা?

কাফুর। আমাকে একটু চিন্তা করতে দিন।

ভবানন্দ। এখনও চিন্তা? না না বীরের এই দৌর্বল্য শোভা পায় না। উত্তম, তুমি চিন্তা কর।

[কাফুর খাঁর প্রস্থান

হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি যতই চিন্তা কর কাফুর খাঁ; আমার মতে তোমায় মত দিতেই হবে। তোমার দৌর্বল্য যে কোথায় তা আমি বেশ বুঝতে পরেছি।

[প্রস্থান

—তৃতীয় দিবসে—

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থলের একাংশ

খিজিরের প্রবেশ

খিজির। চমৎকার মারাঠাদের রণকৌশল! আশ্চর্য এদের দেশ-প্রেম! অদ্ভুত রামচন্দ্রের বীরত্ব! মনে হচ্ছে এই বিশাল বাহিনীর একটিকেও গৃহে ফিরে যেতে দেবে না।

নেপথ্যে জয় মারাঠারাজ রামচন্দ্রের জয়

খিজির। একি এত কাছে! ভয় নেই—ভয় নেই!

[প্রস্থান

মতিয়ার প্রবেশ

মতিয়া। শাহাজাদা! শাহাজাদা! কোথায় শাহাজাদা?

রক্তাক্ত কলেবরে দেবীদাসের প্রবেশ

দেবীদাস। কৈ শাহাজাদা? কোথায় শাহাজাদা?

মতিয়া। কে—কে তুমি?

দেবীদাস। কে তুমি, শত্রু না মিত্র? শীঘ্র বল কোথায় শাহাজাদা? চোখে আর আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

মতিয়া। কে—দেবীদাস?

দেবীদাস। মতিয়াবিবি! শাহাজাদা কোথায়?

মতিয়া। জানি না। আমি তাঁরই সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

দেবীদাস। মতিয়াবিবি! তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর। শাহাজাদার সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয় বোলো যে, দেবীদাস তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। উঃ, আর আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না! মৃত্যু আমায় আলিঙ্গন দিতে দাঁড়িয়ে আছে। হ'ল না, প্রতিশোধ নেওয়া হ'ল না।

[প্রস্থান

নেপথ্যে জয় মারাঠারাজ রামচন্দ্রের জয়

মতিয়া। একি! মারাঠা জয়ধ্বনি। এত কাছে। কোথা যাই? শাহাজাদা! শাহাজাদা।

[প্রস্থান

খিজির। (নেপথ্যে) ভয় নেই—ভয় নেই, আক্রমণ কর—আক্রমণ কর।

রামচন্দ্রের প্রবেশ

রামচন্দ্র। মৃত্যুর আমন্ত্রণ। মৃত্যুর আমন্ত্রণ! আনন্দ কর—আনন্দ কর মারাঠা বীরগণ! আজ তোমাদের মুক্তির ডাক এসেছে। দেবগিরির মুক্তির আহ্বান এসেছে। মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি—

কাফুর। তবে মুক্তি নে মারাঠা দস্যু!

রামচন্দ্র। কে—হিন্দুকুলগ্লানি? এসেছিস পাঠানের পা চাটা কুক্কুর!

কাফুর। এখনও বশ্যতা স্বীকার কর।

রামচন্দ্র। ওরে জাতিদ্রোহী বেইমান! এই অস্ত্রের আঘাতে তোকেই চিরকালের মত বশ্যতা স্বীকার করাব।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

রহমনের প্রবেশ

রহমন। বাবারে বাবারে, কোথা যাই, কোথা পালাই! কি ভীষণ যুদ্ধরে বাবা! কি সাংঘাতিক মারাঠা জাতরে বাবা! বাদশাহী সৈন্য গুলোকে এক একটা ক'রে কচুকাটা করছে।

নেপথ্যে জয় মারাঠারাজ রামচন্দ্রের জয়

ঐ বুঝি এলোরে! আমি এখন কি করি? কোথায় পালাই? হায়। হায়! এমন সাধের যৌবনটা—ওঃ ময়নারে সাধ বুঝি আর পূরলো না। হে আল্লা! হে খোদা! রক্ষা কর। রক্ষা কর!

[প্রস্থান

রাঘবের প্রবেশ

রাঘব। যুদ্ধের গতি ফিরে গেছে। মহারাষ্ট্রের স্বাধীন ভাস্কর বুঝি চিরতরে অস্ত গেল।

নেপথ্যে বামাকণ্ঠে—রক্ষা কর! রক্ষা কর!

একি নারী কণ্ঠের আর্তনাদ! ভয় নেই! ভয় নেই—

[প্রস্থান

পাগলের প্রবেশ

পাগল। আগুন জ্বলছে—আগুন জ্বলছে! অগ্নির লেলিহান শিখা করাল জিহ্বা বিস্তার করে সারা রণস্থলে আরম্ভ করেছে ধ্বংসের তাণ্ডব নর্তন। ওগো শুনতে পাচ্ছ মৃত্যুর গর্জন। ধ্বংসের তাণ্ডব নর্তন! কোথায় আছ, তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেল। দেখতে পাচ্ছ কেমন আমি নৃত্য করছি ধ্বংস রাজ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে—হাঃ হাঃ হাঃ!

পাগল আপন মনে ছোটাছুটি করিতে লাগিল ও পরণের জীর্ণ বস্ত্রে গেঁট দিতে লাগিল। উন্মত্তবৎ মতিয়া পুনরায় প্রবেশ করিল

মতিয়া। শাহাজাদা! শাহাজাদা! একি, কে ও ভয়ঙ্কর! আপন মনে হাসছে আর কি সব বলছে! কে তুমি? কে তুমি এই শ্মশানের মাঝখানে?

পাগল। আমি—আমি—হাঃ হাঃ হাঃ—

মতিয়া। কে তুমি?—কে তুমি?

পাগল। দেখত, দেখত ধ্বংস আর আর্তনাদের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে তালে তালে আমার পা পড়ছে কিনা? হাঃ হাঃ হাঃ।

মতিয়া। থামাও! থামাও উন্মাদ তোমার ঐ হাসি।

পাগল। হাসি থামাবো—হাসি থামাবো—ওগো শুনছ?

মতিয়া। একি সেই উন্মাদ। তুমি—তুমি—

পাগল। হাঃ হাঃ হাঃ।

ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া হাসিতে লাগিল ও কাপড়ের গেঁটগুলি দেখাইতে লাগিল

পাগল। এই দেখ—এই দেখ—

মতিয়া। ওকি—কি আছে ওতে?

পাগল। বুঝতে পারলে না? এই দেখ, এতে আছে, হাহাকার।

মতিয়া। হাহাকার।

পাগল। এতে আছে আর্তনাদ।

মতিয়া। আর্তনাদ!

পাগল। এতে আছে অভিশাপ।

মতিয়া। অভিশাপ!

পাগল। এতে আছে অশ্রুজল।

মতিয়া। অশ্রুজল!

পাগল। আর এতে কি আছে জান? মৃত্যু—মৃত্যু—

মতিয়া। উন্মাদ।

পাগল। এগুলো কি করবো জান? এগুলো একসঙ্গে সব বেঁধে নিয়েছি। দিল্লীতে এগুলো নিয়ে গিয়ে আলাউদ্দিনের চারিদিকে ছেড়ে দেব। এদের দংশনে আলাউদ্দিন ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করবে। আর আমি প্রাণভরে হাসবো—আর নৃত্য করবো। [প্রস্থান

মতিয়া। ওরে উন্মাদ ফেরা, ফেরা তোর গতি। বাদশার শাস্তির নামে আমার বুকে শেল হানিস না। না না, আমি ফেরাব উন্মাদের গতি, আমি ফেরাব—

দ্রুত ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। মতিয়া! মতিয়া! এই যে তুমি! আমি তোমাকে সারা রণস্থল খুঁজে বেড়াচ্ছি।

মতিয়া। কেন কেন উজির সাহেব

ভবানন্দ। কাফুর খাঁ আর শাহাজাদা দেবগিরি দুর্গ আক্রমণ ক'রেছে। সেইখানে দেবলা অবস্থান করছে। মারাঠা শক্তি পরাভূত হ'য়েছে।

মতিয়া। বলুন বলুন, আমায় কি করতে হবে?

ভবানন্দ। দেবলাকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়ায় বাধা দিতে হবে। শীঘ্র এস—আমি উপায় বাতলে দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

দেবগিরি দুর্গ

খিজির ও কাফুর খাঁর প্রবেশ

খিজির। নারী বাহিনী! নারী বাহিনী! অদ্ভুত এই নারী বাহিনী। দুর্গের চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিয়েও দুর্গ জয় করা দুষ্কর হ'য়ে উঠেছে।

কাফুর। হ্যাঁ শাহাজাদা। অন্দরের নারী আজ উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে দুর্গের দ্বারে দাঁড়িয়েছে।

খিজির। চমৎকার এদের দেশপ্রেম। দেশমাতৃকার নিরঞ্জন উৎসবের মহাযজ্ঞে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এসেছে আত্মাহুতি দিতে।

কাফুর। শাহাজাদা!

খিজির। ভাবতেও গৌরব কাফুর খাঁ—নারীর সম্মান, দেশের গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে দেখ কি প্রবল বাসনা।

কাফুর। রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আপনি শত্রুপক্ষের প্রশংসা করছেন?

খিজির। প্রশংসা না ক'রে যে পারিনা কাফুর খাঁ।

কাফুর। তবে কি শাহাজাদা যুদ্ধে বিরত হবেন?

খিজির। না, তা হব না। খিজির খাঁ যে যুদ্ধে নামে তার শেষ না ক'রে ক্ষান্ত হয় না। চল যেমন ক'রে হোক দুর্গ জয় করতেই হবে।

[উভয়ের প্রস্থান

নেপথ্যে জয় দিল্লীশ্বরের জয়

দেবলার প্রবেশ

দেবলা। পরাজয়—পরাজয়, শোচনীয় পরাজয়! স্বামী বন্দী, পিতা বন্দী—মারাঠা সৈন্য প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হোক, তবু আমি নিরুদ্যম হব না। আমি একবার শেষ চেষ্টা করবো।

কাফুর খাঁর প্রবেশ

কাফুর। বৃথা সে চেষ্টা।

দেবলা। পাঠানের পদলেহী কুকুর কাফুর খাঁ!

কাফুর। চুপ—তুমি আমার বন্দী।

দেবলা। সে শক্তি তোমার আছে?

কাফুর। শোন নারী, স্বেচ্ছায় যদি বন্দীত্ব স্বীকার না কর, বলপ্রয়োগে বাধ্য করাবো।

দেবলা। সাবধান—এক পাও অগ্রসর হয়োনা। আমাকে বধ না করা পর্যন্ত চেষ্টা বৃথা হবে।

কাফুর। নারী!

দেবলা। চুপ বেইমান। সাধারণ নারী ব'লে তুমি আমায় জ্ঞান করনা। সাধারণ নারীর মত এ বাহু নিস্তেজ নয়। শুধু তুমি কেন কাফুর খাঁ—তোমার মত সহস্র কাফুর খাঁও আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।

কাফুর। নারী, তুমি এখনও কাফুর খাঁকে চেন নি

দেবলা। তোমাকে আমি চিনি না। হিন্দু ছিলে, মুসলমান হ'য়েছ, হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশে সচেষ্ট হয়েছ, তোমাকে আবার চিনি না কাফুর খাঁ? তুমি জাতিদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক।

কাফুর। নারী, এখনও বলছি নিজের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে আমার বন্দীত্ব স্বীকার কর।

দেবলা। আমিও তোমায় বলছি কাফুর খাঁ, নারীর হাতে অপমানিত হয়ে বীর সমাজে তোমার কলঙ্ক লেপন ক'র না।

কাফুর। তবে দেখ কাফুর খাঁর শক্তি।

উভয়ের যুদ্ধ, কাফুর খাঁর তরবারি হস্তচ্যুত হইল

দেবলা। কাফুর খাঁ! এইবার দেখ্‌লে তো নারীর শক্তি। এখন তুমি আমার বন্দী।

কাফুর। সাবধান নারী, এক পাও অগ্রসর হ'য়ো না।

দেবলা। পুনরায় যদি ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর তা হ'লে আর দিল্লীতে ফিরে যাওয়া হবে না।

কাফুর খাঁ অসহায়ভাবে বন্দীত্ব স্বীকার করিল

কাফুর। ওঃ, একি মর্মান্তিক পরাজয়! কাফুর খাঁ একজন নারীর হস্তে বন্দী! দিল্লীশ্বর মাথা হেঁট করবে; বীর সমাজ ব্যঙ্গ করবে। মুক্তি চাই—মুক্তি চাই—

দেবলা। মুক্তি ইহজন্মে নয়।

কাফুর। আমাকে নিয়ে তুমি কি করবে, নারী ?

দেবলা। তোমাকে নিয়ে মারাঠার হাতে তুলে দিয়ে বলবো, এই সেই জাতিদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, যে নিজের জাতকুল জলাঞ্জলি দিয়ে পাঠানের পদলেহি কুক্কুর হ'য়েছে ; শত শত হিন্দু নারীকে পাঠানের হারেমের সঙ্গিনী হতে সাহায্য ক'রেছে। এই কথা মারাঠারা যখন শুনবে তখনি তোমার সারা দেহের মাংস গরম সাঁড়াশী দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে। তুমি পরিত্রাহি পরিত্রাহি চিৎকার করবে, আর আমি তাই দেখে পরম তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করবো। জগৎবাসী শিক্ষা করবে জাতিদ্রোহী দেশদ্রোহী হওয়ার কি শোচনীয় পরিণাম।

কাফুর। নারী ! জীবনে আমি কারুর কাছে নতি স্বীকার করিনি। আজ আমি তোমার কাছে মুক্তি ভিক্ষা করছি।

দেবলা। মুক্তি ! হাঃ হাঃ হাঃ—

কাফুর। মুক্তি চাই—মুক্তি চাই—

খিজির খাঁর প্রবেশ

খিজির। কে—কে মুক্তি চায় ? একি কাফুর খাঁ তুমি ! তোমাকে শৃঙ্খলিত করলে কে ?

দেবলা। আমি।

খিজির। কে আপনি ?

দেবলা। যে রাজ্যের উপর অহেতুক হেসে বীরত্বের আস্ফালন দেখিয়েছেন, আমিই সেই রাজ্যের ভাবী রাণী।

খিজির। আপনি—আপনিই দেবলাদেবী ! একে বন্দী করেছেন কেন ?

দেবলা। বীরত্বের আস্ফালনের পরিণাম।

খিজির। একে মুক্তি দিন।

দেবলা। মুক্তি এর অসম্ভব।

খিজির। নারী!

দেবলা। রক্তচক্ষুতে দেবলাদেবী ভীতা নয়! ও চক্ষু আপনি আপনার অধীনস্থ কর্মচারিদের দেখাবেন। শুনুন, এ আমার আদেশ—

খিজির। আদেশ।

দেবলা। হ্যাঁ আদেশ। আমার রাজ্যের উপর যখন আপনি দাঁড়িয়ে তখন আমার আদেশ—

খিজির। অথচ আপনার রাজ্য এখন আমার অধিকারে। আদেশ আমার শুধু—বন্দীর মুক্তি নয় - আপনিও আমার বন্দিনী।

দেবলা। শক্তি থাকে বন্দী করুন।

খিজির। এত শক্তি! তবে দেখ খিজির খাঁর শক্তি।

উভয়ের যুদ্ধ—দেবলার পরাজয়। খিজির কাফুরকে মুক্তি দিল

মহারাষ্ট্রের ভাবী রাণী, কোথায় রইল আস্ফালন? আপনি আমার বন্দিনী। আপনার ঐ কোমল হস্তে আমি শৃঙ্খল পরাতে চাইনা।

দেবলা। শৃঙ্খল পরিয়ে আপনি এই রক্তমাংস দিয়ে ঢাকা দেহটাকেই বন্দী করতে পারবেন—কিন্তু আমার স্বাধীন মনপ্রাণ ঘুরে বেড়াবে মারাঠার দ্বারে দ্বারে—

বেগে মতিয়ার প্রবেশ

মতিয়া। বন্দী করুন শাহাজাদা—বন্দী করুন। নির্মমভাবে বন্দী করুন, তবে লৌহ শৃঙ্খলে নয়—প্রেমের শৃঙ্খলে বন্দী করে নিয়ে চলুন যথাযোগ্য স্থানে।

কাফুর। মতিয়া বিবি!

মতিয়া। কাফুর খাঁ! মহারাষ্ট্রের মহাশক্তির প্রতিমূর্তিকে ভক্তির বন্ধনে মাতৃমন্ত্রে আহ্বান জানিয়ে নিয়ে চলুন দিল্লীর পবিত্র কাবায়।

সেখানে নিত্য নমাজের আজানধ্বনি অন্তে ঐ দেবীর জয়গানে মুখরিত হবে সেই রত্নখচিত বৃহৎ মসজিদ।

খিজির। মতিয়া!

মতিয়া। মিনতি শাহাজাদা, হিন্দু-মুসলমানের অচ্ছেদ্য বন্ধনের এই অপূর্ব সুযোগকে হেলায় পদাঘাত ক'র না। যুগের সঙ্গে হয় নীতির পরিবর্ত্তন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদের জঘন্য সংকীর্ণতা দূর করে সম্বন্ধ স্থাপন করুন, একই আশমান তলে হিন্দু-মুসলমান যমজ ভাই।

কাফুর। বাঁদির উপদেশে পদাঘাত।

খিজির। কাফুর খাঁ! স্পর্দ্ধা তোমার সীমার অতীত। যাও অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ কর।

[কাফুরের প্রস্থান

মতিয়া। শাহাজাদা!

খিজির। সসম্মানে শিবিরে নিয়ে যাও।

দেবলা। খিজির খাঁ—আমি আপনার—

খিজির। বহিন।

দেবলা। শাহাজাদা।

খিজির। সেলাম! সেলাম!

[প্রস্থান

দেবলা। খিজির! তুমি এত মহৎ!

মতিয়া। আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান

———

পঞ্চম দৃশ্য

শিবিরের একাংশ

কাফুর খাঁর প্রবেশ

কাফুর। অসহ্য। অসহ্য। মাতালের এই খামখেয়ালী অসহ্য। এই হচ্ছে দিল্লীর ভাবী অধীশ্বর! ছিঃ ছিঃ একটা বাঁদীর কথায় ওঠে বসে। না—না, এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। এখনও কি চিন্তার পরিসমাপ্তি হোল না, কাফুর খাঁ।

কাফুর। পারেন—পারেন উজির সাহেব, ঐ বাঁদীর অহঙ্কার সবাগ্রে চূর্ণ করতে?

ভবানন্দ। রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে, দিল্লীশ্বরের সম্মানের জন্যে, ভবানন্দ পারে না এমন কোন কাজ নেই। কিন্তু হঠাৎ ঐ বাঁদীর উপর তোমার এত আক্রোশ কেন? সামান্যা বাঁদী—সে তোমার কি করলো?

কাফুর। ওকে সামান্য বাঁদী জ্ঞান ক'রে মহাভ্রম ক'রেছিলুম। তা না হ'লে যুদ্ধে আসার পূর্বেই আমি বাধা দিতুম।

ভবানন্দ। কিরূপ শাস্তি তুমি দিতে চাও? তুমি কি তাকে হত্যা—

কাফুর। না, আমি যুদ্ধব্যবসায়ী বীর নারী রক্তে আমার চরিত্রকে কলঙ্কিত করতে চাই না

ভবানন্দ। তবে কি চাও?

কাফুর। কি চাই? কি চাই শুনবেন? শুনুন উজির সাহেব যে রূপযৌবনের প্রলোভন দেখিয়ে শাহাজাদাকে সে হস্তগত ক'রে প্রতি

পদক্ষেপে রাজ্যের গৌরব, মহামান্য সম্রাটের গৌরব ক্ষুণ্ণ করতে সাহসী হ'য়েছে—আমি দেখতে চাই যে সে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে।

ভবানন্দ। বুঝেছি। কিন্তু তাতে তোমার লাভ?

কাফুর। আমার ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে সম্রাটের কল্যাণ চিন্তাই আমাকে উন্মাদ করেছে।

ভবানন্দ। কিন্তু শাহাজাদা যদি বাধা দেয়।

কাফুর। রাজ্যের কল্যাণের জন্যে আমি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করবো।

ভবানন্দ। তবে আল্লার নামে কসম নাও, কাফুর খাঁ।

কাফুর। আমি আল্লার নামে কসম নিচ্ছি।

ভবানন্দ। উত্তম, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু কাফুর খাঁ আল্লার নামে কসম নিয়েছ মনে থাকে যেন।

কাফুর। কাফুর খাঁ জান দেবে, তবু জবান খেলাপ করবে না।

[প্রস্থান

ভবানন্দ। উপায় স্থির করতে হবে। কিন্তু কাকে দিয়ে কার্য উদ্ধার করি। ঐ যে রহমন আর ময়না আসছে না? ঠিক- ঠিক হ'য়েছে— আচ্ছা দেখা যাক।

[প্রস্থান

তরবারি হস্তে রহমন ও তৎপশ্চাৎ ময়নার প্রবেশ

ময়না। কি গো যুদ্ধ তো শুনছি মিটে গেল। তবে আবার তরবারি হাতে নিয়ে ছুট্‌ছো কোথায়?

রহমন। যুদ্ধক্ষেত্রে।

ময়না। যুদ্ধক্ষেত্রে কেন?

রহমন। তুমি মেয়েমানুষ—যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যাপার তুমি কি বুঝবে?

ময়না। হ্যাঁ গা যুদ্ধ তো শেষ হল— এবার আমাদের সাদী—

রহমন। (হাসিয়া) উত্তম, তবে আজই তোমায় আমি সাদী করবো। এস, ধর হাত।

ময়না। কি ভাবছ আবার ?

রহমন। ভাবছি, অন্যান্য লোকের সাদীতে কত ধূমধাম হয়—কত বরাতি আসে। আর—

ময়না। তাতে কি হ'য়েছে ? বরাতি হবে ঐ উপরের আশমান—ঐ পাহাড আর গাছগুলো—

ভবানন্দের প্রাবশ

ভবানন্দ। আমি।

উভয়ে। (সভয়ে) আপনি।

ভবানন্দ। ভীত হবার কিছু নেই। তোমাদের উভয়ের বিবাহে আমি অত্যন্ত প্রীত হ'য়েছি। আশীর্বাদ করি তোমরা যুগলে সুখী হও।

রহমন। হুঁজুর ! হুঁজুব !

ভবানন্দ। আচ্ছা রহমন সাদী তো করলে। কিন্তু থাকবে কোথায় ?

রহমন। ব্যবস্থা একটা করতে হবে হুজুর।

ভবানন্দ। ধর, আমি যদি ব্যবস্থা করে দি।

রহমন। আ-প-নি—

ভবানন্দ। হাঁ আমি। আমাকে সাক্ষী রেখে যখন এই শুভকার্য সমাধা হ'ল তখন তোমাদের সুখের জন্যে আমারও তো' কম দায়িত্ব নয় ? আচ্ছা ধর, তোমাদের জন্যে যদি একটা প্রাসাদের ব্যবস্থা ক'রে দি।

রহমন। হুজুর ! তা হ'লে আমরা খুবই সুখে থাকবো।

ভবানন্দ। তার সঙ্গে যদি মাস শেষে এক শত ক'রে টাকার ব্যবস্থা অর্থাৎ ভাতার ব্যবস্থা করি।

রহমন। হুঁজুর মেহেরবান।

ভবানন্দ। তোমাদের আর চাকরী করতে হবে না।

রহমন। আমরা আপনার কেনা গোলাম হ'য়ে থাকবো।

ভবানন্দ। আরও যদি দু'চার জন সরকারী দাসদাসীর ব্যবস্থা করি ?

রহমন। ওরে ময়না! ওরে ময়না!

পদধূলি লইতে উপক্রম।

ভবানন্দ। থাক্—থাক্। কি, এসব ব্যবস্থায় তোমরা রাজী আছ তো ?

রহমন। আমরা আপনার গোলামের গোলাম হয়ে থাকবো।

ভবানন্দ। আচ্ছা আমি যদি তোমাদের জন্যে এত করি তোমরা আমার জন্যে কি করবে ?

রহমন। আপনার জন্যে আমাদের জীবনপণ।

ভবানন্দ। না না, জীবনেব কোন প্রয়োজন নেই। (চুপিচুপি) শাহাজাদার পানীয়তে বিষ মিশিয়ে দিতে হবে।

রহমন বিষ। শাহাজাদার পানীয়তে বিষ!

ময়না। কি আসে যায় ?

রহমন। যদি তার মৃত্যু—বাবারে! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। না না উজির সাহেব, আমার দ্বারা হবে না। ময়না যা পারে করুক।

ময়না শোন, তোমায় কিছু করতে হবে না। যা করবার আমিই করবো। তবে সাবধান একথা যেন কাকে বল না। তুমি যা হাঁদা।

ভবানন্দ। শোন রহমন! একথা যদি প্রকাশ পায় তাহ'লে তোমার ঐ কাঁচা মাথাটার স্থান আর ধড়ে হবে না।

রহমন। হুজুর মেহেরবান।

[প্রস্থান

ভবানন্দ। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি ?

ময়না। আমি ময়না উজির সাহেব, রহমন নই।

ভবানন্দ। শোন, যুদ্ধ শেষ হ'য়েছে। এবার বন্দীদের বিচার সভা বসবে। বিচার শেষে আমাদের দিল্লী যাবার আদেশ হবে। কাজেই সুযোগ বুঝে এই সময়ের মধ্যে আমাকে কাজ শেষ করতে হবে।

ময়না। এতো সামান্য কাজ। আসুন আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দেখবেন আসুন আমার বুদ্ধি।

ভবানন্দ। তুমি বুদ্ধিমতী আমি জানি। শোন, ঐ বিষ প্রয়োগের অপরাধে মতিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে। অবশ্য কাফুর খাঁ আর আমি তোমাকে সাহায্য করবো। এস।

[উভয়ের প্রস্থান

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবির

খিজির খাঁর প্রবেশ

খিজির। হে খোদা। হে দীন দুনিয়ার মালিক। মানুষের চক্ষে আজ আমি বিভীষিকা-অপরাধী। তারা আমায় ক্ষমা করবে না, কিন্তু তুমি আমায় ক্ষমা ক'র মেহেরবান। আজ বন্দীদের বিচারের দিন। এই অধমকেই বিচারের আসনে বসতে হবে। আরও অভিশাপ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। হে খোদা। আমার অন্তরে থেকে তুমিই আমায় ন্যায় বিচার দেখিয়ে দাও।

একগ্লাস সরবত ও খাদ্যদ্রব্য লইয়া মতিয়া প্রবেশ করিল

মতিয়া। আদাব শাহাজাদা! আজ বিচার শেষ হলেই তো আমরা দিল্লী রওনা হব?

খিজির। হ্যাঁ মতিয়া। কেন দেশটা তোমার ভাল লাগছে না?

মতিয়া। মোটেই না। উঃ কি বিশ্রী দেশরে বাবা। আমাদের দেশ মরুভূমি সত্য কিন্তু এ রকম বিশ্রী নয়।

খিজির। নিজের দেশের নিন্দে কেউ করে না, মতিয়া। তা না হ'লে তোমাদের দেশ—যাক আজ আবার বিচারের দিন। আমাকে এখুনি যেতে হবে।

ভবানন্দের প্রবেশ

এস এস উজিরসাহেব। কি সংবাদ?

ভবানন্দ। বিচার সভা প্রস্তুত। বন্দীরাও হাজির।

মতিয়া। বিচার শেষ হলেই তো আমরা দিল্লী যাব উজির সাহেব --না আরও কিছু বাকী রইলো।

খিজির। মতিয়ার দেশটা পছন্দ হয়নি উজির সাহেব।

মতিয়া। নাও, এগুলো খেয়ে নাও। বিচারে বসলে তো আর কাণ্ডজ্ঞান থাকবে না।

খিজির। যুদ্ধের দুশ্চিন্তায় কোথায় অস্থিচর্মসার হব তা নয়, অনুমান পাঁচ সের ওজনই বেড়ে গেছে।

ভবানন্দ। আপনার প্রতি মতিয়া বিবির দরদমাখান সেবা সত্যই—

মতিয়া। থাক থাক্, আর বেশী না। আমি একটা বাঁদী। ভাগ্য ফলে শাহাজাদার কৃপার পাত্রী হ'য়েছি, আমি সেবার কি জানি? নিন শাহাজাদা খেয়ে নিন।

খিজির। দেখ ওগুলো আমি খাব না। তবে এই সরবতটা খেতে পারি।

খিজির খাঁ সরবৎ পান করিতে উদ্যত হইলে কাফুর খাঁ চিৎকার করিয়া প্রবেশ করিল

কাফুর। খাবেন না, খাবেন না শাহাজাদা—

খিজির। কি ব্যাপার কাফুর খাঁ।

কাফুর। ও পানীয় আপনি খাবেন না, সর্বনাশ হবে। ও পানীয়তে বিষ মেশান আছে।

খিজির। বিষ।

কাফুর। হাঁ শাহাজাদা বিষ।

খিজির। কে কে বিষ মিশিয়েছে?

কাফুর। বিষ মিশিয়েছে—বিষ মিশিয়েছে—

ভবানন্দ। বল—বল, কে এমন কাজ করলে?

কাফুর। মতিয়া বিবি

খিজির। কাফুর খাঁ।

কাফুর। এই দেখুন সেই বিষের মোড়ক।

ভবানন্দ। কৈ দেখি—সর্বনাশ এ যে উগ্র বিষ। এ মোড়ক তুমি পেলে কোথায়?

কাফুর। ময়নার কাছে।

ভবানন্দ। ময়নার কাছে?

কাফুর। হ্যাঁ উজির সাহেব। ময়না উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে বল্লে,"দেখুন তো এ মোড়ক কিসের? মতিয়া বিবি শাহাজাদার পানিতে মেশাল।" মোড়ক দেখে চমকে উঠলুম। আর তাকে কোন প্রশ্ন না ক'রে শাহাজাদার ভবিষ্যতের কথা স্মরণ ক'রে আমি ছুটে এসেছি।

ভবানন্দ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও কাফুর খাঁ, যে যথাসময়েই তুমি হাজির হয়েছ। আর কিছুক্ষণ বিলম্ব হ'লেই, ওঃ ভাবতেও আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে।

খিজির। মতিয়া।

মতিয়া। মিথ্যে কথা—সব মিথ্যে কথা।

ভবানন্দ। উত্তম, ময়নাকে ডাকলেই সত্য মিথ্যা বোঝা যাবে। ময়না ময়না।

ময়নার প্রবেশ

শাহাজাদার পানীয়তে বিষ মিশিয়েছে কে?

ময়না। হুজুর! হুজুর

খিজির। সত্য বল—কে আমার পানীয়তে বিষ মিশিয়েছে। সত্য বল—গর্দান নেব।

ময়না। মতিয়া বিবি।

খিজির। বাঁদী!

ময়না। আমার গোস্তাফী মাপ করুন শাহাজাদা। আমি যা জানি তাই বল্লুম।

ভবানন্দ। তুমি এই মোড়ক পেলে কোথায়?

ময়না। মতিয়া বিবির কাছে।

মতিয়া। তুই বলছিস কি ময়না। উপরে ধর্ম আছে।

ময়না। হুজুর মা বাপ অন্নদাতা—খোদার অংশ। তার কাছে আমি মিথ্যে বলবো না। শুনুন উজির সাহেব! মতিয়াবিবির হুকুমে শাহাজাদার খানা আনলে ঐ মোড়ক তিনি আমার সামনে শাহাজাদার পানীতে মিশিয়ে দেন। আমি পাছে সন্দেহ করি তাই তিনি আমায় বল্লেন শাহাজাদা খুব পরিশ্রম করে তাই ঘুমের ওষুধ দিলুম। কারুকে যেন বলিস নে। তোকে এক ছড়া সোনার হার দেব। কথাটায় আমার সন্দেহ হল। মতিয়াবিবি চলে আসতে আমি মোড়কটা এনে মনসবদার কাফুর খাঁকে দেখাই! তিনি বলেন এ ঘুমের ওষুধ নয়—বিষ।

মতিয়া। ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্র! এর গোটাটাই চক্রান্ত।

খিজির। মতিয়া!

মতিয়া। আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না।

খিজির। কি উদ্দেশ্যে আমার প্রাণ নাশে সচেষ্ট হয়েছ?

মতিয়া। শাহাজাদা—আমি—

খিজির। (রুক্ষস্বরে) মতিয়া!

মতিয়া। আমি আল্লার নামে কসম্ নিয়ে বলছি আমি এর কিছুই জানি না।

খিজির। বেইমান! বেইমান! এই নারী জাতটাই বেইমান। তুমি আমায় ঠিকই বলেছিলে উজির সাহেব যে, এই নারী জাতের অসাধ্য কিছুই নেই।

কাফুর। বিচার করুন শাহাজাদা, আজই ওর বিচার করুন।

খিজির। বিচার করবো—বিচার করবো। শোন শয়তানি, হত্যাই ছিল তোর একমাত্র দণ্ড। কিন্তু বহুদিন তুই আমার সেবা করেছিস, তাই হত্যা না ক'রে তোকে মুক্তি দিলুম। যা দূর হ' আমার সামনে থেকে। কোন দিন যেন আর তোর মুখ দেখতে না পাই।

মতিয়া। শাহাজাদা। আমি জানি তোমার কোন দোষ নেই। চক্রান্তে তুমি আজ বিভ্রান্ত। কিন্তু যাবার সময় আমি বলে যাচ্ছি, যদি বেঁচে থাকি, আমি প্রমাণ করবো আমি দোষী না নির্দোষী। উজির সাহেব। চমৎকার। শাহাজাদা সেলাম।

[প্রস্থান

ভবানন্দ। শাহাজাদা বিচার কি আজ স্থগিত থাকবে?

খিজির। ভবানন্দ। এত হালকা মন খিজির খাঁর নয়। যাও বন্দীদের আনবার ব্যবস্থা কর। বিচার আরম্ভ হ'য়ে গেছে। এই কে আছিস—মারাঠা যুবক?

প্রহরী সহ শঙ্করদেবের প্রবেশ

যুবক তুমি অপরাধী।

শঙ্কর। কি অভিযোগে?

খিজির। তুমি দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করেছ।

শঙ্কর। আমি দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিনি, তিনিই আমার বিবাহিতা স্ত্রীকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর হ'য়েছিলেন।

খিজির। পারলে তাকে রক্ষা করতে?

শঙ্কর। সে আমার দুর্ভাগ্য। তবে চেষ্টা করেছি—এই সান্ত্বনা।

খিজির। তোমার স্ত্রী এখন আমার অধীনে। তাকে আমি দিল্লী নিয়ে যাব।

দেবলার প্রবেশ

দেবলা। জীবিতা না মৃতা।

খিজির। না, আপনাকে আমি দিল্লী নিয়ে যেতে চাই না। আপনি মুক্ত। কিন্তু আপনার স্বামী অপরাধী। বিচারে তার প্রাণদণ্ড হবে

দেবলা। তবে এ মুক্তির অর্থ কি? রমণীর একমাত্র সম্পদ স্বামী। স্বামীহীন জীবন রমণীর মৃত্যুরই নামান্তর। তার চেয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে আমাকেও ঐ দণ্ড দিন শাহাজাদা।

খিজির। তা হয় না নারী। আপনি নিদোষ। কিন্তু আপনার স্বামী অপরাধী।

দেবলা। মিথ্যা কথা আমার স্বামীর কোন অপরাধ নেই। আপনারাই শক্তির অহঙ্কারে আমাদের এই শান্তিপূর্ণ রাজ্য ছারখার করেছেন।

খিজির। যুবক। মৃত্যু তোমার অবধারিত। তোমার কিছু বলবার আছে?

দেবলা। শাহাজাদা।

শঙ্কর। দেবলা। অশ্রু ফেল না তুমি যদি অমন কর, আমি যে মরেও শান্তি পাব না। তুমি বীরাঙ্গনা। অশ্রু মুছে ফেল—হাসিমুখে আমায় বিদায় দাও। আর একটা কথা মৃত্যুর পর এই দেহটার সদ্গতি তুমিই করো। আমি প্রস্তুত।

দেবলা। শাহাজাদা। শাহাজাদা! দয়া কর! দয়া কর।

পদতলে পতন

খিজির। নারীর অশ্রু কপটতায় ভরা। কোন মূল্য নেই

দেবলা। নারীর অশ্রুর কোন মূল্য নেই? আপনি জানেন না শাহাজাদা, এই নারীর অশ্রুজলে বিরাট রাবণ বংশ ছারখার হয়ে গিয়েছিল। দিল্লী তো অতি তুচ্ছ!

খিজির। কাফুর খাঁ!

কাফুর খাঁ অগ্রসর হইলে দেবলা তার কটিবন্ধ তরবারি টানিয়া লইল

দেবলা। দাঁড়াও! আর এক পাও অগ্রসর হয়ো না। আমি বন্দিনী হলেও স্বামীকে রক্ষা করতে অক্ষম নই এস দেখি, কে এমন শক্তিমান যে আমার পতির কেশাগ্র স্পর্শ করে?

কাফুর। শাহাজাদা! বিস্ময়ে দেখছেন কি? আদেশ দিন চিরদিনের মত ঐ নারীকে স্তব্ধ করে দি।

খিজির। তরবারির আঘাতে ঐ নারীকে স্তব্ধ করা যাবে না, কাফুর খাঁ। আমি যেন সব গোলমাল করে ফেলেছি। বল্‌তে পার, বল্‌তে পার কি ভাবে এই নারীকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করা যায়?

কাফুর। দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে আজীবন অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করুন

খিজির। না, তাতে ও স্তব্ধ হবে না

কাফুর তবে হাতে পায়ে কড়া লাগিয়ে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত নির্মম ভাবে প্রহার করা।

খিজির কিন্তু এ শাস্তিও যথেষ্ট নয়

কাফুর। তবে?

খিজির খাঁ অগ্রসর হইয়া শঙ্করদেবের শৃঙ্খল মোচন করিয়া দেবলার হস্তে সমর্পণ করিল

কাফুর। একি করলেন শাহাজাদা—একি করলেন?

খিজির কাফুর খাঁ হয়ত আমি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছি কিন্তু তোমার মত উন্মাদ হয়নি। এই কে আছিস? রামচন্দ্রদেব।

প্রহরী সহ রামচন্দ্রদেবের প্রবেশ

রামচন্দ্র। আর আমায় কি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছ। তাদের ছিন্নশির না দেখালে কি তোমাদের শান্তি নেই। একি শঙ্কর—মা দেবলা—!

খিজির। আলিঙ্গন দিন মহারাজ। যান আপনারা মুক্ত। আপনাদের রাজ্য আমি আপনাকেই প্রত্যর্পণ করলুম।

রামচন্দ্র। বন্দীর সঙ্গে একি ব্যঙ্গ শাহাজাদা?

খিজির। ব্যঙ্গ নয়, ব্যঙ্গ নয় মহারাজ। আমি যোদ্ধা। রণক্ষেত্রে শত শত নরনারীকে হত্যা করেছি, কিন্তু বিচলিত কখনও হইনি। আজ আমি আমার বহিনের কাছে পরাস্ত।

দেবতা। করুণার অবতার শাহাজাদা আমাদের মুক্তি দিয়েছেন, পিতা।

রামচন্দ্র। শাহাজাদা! আপনার মহত্ত্ব মহারাজ কোনদিনই ভুলবে না। তাই আমার অনুরোধ এই শ্মশান রাজ্যের রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করে আমাদের ধন্য করুন।

খিজির। উত্তম তাই হবে। আপনারা অগ্রসর হন। আপনাদের মনোবাসনা আমি পূর্ণ করবো।

[রামচন্দ্রদেব, শঙ্কর ও দেবলার প্রস্থান

উজির সাহেব! সৈন্যদের আদেশ দিন তারা যেন দিল্লী রওনা হয়। আমি যথাসময়ে উপস্থিত হব। [প্রস্থান

কাফুর। ওঃ, তুমি যদি শাহাজাদা না হতে—

ভবানন্দ। চমৎকার!

কাফুর। কি চমৎকার?

ভবানন্দ। বিশ হাজার সৈন্যের প্রাণের বিনিময়ে তুমি কি লাভ করলে কাফুর খাঁ তা জান? কলঙ্ক! অভিশাপ! অপমান।

কাফুর। বলুন, বলুন উজির সাহেব আমায় কি করতে হবে।

ভবানন্দ। তোমাকে আমি ঠিক বিশ্বাস করি না।

কাফুর। আমি আল্লার নামে কসম্ নিয়ে বলছি, আজ থেকে আপনিই হবেন আমার পথ প্রদর্শক।

ভবানন্দ। শোন, সৈন্যদের আদেশ দাও দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করতে। আর দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে কালবিলম্ব না করে শাহাজাদা দিল্লী পৌঁছবার আগে আমাদের সেখানে পৌঁছাতে হবে। সর্বাগ্রে কমলাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শাহাজাহার শাস্তির খসড়া তৈরী করতে হবে। এস।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান

হোসেন একাকী গান গাহিতেছে

হোসেন। **গীত**

ও পাহাড় বল না আমায়
এ কেমন ক'রে হয়।
তোমার গায়ে ঝরণা বহে
(ঐ) আকাশ ভাসে গায়॥
চাঁদের উদয় তোমার পারে
অস্তও যায় তোমার ধারে
সকাল সন্ধ্যা তাও দেখি
তোমার সীমানায়॥
ঐ আকাশে হেলান দিয়ে
(দেখি) তুমি আছ শুয়ে
ভেঙ্কি লাগে কাছে গেলে
(তোমরা) কত ফরক দু'জনায়॥

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লীর প্রাসাদ

কমলার প্রবেশ

কমলা। চোখের সামনে পুত্রদেব মৃত্যু দেখেছি। রণস্থলে তাদের সেই শোণিত তুফান এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। এখনও খিলজি বংশ নিশ্চিহ্ন করতে পারলুম না। মা গুজরাটেশ্বরী তুমিই আমার একমাত্র সহায়। কে?

ভবানন্দের প্রবেশ

একি ভবানন্দ তুমি যুদ্ধের খবর কি?

ভবানন্দ। যুদ্ধে দিল্লীশ্বরের জয় হ'য়েছে।

কমলা। যুদ্ধে দিল্লীশ্বরের জয় হ'য়েছে? দেবলা—তবে কি বাদশার করায়ত্ব হ'য়েছে?

ভবানন্দ। না, সে সুযোগ আমি দিইনি। দেবগিরি জয় ক'রে শাহাজাদা দেবলাসহ মারাঠা পরিবারকে মুক্তি দিয়েছেন।

কমলা। দেবলা—কন্যা আমার কেমন আছে?

ভবানন্দ। অতি সুখে আছে। শুধু তাই নয় মারাঠারাজ রামচন্দ্র দেব নিজপুত্র শঙ্করদেবের সঙ্গে দেবলার বিবাহ দিয়েছে সে এখন মহারাষ্ট্রের ভাবী অধিশ্বরী।

কমলা। ভগবান! অপার দয়া তোমার। মা গুজরাটেশ্বরী, তোমায় আমি ষোড়শোপচারে পূজা দেব।

ভবানন্দ। আনন্দে উৎফুল্ল হবেন না, বেগমসাহেবা। এখনও আমাদের মনোস্কামনা পূর্ণ হয় নি। খিলজী বংশের সমাধি এখনও হয় নি।

কমলা। কাফুর খাঁ কোথায় ?

ভবানন্দ। জাহাপনার কাছে যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে গেছে।

কমলা। কাফুর খাঁ এখন তোমার আয়ত্তে।

ভবানন্দ। সম্পূর্ণ। শুনুন বেগম সাহেবা এই সুযোগে শাহাজাদাকে রাজদ্রোহী দেশদ্রোহী অপবাদে দণ্ডিত করতে হবে।

কমলা। ভবানন্দ। যে পুত্র শৈশবে নিঃসঙ্কোচে অবাধে পিতার বুকে সহস্র বার ঝাঁপিয়ে পড়েছে, শত আপদ বিপদ অগ্রাহ্য ক'রে তাকে মানুষ ক'রে তুলেছে ভবিষ্যতের আশায়, তার দণ্ডবিধান কি কোন পিতা করতে পারে ?

ভবানন্দ। পারে, পারে বেগম সাহেবা, সব পারে। শুনুন আপনাকে সেই বিচার সভায় মাতৃত্বের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে জাঁহাপনার হৃদয় জয় করতে হবে। রাজ্যে আদর্শ নারী বলে পরিচয় দিতে হবে।

কমলা। কি ক'রে ?

ভবানন্দ। আমরা শাহাজাদার প্রাণদণ্ডের দাবী করলে আপনাকে সে দণ্ডের অনুবায় হ'য়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে। তার পর সুযোগ বুঝে কারাগারেও তাকে নিঃশেষ করতে পারবো।

কমলা। তারপর ?

ভবানন্দ। মহল থেকে বন্দীর নিত্য আহার প্রেরণের ভার জাহাপনার কাছ থেকে আপনাকে চেয়ে নিতে হবে। সেই আহার শাহাজাদার কাছে না পৌছে সকলের অজ্ঞাতে কোন নির্জন স্থানে ফেলে দিতে হবে। ফলে শাহাজাদার মৃত্যুর জন্যে আমাদের আর চিন্তা করতে হবে না। হ্যাঁ আর একটা কথা, দেশবাসী শাহাজাদার অনুরক্ত। সুতরাং কোন ভিন্ন দেশীয়কে কারাগারের প্রহরী নিযুক্ত করতে হবে। ঐ জাঁহাপনা আসছেন, এখন আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়।

[উভয়ের প্রস্থান

আলাউদ্দিন ও কাফুর খাঁর প্রবেশ

আলাউদ্দিন। তুমি কি বলছ কাফুর খাঁ ?

কাফুর। সত্য কথা জাঁহাপনা। সাতদিন ক্রমাগত যুদ্ধের পর অর্ধেকের উপর সৈন্যকে রণক্ষেত্রে চিরদিনের মত হারিয়ে যদিও বা বেগম কন্যাকে উদ্ধার করা গেল তাও শাহাজাদা তাকে মুক্তি দিলেন! শুধু তাই নয় বন্দী রামচন্দ্রদেব ও শঙ্করদেবকেও মুক্তি দিয়ে তাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করলেন।

আলাউদ্দিন তুমি বাধা দাও নি ?

কাফুর। রাজ্যের কল্যাণে আমি বাধা দিয়েছিলুম কিন্তু জাঁহাপনা সেই বন্দীদের সামনে শাহাজাদা আমাকে অপমান করলেন।

আলাউদ্দিন। খিজির খাঁ কোথায় ?

কাফুর। মারাঠারাজের অনুরোধে শাহাজাদা তার প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন!

আলাউদ্দিন। কি অভিপ্রায়ে!

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। অভিপ্রায় এই যে, তাদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন ক'রে তাদেরই সাহায্যে দিল্লীর মসনদ অধিকার করা।

আলাউদ্দিন। তুমি বলছ কি উজির সাহেব ?

ভবানন্দ। শাহাজাদার ধারণা যে, বেগমসাহেবাই বুঝি তার ভবিষ্যতের পথে অন্তরায় আর আপনি তাঁর হাতের ক্রীড়নক। তাই তিনি মারাঠাদের সাহায্যে আপনাকে মসনদচ্যুত করতে চান। অথচ বেগমসাহেবা তাঁকে পুত্রের অধিক স্নেহ করেন।

আলাউদ্দিন। ও এই আমার পুত্র !

কাফুর। আপনি এই শাঠ্যের বিচার করুন।

আলাউদ্দিন। কমলা এই যুদ্ধের সংবাদ জানে ?

ভবানন্দ। সর্বাগ্রে তাঁকেই এই সংবাদ জানান হয়।

আলাউদ্দিন। মূর্খ! অপদার্থ! তোমরা করেছ কি ? একে কন্যার জন্যে উন্মাদিনী। কি প্রয়োজন ছিল তাঁকে এই সংবাদ জানাবার!

ভবানন্দ। আমার গোস্তাকী মাপ করুন জাঁহাপনা।

আলাউদ্দিন। আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে এই মুহূর্তে তোমাদের কোতল করি।

ভবানন্দ। জাহাপনা!

আলাউদ্দিন। চুপ! হয়ত—এই কে আছিস? না থাক- কাফুর খাঁ! না, তুমি নও। ভবানন্দ! না, তোমার দ্বারা হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি।

কমলার প্রবেশ

কমলা। কারুর যাবার প্রয়োজন নেই। সংবাদে আমি মর্মাহত হলেও এখনও উন্মাদিনী হইনি।

আলাউদ্দিন। কমলা! কমলা!

কমলা। এত বড় দুঃসংবাদেও আমি প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছি, জাঁহাপনা!

আলাউদ্দীন। তা আছ। কিন্তু প্রস্তর মূর্তির চোখ দিয়ে ঝরছে অশ্রুর বন্যা—সুন্দর মুখে পূর্বের লাবণ্য নিয়েছে বিদায়। না না, দুঃখ করনা কমলা, আমি এর প্রতিবিধান করবো।

কমলা। কার প্রতিবিধান করবেন জাঁহাপনা?

আলাউদ্দীন। যে দিল্লীর রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেছে; যে তার পিতার মুখে চূণ কালি মাখিয়েছে, সবার উপর যে তোমার মনে দুঃখ দিয়েছে, সেই কুল গ্লানি বিশ্বাসঘাতকের।

কমলা। না না, এমন কথা বলবেন না, জাঁহাপনা। খিজির আপনাকে পদে পদে অপমানিত করলেও আমি যে তাকে পুত্রের আসনে বসিয়েছি। রণক্ষেত্রে পুত্রদের হারিয়ে হৃদয়ের হাহাকার এতদিন আমি শুধু খিজিরের মুখ চেয়েই ভুলে আছি। সে যে আমার ভবিষ্যতের একমাত্র আশাস্থল।

আলাউদ্দিন। রাজ্যের কল্যাণের জন্যে বিচার তার অবশ্যম্ভাবী, কমলা।

কমলা। কাফুর খাঁ! ভবানন্দ! আমি রাজ্যের প্রধানা বেগম। করযোড়ে তোমাদের কাছে শাহাজাদার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। দয়া কর, শাহাজাদার দণ্ড বিধান করে হাহাকারের উপর দাবানল আর প্রজ্বলিত ক'র না।

আলাউদ্দিন। না না, আমি বিচার করবো। কারুর কথায় কর্ণপাত করবো না। কারুর অনুরোধ শুনবো না।

ভবানন্দ। তবে বলুন জাঁহাপনা, রাজদ্রোহীর কি শাস্তি?

আলাউদ্দিন। প্রাণদণ্ড।

কমলা। প্রাণদণ্ড! জাঁহাপনা!

আলাউদ্দিন। কোন অনুরোধ শুনবো না।

কমলা। আমার অনুরোধ আজ এত হেয়, এত অবজ্ঞেয়?

আলাউদ্দিন। রাজধর্ম বড় নির্মম, বড় নিষ্ঠুর কমলা।

কমলা। জনে জনে তোমাদের অনুরোধ করলুম। তবুও যখন শুনলে না কেহ, তখন আমি হব দণ্ডাজ্ঞার অন্তরায়।

আলাউদ্দিন। না না ন্যায়দণ্ডের খাতিরে যাকে দণ্ড দেওয়া হ'য়েছে তাকে আর ক্ষমা করা হবে না।

কমলা। জাঁহাপনা!

আলাউদ্দিন। কি করবো কমলা--আমি যে সম্রাট।

কমলা। যদি তাকে দণ্ডই দিতে হয় তবে কারারুদ্ধ করুন তবু প্রাণদণ্ড থেকে রেহাই দিন।

খিজিরের প্রবেশ

খিজির। চমৎকার।

আলাউদ্দিন। এই যে কুলগ্লানি।

খিজির। সেই কুলগ্লানি আপনার রাজদণ্ডের তলায় মাথা পেতে দিয়েছে, বলুন আমার কি শাস্তি।

আলাউদ্দিন। হত্যাই ছিল তোর একমাত্র দণ্ড। শুধু এই নারীর কৃপায় তোকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

খিজির। অর্থাৎ রাজ অধিকারে যে দণ্ড দিয়েছিলেন তার পরিবর্তন হয়েছে।

কমলা। খিজির। পুত্র।

খিজির। আরও চমৎকার আপনার মাতৃত্বের অভিনয়।

কমলা। তুমি জান না পুত্র যে আমি তোমায় কত স্নেহ করি।

খিজির। আপনার এই অকপট স্নেহ বাৎসল্য ইতিহাস চিরকাল বহন করবে।

আলাউদ্দিন। তোমার কিছু বলবার আছে?

খিজির। অপরাধীর শাস্তি তো আগেই হ'য়ে গেছে পিতা। আমি আগে বুঝতে পারিনি কাফুর খাঁ আর ভবানন্দ খিলজীবংশের ইতিহাস লেখকদের নূতন করে কলম ধরবার স্বযোগ দেবে।

কমলা। তাদের লেখনি আমি আমার মধুর মাতৃত্বে ভূষিত করবো, পুত্র।

খিজির। খিজিরের তিলে তিলে মৃত্যুই করবে, আপনার চরম মাতৃত্বের প্রকাশ, নয়? যাক, কে আমায় কারাগারে নিয়ে যাবে চল। আমি প্রস্তুত।

আলাউদ্দিন। কৈ হ্যায়?

প্রহরীর প্রবেশ

শৃঙ্খলিত কর।

কমলা। না না, ভাবী অধীশ্বর শৃঙ্খলিত হ'য়ে কারাগারে যেতে পারে না।

আলাউদ্দিন। কমলা!

কমলা। জাঁহাপনা! অন্তরটা আমার কেঁদে উঠছে। তবু আমি নিরুপায়। সহ্য আমায় করতেই হবে। প্রহরী! যাও শাহাজাদাকে সসম্মানে কারাগারে নিয়ে যাও।

খিজির। বেগম সাহেবা! আবার বলি চমৎকার। চল প্রহরী।

প্রহরীসহ খিজির প্রস্থান করিল। কমলা ভাণ করিয়া চোখ মুছিল

কমলা। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাহাজাদাকে আপনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। দিল্লীর শাহাজাদা ভাবী অধীশ্বরের কারাগারে সাধারণ অপরাধীর মত ব্যবস্থা হ'তে পারে না। তাই অনুরোধ আমার মহল থেকে শাহাজাদার জন্যে নিত্য আহার আমি পাঠাব।

আলাউদ্দিন। ওঃ নারী, তোমার এত করুণা!

কমলা। আমি যে মা! আর একটা অনুরোধ।

আলাউদ্দিন। আবার অনুরোধ?

কমলা। হ্যাঁ, পুত্রের সুখের জন্যে আমার অনুরোধের শেষ নাই। দেশবাসী শাহাজাদার উপর বিরূপ। তাই পুত্রের কল্যাণে আমি নিজের মনোমত প্রহরী নিযুক্ত করবো।

আলাউদ্দিন। তুমি বুঝি মায়ের অধিক।

কমলা। ভবানন্দ! উপযুক্ত প্রহরী সন্ধানে তুমি এখুনি যাও। যত শীঘ্র পার নিয়ে আসবে।

ভবানন্দ। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান

আলাউদ্দিন। কমলা আমি বড় শ্রান্ত। আমি বিশ্রামাগারে চল্লুম।

কমলা। আমি আপনার সেবায় এখুনি যাচ্ছি।

[আলাউদ্দিনের প্রস্থান

কাফুর খাঁ! হাঁ ক'রে কি দেখছ?

কাফুর। আপনার এই অদ্ভুত পরিবর্তনে আমি আশ্চর্য হচ্ছি, বেগম সাহেবা।

কমলা। প্রয়োজন হ'য়েছে পরে বুঝবে। শোন পরিস্থিতি খুব সঙ্কটজনক—খুব হুঁশিয়ার।

[প্রস্থান

কাফুর। গোটাটাই যেন ধাঁধাঁয় ভরা। আচ্ছা দেখা যাক এর শেষ কোথায়? দিল্লীর মসনদ আমার চাই—চাই!

বেগে হোসেনের প্রবেশ

হোসেন। বাপীজান! বাপীজান। এই যে হাবিলদার সাহেব। বাপীজান কোথায়?

কাফুর। কেন?

হোসেন। হাবিলদার সাহেব! যা শুনছি তা কি সত্যি? দাদাকে নাকি বাপীজান কারাদণ্ড দিয়েছেন?

কাফুর। হ্যাঁ—রাজদ্রোহের অপরাধে তার কারাদণ্ড হ'য়েছে।

হোসেন। মিথ্যা কথা—তিনি কখনই রাজদ্রোহী হ'তে পারেন না।

কাফুর। এ বিচার স্বয়ং জাঁহাপনার!

হোসেন। বিচার জাঁহাপনার নয়, এ বিচার আপনাদের। আপনাদেরই প্ররোচনায় তাঁর এই নির্মম দণ্ড।

কাফুর। সীমা ছাড়িও না হোসেন।

হোসেন। চুপ, চোখ রাঙ্গাচ্ছেন কাকে? মনে থাকে যেন, আমি প্রভু—আপনি ভৃত্য।

কাফুর। হত্যা করবো।

হোসেন। নিজের মাথাটার দিকে আগে লক্ষ্য রাখবেন।

[প্রস্থান

কাফুর। স্পর্ধা! আচ্ছা, আমিও কাফুর খাঁ।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

দিল্লীর প্রাসাদ

কমলাদেবীর প্রবেশ

কমলা। শাহাজাদার মুক্তির জন্যে হিন্দুজাতটাই বেশী ক'রে জটলা পাকাচ্ছে। এই নিমকহারাম জাতটার ধ্বংসই শ্রেয়। গুজরাটের ধ্বংস হ'ল—সেখানকার মহারাণী আমি পাঠানের হারেমে বন্দিনী। শয়তান আলাউদ্দিনের লোলুপদৃষ্টি আমাকে অহরহ লেহন করছে সেদিকে কারুর সহানুভূতি নেই। যত সহানুভূতি—যত করুণা শাহাজাদার উপর। তারা শাহাজাদার দণ্ডের বিরুদ্ধাচরণ করে। আমার প্রতিহিংসা পূরণের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়! সম্রাটের কাছে প্রতিবাদ জানায়!—আমি আশ্চর্য হচ্ছি, কড়া পাহারা রাখা সত্ত্বেও জাঁহাপনা কি ক'রে বাইরে আসে? সব সমান। দাস-দাসী, কর্মচারী সব সমান। সবাই আমার সঙ্গে বাদ সেধেছে। ময়না! ময়না!

ময়নার প্রবেশ

ময়না। হাজির বেগম সাহেবা

কমলা। তোকে আমি বার বার বলেছিলুম না যে, জাহাপনাকে চোখে চোখে রাখবি ?

ময়না। আমি তো সর্বদাই—

কমলা। সর্বদাই যদি চোখে চোখে রাখিস, তবে জাঁহাপনা কি ক'রে প্রাসাদের বাইরে আসে ? এই জন্যেই বুঝি তোকে আমি প্রাসাদে স্থান দিয়েছি।

ময়না। আমার কসুর মাপ করুন বেগম সাহেবা।

কমলা। দূর হ' আমার সামনে থেকে। ভবিষ্যতে কসুর আর মাপ করা হবে না, মনে থাকে যেন। দূর হ'—এখনও দাঁড়িয়ে রইলি—দূর হ'।

[ময়নার প্রস্থান

সবাই সমান। দূর করে দেব। সবাইকে দূর ক'রে দেব। এদের কারুকে দরকার নেই। কাফুর খাঁও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এখনও একটা খবর আনতে পারলো না।

কাফুর খাঁর প্রবেশ

ফিরতে পারলে ? বল কি খবর ?

কাফুর। প্রজারা হিন্দু-মুসলমান সমবেত হ'য়ে পথে-ঘাটে-মাঠে প্রকাশ্যভাবে জটলা পাকাচ্ছে।

কমলা। কি বলছে তারা ?

কাফুর। তারা বলে শাহাজাদা নির্দোষ।

কমলা। আর কি বলে ?

কাফুর। আরও বলে যে নির্দোষ শাহাজাদার শাস্তির মূলে আপনি আর উজির সাহেব।

কমলা। হুঁ—এদের উদ্যোক্তা কে বলতে পার ?

কাফুর। শাহাজাদা হোসেন।

কমলা। এখন বুঝতে পাচ্ছ কাফুর খাঁ—কেন আমি শাহাজাদার প্রাণদণ্ডে বাধা দিয়েছিলুম।

কাফুর। এতদূর চিন্তা আমি করি নি বেগমসাহেবা।

কমলা। শোন কাফুর খাঁ! ভবানন্দ যতক্ষণ না প্রহরী নিয়ে আসে ততক্ষণ কারাগারের সম্পূর্ণ ভার তোমার উপর। যাও, সতর্ক দৃষ্টি রেখ।

[কাফুর খাঁর প্রস্থান

তাইতো ভবানন্দ এখনও ফিরলো না? প্রজারা যদি দল বেঁধে সম্রাটের কাছে যায়? না, সব পণ্ড হল—সব পণ্ড হল।

ছদ্মবেশী মতিয়াকে লইয়া ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। কিছু পণ্ড হবে না।

কমলা। এই যে এসে পড়েছ? যাক্ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। তুমি তো খুব শীঘ্র এসেছ। এত তাড়াতাড়ি যে তুমি আসতে পারবে তা আমি আশা করি নি।

ভবানন্দ। ভগবানই মালিক বেগমসাহেবা। দেখে নিন।

কমলা। কিন্তু—

ভালভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল

ভবানন্দ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি ভবানন্দ—কাফুর খাঁ নই।

কমলা। তোমার নাম কি?

ভবানন্দ। ও আবার কথা বলতে পারে না।

কমলা। বোবা—একে কোথা থেকে জুটুলে? বেশভুষায় পাহাড়ী বলে মনে হয়।

ভবানন্দ। সেই জন্যেই তো বলছি বেগম সাহেবা যে, ভগবানই মালিক। দেখলুম রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখে আমার খুব পছন্দ

হ'ল। ডাকলুম—কাছে আসতে জিজ্ঞেস করায় বুঝলুম চাকরীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কমলা। কিন্তু বোবা যে?

ভবানন্দ। এখন তো আমাদের এইরূপ লোকই দরকার। অষ্ট প্রহর তাকে কারাগারে পাহারা দিতে হবে। দিনরাত যদি বন্দীর চিৎকার শুনতে হয় বিবেকবান লোক কতক্ষণ স্থির থাকতে পারে? তার চেয়ে এই ভাল। জাতে পাহাড়ী, বুকখানা পাষাণ। বোবা কাজেই শ্রবণ শক্তি থেকে বঞ্চিত। বন্দীর কোন কথার জবাবও দিতে পারবে না—আর কানেও শুনতে পাবে না।

কমলা। বেশ প্রহরীকে যথাস্থানে নিযুক্ত কর।

[ভবানন্দ সহ মন্ত্রিয়ার প্রস্থান

বেশ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। খিজির খাঁ বন্দী—অনাহারে কারাগারেই তাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। হোসেন! সে তো দুগ্ধপোষ্য শিশু। যেদিন ইচ্ছে করবো সেইদিনই তার ইহলীলা শেষ হবে! শুধু আদেশের প্রতীক্ষা। আলাউদ্দিন—সে তো রূপমুগ্ধ পতঙ্গ। শেষ প্রায় হয়েই আছে।

উদ্‌ভ্রান্তভাবে আলাউদ্দিনের প্রবেশ

আলাউদ্দিন। কমলা! কমলা!

কমলা। আসুন জাঁহাপনা। আপনি কিছু কি বলছিলেন?

আলাউদ্দিন। আমি—আমি—না—হ্যাঁ—বলছিলুম কমলা।

কমলা। কি জাঁহাপনা?

আলাউদ্দিন। বলছিলুম, বলতে পার কমলা কেন এমন হয়?

কমলা। কি হয় জাঁহাপনা?

আলাউদ্দিন। এই বুকটায় হাত দিয়ে দেখ—কেন এত স্পন্দন! চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ—কেন এত অশ্রু?

কমলা। আপনি দেশের সম্রাট—আপনার এত অধীর হওয়া সাজে না।

আলাউদ্দিন। অধীর। ইচ্ছে হয়—না, না তুমি ঠিকই বলেছ আমি দেশের সম্রাট। আমার অধীর হওয়া সাজে না। ঠিক—ঠিক, আমি যে সম্রাট। আমি যে সম্রাট।

[প্রস্থান

কমলা। জাঁহাপনা! মাত্র ত্ব'দিনের অদর্শনে তুাম পুত্রের জন্য অধীর হ'য়ে পড়েছ। আর আমার দিকটা একবার চিন্তা করতো?—কার জ্বালা বেশী—" আরও জ্বলো! আরও জ্বলো।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

প্রাসাদের একাংশ

ভবানন্দ ও কাফুর খাঁর প্রবেশ

ভবানন্দ। তুমি একটি অপদার্থ! তোমার জন্যেই জনসাধারণ সম্রাটের কাছে আসতে সাহসী হয়।

কাফুর। আমি তো প্রাণপণে তাদের হটাতে চেষ্টা করেছিলুম।

ভবানন্দ। হটানর এই বুঝি নমুনা! ছিঃ ছিঃ-ছিঃ, একটা জনতাকে তুমি হটাতে পার না?

কাফুর। আমাকে আপনি বৃথা তিরস্কার করছেন। আমি কি করেছি না করেছি তা আপনি স্বচক্ষেই দেখেছেন। আমি বলেই ঐ জনতার সামনে এগিয়ে গেছলুম।

ভবানন্দ। এগিয়ে যখন গিয়েছিলে কটিবদ্ধ তরবারির কথা তখন কি ভুলে গিয়েছিলে?

কাফুর। না ভুলিনি। ক্ষুব্ধ জনতা বিরাট আওয়াজ তুলে যখন এগিয়ে এল, তরবারির কথা আমার ঠিকই স্মরণ ছিল। কিন্তু জনতার পুরোভাগে দেখলুম শাহাজাদা হোসেনকে।

ভবানন্দ। আর সঙ্গে সঙ্গে তরবারির কথা বিস্মৃত হ'লে, কেমন? ওঃ কতবড় সুযোগ তুমি নষ্ট করলে তা জান? যাক্ যা হ'য়ে গেছে তার জন্যে চিন্তা ক'রে লাভ নেই। শোন শুধু দেশবাসী শাহাজাদার জন্যে ব্যাকুল নয়—স্বয়ং জাঁহাপনাও শাহাজাদার জন্যে অস্থির হ'য়ে পড়েছেন।

কাফুর। জাঁহাপনা

ভবানন্দ। হ্যাঁ—বেগমসাহেবার কাছে সেদিন তিনি তাঁর অন্তরের দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন।

কাফুর। তা হ'লে এখন উপায়?

ভবানন্দ। ক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে হবে।

কাফুর। কি উপায়ে?

ভবানন্দ। তাদের মধ্যে শাহাজাদার বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাব জাগাতে হবে। কথায় যদি সম্ভব না হয় উৎকোচে বশীভূত ক'রে তাদের একতাকে বিনষ্ট করতে হবে। তারপর যা করতে হয় আমি করবো।

হোসেনের প্রবেশ

হোসেন। তা হ'লে আপনার মাথার মায়াও ত্যাগ করতে হবে, উজির সাহেব।

ভবানন্দ। এই যে হোসেন- প্রজাদের অনর্থক কেন তুমি ক্ষেপিয়ে দিয়েছ?

হোসেন। আমি ক্ষেপায়নি—ক্ষেপিয়েছেন আপনি, এই কাফুর খাঁ আর বেগমসাহেবা।

কমলার প্রবেশ

কমলা। আমার নামে এতবড় অপবাদ দিতে তোমার সাহস হয়, হোসেন?

হোসেন। কেন হবে না? সত্যিকথা বলতে হোসেন কোনদিন ভয় খায় না।

কমলা। হোসেন। তুমি কি ক্রোধে জ্ঞানহারা হ'য়েছ?

হোসেন। পারেন আপনারা অস্বীকার করতে, আপনারা তিনজনে আমাদের সোনার রাজ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেন নি? পারেন আপনারা অস্বীকার করতে—দেবলা উদ্ধারের অজুহাতে অনর্থক এই হত্যাকাণ্ডের সূচনা করেছেন? পারেন আপনারা অস্বীকার করতে—মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দাদাকে আপনারা কারারুদ্ধ করেন নি?

কমলা। হোসেন!

হোসেন। তবে একটা কথা বলে যাই--

হোসেন। **গীত**

টিকবে না টিকবে না টিকবে না
তোমাদের শয়তানীতে
মনের আশা মিটবে না
ভেবেছ আপন মনে
বসবে সিংহাসনে
বিফল হবে মন আশা
ভাগ্যচক্র ঘুরবে না।'

রে বধির শোন পেতে কান
হাঁকে ঐ কোন মহাজন
ওড়ে ঐ ধর্ম-নিশান
(আর) কারীকুরী খাটবে না।

[প্রস্থান

ভবানন্দ। দেখলেন, দেখলেন বেগম সাহেবা—একটা শিশু সেও চায় চক্র ধরতে ?

কমলা। এ জাতের নির্মূলই শ্রেয়ঃ।

কাফুর। আদেশ দেন, এই মুহূর্তে হত্যা করি।

উদ্‌ভ্রান্তভাবে আলাউদ্দিনের প্রবেশ

আলাউদ্দিন। বল, বল কমলা, তুমিই আমার মুক্তিদাত্রী। বল, শীঘ্র বল, প্রজাদের কাছে এখন আমি কি জবাব দেব? সমবেতভাবে তারা আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে।

কমলা। আপনি বলছেন কি জাঁহাপনা ?

আলাউদ্দিন। আমি কিছু বলিনি। আমি কিছু বলিনি। বলছে সমগ্র প্রজামণ্ডলী। রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই মুখে এক কথা "খিজির নির্দোষ"। তারা আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে। বল। বল এখন আমি তাদের কি কৈফিয়ৎ দি! কিসের প্রভাবে তাদের সমবেতকণ্ঠ আমি রুদ্ধ করি ?

কমলা। কেন রাজশক্তির প্রভাবে।

আলাউদ্দিন। চমৎকার তোমার যুক্তি। রাজশক্তির প্রভাবে নির্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত ক'রেছি ; রাজশক্তির প্রভাবে ন্যায়কে খর্ব করে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছি ; আজ আবার বলছো রাজশক্তির প্রভাবে জনতার কণ্ঠ রুদ্ধ করতে।

কমলা। এসব আপনি কি বলছেন, জাঁহাপনা ?

আলাউদ্দিন। তুমি ভুল বুঝনা কমলা। আমি কিছু বলিনি। বলছে দিল্লীর অধিবাসীরা। তারা কি বলছে জান? বলছে নির্দোষ শাহাজাদার দণ্ডের মূলে আছে—কমলা দেবী।

কমলা। কি—কি বল্লেন জাঁহাপনা? দেশের সম্রাট আপনি। রাজ্যের গৌরব—রাজ্যের সম্মান। ন্যায়দণ্ডের খাতিরে আপনিই শাহাজাদাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। আমি তাকে শুধু সেই দণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করেছি। আর আজ যত কলঙ্ক—যত অপবাদ আমার?

আলাউদ্দিন। না না, যত কলঙ্ক, যত অপবাদ আজ আমার। তারা ভুল বুঝেছে—তারা ভুল বুঝেছে। আমি চল্লুম তাদের কাছে। মুক্তকণ্ঠে তাদের কাছে আমি স্বীকার করবো অপরাধী—আমি। শাহাজাদার পরিবর্তে দণ্ডবিধান আমারই হওয়া উচিত।

কমলা। উন্মাদের মত কোথায় চলেছেন?

আলাউদ্দিন। উন্মাদ! হ্যাঁ-হ্যাঁ আজ আমি উন্মাদ হয়েছি। তুমিই আমায় উন্মাদ করেছ!

কমলা। আমি?

আলাউদ্দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি। এতদিন বলতে সাহস করিনি। কিন্তু অন্তরে বুঝেছিলুম যে তুমিই আমায় মূক সাজিয়েছ।

কমলা। জাঁহাপনা।

আলাউদ্দিন। আজ আমি সরল স্পষ্ট ভাষায় বলছি। আজ আমার লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই। আমি তোমারই মোহে অন্ধ ছিলুম। যা কিছু অকরণীয়—যা কিছু অসঙ্গত—সব করেছি শুধু তোমাকে খুসী করবার জন্যে। উঃ, কি সর্বনাশটাই না করেছি আমি।

কমলা। কি বল্লেন আমার জন্যে আপনার সর্বনাশ! একবার ভাবুন তো জাঁহাপনা কে কার সর্বনাশ করেছে? আপনার সর্বনাশ যদি কিছু

হয়ে থাকে তা আপনি নিজে ক'রেছেন। কিন্তু আমার আপনি কি করেছেন জানেন? অতর্কিত আক্রমণ করে কে আমার উপযুক্ত পুত্রদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে?—আপনি। কে আমাকে আমার স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে জোর করে হারেমে রেখে আমার সর্বনাশে উদ্যত হ'য়েছে?—আপনি। বিতাড়িত স্বামী আমার লজ্জায় ঘৃণায় কার জন্যে জঙ্গলে জঙ্গলে আত্মগোপন করে শেষে, আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন?—আপনার জন্যে। কার জন্যে আমার কন্যা—রাজকন্যা হ'য়ে মারাঠা দস্যুর কবলিত? কে কার সর্বনাশ ক'রেছে—কে কার সর্বনাশ ক'রেছে—?

আলাউদ্দিন। কমলা! কমলা! তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি না বুঝে তোমার প্রতি রূঢ় হয়েছি। আমি তোমাকে ভুল বুঝেছি!

ভবানন্দ আপনি ভুল বুঝলে কি হবে জাঁহাপনা। রাজ্যের প্রজারা তো বুঝবে না।

কমলা। কথা ব'ল না, কথা ব'ল না ভবানন্দ—সত্যই আমি দোষী। অতিরিক্ত স্নেহ বিনিময়ই আমাকে দোষী সাব্যস্ত ক'রেছে। আমিই অপরাধী! জাঁহাপনা হয় আমাকে দণ্ড দিন, না হয় আমাকে আদেশ দিন, আমি অন্যত্র চলে যাই। আমি দেশে দেশে ভিক্ষে ক'রে খাব তবুও এ রাজপ্রাসাদে আর থাকবো না।

[প্রস্থান

আলাউদ্দিন। আমি বুঝতে পেরেছি—আমি বুঝতে পেরেছি, আমার দুর্বলতাই প্রজাদের প্রতিবাদের ভাসা এনেছে।

ভবানন্দ। তাই যদি হয় তবে আপনাকে সেই ক্ষুব্ধ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হবে যে, বেগমসাহেবার উপর অমূলক তাদের সন্দেহ। ন্যায়দণ্ডের খাতিরে আপনিই শাহাজাদাকে দণ্ড দিয়েছেন।

আলাউদ্দিন। ঠিক বলেছ। দুর্বলতা জয় করে এখুনি তাদের আমি এই কথাই জানিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

ভবানন্দ। তুমি কি বলতে চাও?

কাফুর। প্রজারা ক্ষুব্ধ—হোসেন তাদের ইন্ধনকারী, জাঁহাপনাও আমাদের উপর সন্দিগ্ধ। ষড়যন্ত্রের কথা সবাই জ্ঞাত। এখন আমাদের সমস্যার শেষ নেই। শাহাজাদা কোন রকমে মুক্তি পেলে শাস্তি আমাদের অবশ্যম্ভাবী! সুতরাং কালবিলম্ব না ক'রে—

ভবানন্দ। ধীরে কাফুর খাঁ ধীরে। সবে মাত্র বীজ অঙ্কুরিত হ'য়েছে। ব্যস্ততায় সব পণ্ড হবে। কৌশলে সুযোগ করে নিতে হবে। এস আমার সঙ্গে।

[উভয়ের প্রস্থান

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কারাগার

খিজির খাঁর প্রবেশ

খিজির। আজব দুনিয়া। চমৎকার দিল্লীর ভাগ্য! পসিদা খিলজী বংশের অধিনায়িকা দিল্লীর মসনদের সুলতানা আজ গুজরাট মহিষী! তার প্রতাপে আজ বিক্রমকেশরী আলাউদ্দিন পর্যন্ত ত্রস্ত-শিহরিত। শাহাজাদা খিজির খাঁ, দিল্লীর ভাবী অধীশ্বর, আজ তাঁরই আদেশে কারারুদ্ধ। অথচ এমন একদিন ছিল যখন আমি·· ···না সে যেন স্বপ্ন। উঃ কি শোচনীয় পরিণাম। বিদেশিনীর ভ্রূকুটি আজ·· ····না না অসহ্য। মুক্তি চাই—মুক্তি চাই·······না না মুক্তি নিয়েই বা আমার লাভ? মুক্তি নিয়ে কি হবে আমার? তার চেয়ে এই ভাল। এই নির্মম কারাকক্ষে নিঃশেষ হ'ক আমার জীবন।

কারাকক্ষে শুইয়া কিছু পর

আবার সেই চিন্তা! মতিয়া! মতিয়া! তার সেই সুমধুর শাহাজাদা ডাক এখনও আমার কানে অহরহ বাজছে। কত ভালবাসতো সে আমায়, কত ভালবাসতুম তাকে। এখন আমার মনে হয়, আমি তার প্রতি অবিচার করেছি। না না ভুলতে চাই—তাকে আমি ভুলতে চাই।

সহসা ছদ্মবেশী মতিয়া প্রবেশ করিল। হাতে তার একটি বর্শা।

খিজির খাঁ চমকাইয়া উঠিল

কে—কে—গুপ্তঘাতক! গুপ্তঘাতক!

মতিয়া। চুপ। কথা বলবেন না। আমার সঙ্গে চলে আসুন।

খিজির। চলে যাব—কোথায় ?

মতিয়া। কারার বাইরে।

খিজির। তুমি বলছ কি প্রহরী ?

মতিয়া। কিছু পূর্বে আপনি মুক্তি চেয়েছিলেন না ? নিন, মুক্তি নিন।

খিজির। প্রহরী !

মতিয়া। কথা নয়। আগে চলে আসুন। এই উপযুক্ত অবসর।

খিজির। তোমার হেঁয়ালী আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনা।

মতিয়া। হেঁয়ালী নয় শাহাজাদা, হেঁয়ালী নয়। সময় সংক্ষেপ, চলে আসুন, বিলম্বে সর্বনাশ হবে।

খিজির। না প্রহরী, চোরের মত পালিয়ে যেতে খিজির খাঁ শেখেনি। তাছাড়া কি হবে আমার মুক্তি নিয়ে ?

মতিয়া। মুক্তি আপনার প্রয়োজন। শীঘ্র চলে আসুন। চারিদিকে প্রহরী। অনুরোধ রাখুন।

খিজির। প্রহরী ! পিতা চায়—পুত্রের বন্দীত্ব, জাতি চায়—আমার ধ্বংস। তবে তুমি কেন আমার মুক্তির জন্য এত ব্যাকুল।

মতিয়া। ব্যাকুল কেন তা বুঝবেন না। শুধু জানুন মুক্তি আপনার প্রয়োজন। আসুন—আসুন—কি ভাবছেন ? আসুন বিশ্বাস করে চলে আসুন।

খিজির। খোদা ! জানি না কি তোমার ইচ্ছা ! বেশ তাই হোক ! চল প্রহরী !

মতিয়া। দাঁড়ান—এই বোরখাটা পরে নিন। ভাবছেন কি ? কার্য-উদ্ধারে সব করতে হয়। হাতে এই বর্শাটাও রাখুন—পথে হয়ত কাজ দিতে পারে। শুনুন রাজ্যের উত্তর প্রান্তে যে ভাঙ্গা মসজিদটা আছে সেই-খানে অপেক্ষা করবেন। আমি ঠিক সময়েই আপনার সঙ্গে মিলিত হব।

খিজির। কিন্তু তোমার যদি বিপদ হয়?

মতিয়া। আমার কোন বিপদ হবে না। যান—যান, দেরী করবেন না। মনে থাকে যেন উত্তর প্রান্তে ভাঙ্গা মসজিদ।

খিজির খাঁ প্রস্থান করিলে মতিয়া কিছুপর চারিদিকে ভালভাবে দেখিয়া পলাইবার উপক্রম করিলে অর্ধ উন্মাদ আলাউদ্দিন প্রবেশ করিল। মতিয়া নিজস্থানে বসিয়া ভান করিয়া ঢুলিতে লাগিল

আলাউদ্দিন আমি সম্রাট আলাউদ্দিন! এই নিশীথ রাত্রে চোরের মত এসেছি কারাপ্রান্তে পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে।·······এই সেই অতি পরিচিত কারাগার। এই কারামধ্যে জালাউদ্দিনকে হত্যা করা হ'য়েছিল! কত শত বন্দীর রক্তে এর প্রান্তদেশ রঞ্জিত হয়ে আছে। এখনও হয়ত তাদের অতৃপ্ত আত্মাগুলো অদৃশ্যভাবে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। এই যে প্রহরী নিদ্রা যাচ্ছে। রাজ্যের সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বন্দীরাও নিদ্রার কোলে—খিজির আমার খিজির—আমার মেহেরার গচ্ছিত ধন, সেও হয়ত—

মতিয়া। কে, কে তুই। স্পর্ধা তোর তো কম নয়। এখানে কি করছিস? বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা।

আলাউদ্দিন। একি প্রহরী তুমি কথা বলতে পার? তবে যে শুনেছি, তুমি বধির—বাকশক্তিরহিত—

মতিয়া। আমি বধির বা বাকরুদ্ধ ছিলুম না। কিন্তু এই আজব দেশে এসে উজির সাহেব আর বেগমসাহেবার অমানুষিক কীর্তি দেখে আমি বধির বাকরুদ্ধ হয়েছিলুম।

আলাউদ্দিন। প্রহরী তুমি বলছো কি?

মতিয়া। আমি ঠিকই বলছি। যখন আমি জানতে পারলুম এই দেশের সম্রাট তার উজির সাহেব আর বেগমসাহেবার প্ররোচনায় স্নেহময়

পিতা হয়ে নিজ পুত্রকে কারারুদ্ধ করেছেন; যখন জানতে পারলুম, সম্রাট ঐ দুজনার প্ররোচনায় বন্দীর আহার বন্ধ করে মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছেন, আমি ভেবেছিলুম এই পাপ রাজ্যে মৌনই থেকে যাব। কিন্তু আর পারলুম না।

আলাউদ্দিন। প্রহরী! তুমিও একথা বলছ?

মতিয়া। শুধু আমি কেন? বলছে এ রাজ্যের প্রজারা। কোথায় সেই সম্রাট? তার প্রাসাদ ভেদ ক'রে প্রজাদের সমবেত কণ্ঠস্বর কি তার কানে পৌছায় না? তার প্রাসাদ কি এতই দুর্ভেদ্য—এতটুকু ছিদ্রও কি কোথাও নেই? সম্রাট নিজে এসে যদি তাঁর স্নেহের পুত্রের দুর্দশা নিজ চোখে দেখতেন, যদি দেখতেন খাদ্যাভাবে তার স্নেহের পুত্রের কি নিদারুণ অবস্থা—

আলাউদ্দিন। ওরে আর নয়—আর নয়। প্রহরী আমি তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দেব, একবার আমায় কারাগারে প্রবেশ করতে দাও।

মতিয়া। হুকুম নেই।

আলাউদ্দিন। পুরস্কার দেব—প্রচুর পুরস্কার দেব।

মতিয়া। যাও যাও, বিরক্ত কর না।

আলাউদ্দিন। আমি—আমি সম্রাট নতজানু হ'য়ে তোমার কাছে মিনতি জানাচ্ছি আমায় বাধা দিও না। আমায় বাধা দিও না।

মতিয়া। আপনি—আপনি সম্রাট! আদাব।

আলাউদ্দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই সেই পুত্রঘাতী সম্রাট।

মতিয়া। কিন্তু এই বেশে -

আলাউদ্দিন। আমি ছদ্মবেশে এসেছি।

মতিয়া। ছদ্মবেশে কেন?

আলাউদ্দিন। তুমি জান না প্রহরী এই বুকে কত জ্বালা! কি

আগুন দিবারাত্র এই বুকখানার মধ্যে জ্বলছে। আমি লুকিয়ে এসেছি—বেগম সাহেবা জানতে পারলে—

মতিয়া। চমৎকার! জান্‌তে পারলে আপনার পিতৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা দায় হবে নয়? এই যদি দিল্লীর অধীশ্বরের পরিচয় তাহ'লে ভবিষ্যতে খিলজী বংশের ধ্বংসের নিশান উড়তে 'মার বাকী নেই।

আলাউদ্দিন। ঘরে বাইরে এই দংশন আর সহ্য হয় না। দেখ, দেখ এই বুকটায় একবার হাত দিয়ে দেখ—এই বুকটায় একবার কান পেতে শোন—

মতিয়া। পুত্রের কাছে আর আপনার কি প্রয়োজন?

আলাউদ্দিন। আজ আমি সকল জাল ছিন্ন করে এসেছি। পুত্রের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।

মতিয়া। (স্বগতঃ) এতক্ষণে শাহাজাদা নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁচেছে। এই বেলা সরে পড়া দরকার। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা যান। কিন্তু সাবধান কেউ যেন জানতে না পারে। তাহ'লে নোকরী তো যাবেই উপরন্তু জানটাও যাবে।

আলাউদ্দিন কারামধ্যে প্রবেশ করিলে মতিয়া প্রস্থান করিল

আলাউদ্দিন। কি জমাট অন্ধকার! কে কোথায় আছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। খিজির! খিজির! ওরে অভিমানী পুত্র! একবার কাছে আয়। দেখ, আজ তোর পিতা সকল মায়া, সকল জাল ছিন্ন করে তোকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে। আজ তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তোকে আমি দিল্লীর মসনদে প্রতিষ্ঠা করবো। খিজির! খিজির!........ কে—কে যেন খিল খিল করে হাসছে! জালাউদ্দিন! তুমি আমায় বিদ্রুপ করছ! একি! তুমি, তুমি আমায় গ্রাস করতে চাও? হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাও? হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাও?

চিৎকার করিয়া পড়িয়া গেল

কাফুর খাঁর প্রবেশ

কাফুর। কারাগারে কে আর্তনাদ করলে—কারাগারে কে আর্তনাদ করলে ?

আলাউদ্দিন। কে—খিজির ! খিজির !

কাফুর। জাঁহাপনা আপনি !

আলাউদ্দিন। কে কাফুর খাঁ ? তুমি এসেছ এই নিশুতি রাত্রে কারাগারে খিজিরকে বধ করতে ? এগিও না—এগিও না—খবরদার এক পাও এগিও না। ঐ দেখ জালাউদ্দিন তার স্নেহের খিজিরকে পাহারা দিচ্ছে ! দেখতে পাচ্ছ—দেখতে পাচ্ছ তার জ্বলন্ত চোখ দুটো ? ঐ দেখ শত শত কবন্ধ সবাই মিলে এক সঙ্গে নৃত্য করছে। পালাও—পালাও কাফুর খাঁ—পালাও, যদি জীবনের মায়া থাকে তবে আর এক পাও এগুবে না।

[প্রস্থান

কাফুর। খিজির খাঁ ! খিজির খাঁ ! কোথায় খিজর খাঁ। প্রহরী ! কে আছিস বেগমসাহেবাকে খবর দে, বন্দী পালিয়েছে।

কমলা ও ভবানন্দের প্রবেশ

কমলা। কে—কে পালিয়েছে ?

কাফুর। খিজির খাঁ, বেগম সাহেবা।

কমলা। কি বল্লে ? তুমি থাকৃতে বন্দী কি ক'রে পালাতে সক্ষম হয়, কাফুর খাঁ ?

কাফুর। আমি—আমি—

কমলা। ইতস্ততঃ করছ কেন ? কারাগারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমারই উপর দিয়েছিলুম না ? কি চুপ করে রইলে কেন ? প্রহরীকে ডাক।

কাফুর। প্রহরীও পালিয়েছে।

কমলা। কি প্রহরীও পালিয়েছে? ভবানন্দ! তুমিই না বহু অনুসন্ধান ক'রে বিশ্বস্ত প্রহরী নিযুক্ত ক'রেছিলে? প্রথমেই তাকে দেখে আমার সন্দেহ হ'য়েছিল। তুমিই তখন বোবা বধির আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলে। এখন আমার মন বলছে কে সেই ছদ্মবেশী প্রহরী।

ভবানন্দ। কে?

কমলা। আমার অনুমান মতিয়া।

ভবানন্দ। মতিয়া!

কমলা। হ্যাঁ, তাকে দেখে তাই সন্দেহ হ'য়েছিল। কিন্তু তোমার দৃঢ়তাই আমাকে বিভ্রান্ত ক'রেছিল।

ভবানন্দ। বেগমসাহেবা! একথা এখনও আমি দৃঢভাবে বলতে পারি যে, আমি বৃদ্ধ হলেও দৃষ্টিশক্তি এখনও আমার লোপ পায় নি। কাফুর খাঁ! তুমি যখন কারামধ্যে এসেছিলে তখন কি কারাদ্বার বন্ধ ছিল?

কাফুর। না উজির সাহেব! এসে দেখি কারাদ্বার উন্মুক্ত—আর জাঁহাপনা উন্মাদের মত চিৎকার করছে।

ভবানন্দ। দেখছেন বেগমসাহেবা?

কমলা। তোমার কি ধারণা যে জাঁহাপনা শাহাজাদাকে মুক্তি দিয়েছেন?

ভবানন্দ। নিশ্চয়ই। আমার অনুমান জাঁহাপনা উৎকোচে প্রহরাকে বশীভূত করে এই নিশুতি রাত্রে শাহাজাদাকে মুক্তি দিয়েছেন।

কমলা। ওঃ! এতদিনে সব প্রচেষ্টা বুঝি ব্যর্থ হ'য়ে গেল। এখন আমি কি করি?

ভবানন্দ। ধৈর্য্যচ্যুত না হয়ে এখন উপায় স্থির করতে হবে।

কমলা। কি উপায় আর স্থির করবে ভবানন্দ। এখন সর্ব উপায়ের বাইরে হয়ে গেছে। একবার যখন সে মুক্তি পেয়েছে—তখন আর আমাদের

কারর পরিত্রাণ নেই। দেশবাসীর কাছে এখন সে পূর্ণ সহানুভূতি পাবে জাঁহাপনাও নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

ভবানন্দ। চলুন জাঁহাপনার কাছে। আমার অনুমান তিনিই শাহাজাদাকে মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে শাহাজাদার শাস্তির হুকুমনামা পুনরায় স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে। এবার আর শত্রুর শেষ রাখা চলবে না।

কমলা। জাঁহাপনা আর সে ভুল করবেন না। শাহাজাদার শাস্তির হুকুমনামায় আর তিনি কিছুতেই স্বাক্ষর করবেন না।

ভবানন্দ। রাজী তাঁকে করাতেই হবে। আমি চল্লুম শাহাজাদার ছিন্নশিরের হুকুমনামার খসড়া তৈরী করতে।

[প্রস্থান

কমলা। উ, কাফুর খাঁ! তুমি করলে কি? আর কোন উপায় নেই—কোন উপায় নেই।

উন্মত্তবৎ আলাউদ্দিনের প্রবেশ

আলাউদ্দিন। কমলা! কমলা! শীঘ্র পালিয়ে এস। শীঘ্র পালিয়ে এস।

কমলা। জাঁহাপনা।

আলাউদ্দিন। কথা নয়, পালিয়ে এস। শুনতে পাচ্ছ—শুনতে পাচ্ছ কারামধ্যে কাদের ভীতিকর অট্টহাস্য! দেখতে পাচ্ছ শত শত মৃত কঙ্কাল গুলো সজীব হ'য়ে কেমন জুড়ে দিয়েছে তাণ্ডব নর্তন। দেখতে পাচ্ছ আলাউদ্দিনের অতৃপ্ত আত্মা প্রেতের আকার ধরে পাহারা দিচ্ছে কারার প্রান্তদেশ! পালিয়ে এস, পালিয়ে এস।

কমলা। দাঁড়ান জাঁহাপনা!

আলাউদ্দিন। না না, আমি দাঁড়াতে পারবো না। এখুনি ঐ অশরীরী

আত্মাগুলো ছুটে এসে আমার গলা টিপে ধরবে। আমি পালাই—আমি পালাই। পাবতো খিজিরকে রক্ষা কর।

কমলা। জাহাপনা! এ অভিনয়ের কি প্রয়োজন ছিল?

আলাউদ্দিন। কিসের অভিনয়?

কমলা। বিচারে যাকে দণ্ড দিয়েছিলেন তাকে নিশুতি রাত্রে গোপনে এসে ন্যায় দণ্ডের অমর্যাদা করে মুক্তি দিয়েছেন কেন?

আলাউদ্দিন। কি—কি বল্লে খিজির মুক্তি পেয়েছে?

কমলা। তাতো আপনার অজ্ঞাত নয়।

আলাউদ্দিন। খিজির মুক্তি পেয়েছে। ওরে আমার খিজির মুক্তি পেয়েছে। আনন্দে আমার বুকখানা ফেটে চৌচির হ'য়ে যাচ্ছে। আমি জানি—আমি জানি কে তাকে মুক্তি দিয়েছে।

কমলা। কে কে তাকে মুক্তি দিয়েছে?

আলাউদ্দিন। মুক্তি দিয়েছে মৃত জালাউদ্দিন। মুক্তি দিয়েছে, অকালে চলে যাওয়া শত সহস্র বন্দীর দল। মুক্তি দিয়েছে, খোদার দরবারে সমস্ত দেশবাসীর আরজ।

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। একি শুনছি সম্রাট আপনি নাকি শাহাজাদাকে মুক্তি দিয়েছেন?

আলাউদ্দিন। কে উজির সাহেব! এসেছ—কি বল্লে খিজিরকে আমি মুক্তি দিয়েছি? না না, বিশ্বাস কর? মুক্তি আমি দিইনি। তবে তার মুক্তির জন্যে অহোরাত্র খোদার দরবারে মিনতি জানিয়েছি। কাতর কণ্ঠে দিবারাত্র খোদাকে বলেছি, খোদা! মেহেরবাণ! তুমি আমার খিজিরকে মুক্তি দাও। আমার খিজিরকে মুক্তি দাও। *

ভবানন্দ। উল্লাস দিয়ে সত্যকে ঢাকবার চেষ্টা করবেন না, জাঁহাপনা? রাজ্যের আবালবৃদ্ধ প্রজারা সমস্বরে কি বলছে জানেন?

আলাউদ্দিন। কি—কি বলছে তারা?

ভবানন্দ। বলছে, যাকে আমরা আল্লার দূত বলে স্বীকার করেছি, যাঁর রাজ্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত: তাঁর একি বিচার বৈষম্য। একি বিচারের প্রকার ভেদ!

আলাউদ্দিন। কমলা! কমলা! এরা কেউ বুঝবে না।

কমলা। ছিঃ ছিঃ জাঁহাপনা। মৃত্যুর আহ্বান আপনার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—দেহের উপর পড়েছে তার সুস্পষ্ট ছাপ। আর আপনি—

আলাউদ্দিন। আমাকে বিশ্বাস কর— আমাকে বিশ্বাস কর, কমলা।

কমলা। জাঁহাপনা! আজীবন ন্যায়ের পূজা করে এসেছেন। আর আজ আপনি কবর প্রান্তে....জীবনের শেষ মুহূর্তে এ কোন দুর্বল ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ন্যায় দণ্ডের অমর্যাদা করলেন?

আলাউদ্দিন। কমলা। কমলা।

ভবানন্দ। চমৎকার আপনার রাজনীতি জাঁহাপনা! ওরে দীন নিরীহ দিল্লীর কাঙালের দল—তোরা কেবল কাঁদ; উচ্চৈঃস্বরে কাঁদ। বিচার শুধু তোদের জন্যে—দণ্ড শুধু তোদের জন্যে।

কমলা। জাঁহাপনা! এ অগৌরব অসহ্য! না না দেশের সম্মুখে, ধর্মের সম্মুখে, জীবনের শেষ দিনে, আপনাকে আমি বিশ্বাসঘাতক সাজতে দেব না।

আলাউদ্দিন। কিন্তু আমি কি করি? আমি যে তাকে মুক্তি দিইনি।

কমলা। মুক্তি যদি না দিয়েছেন তবে অপরাধীর দণ্ডবিধান করুন।

আলাউদ্দিন। কিন্তু সে যে হাতের বাইরে।

কমলা। যেখানেই থাক সে, তাকে ধরে আনতেই হবে। অবাধ্য সন্তান সে; পিতার অধিকার নিয়ে, দিল্লীর মসনদের অধিকার নিয়ে তাকে শাস্তি দিন।

ভবানন্দ। আমাদেরও তাই মত!

আলাউদ্দিন। আবার দণ্ড। না না, আমি পারবো না। একবার তাকে শাস্তি দিয়ে বুকের মাঝে একটা পাহাড় প্রতিষ্ঠা করেছিলুম তাকে শাস্তি দিয়ে আল্লার দুয়ারে দিবারাত্র আর্তস্বরে প্রার্থনা করেছি। আর তাকে শাস্তি দিতে পারবো না। সে যে আমার মেহেরার গচ্ছিত রত্ন।

ভবানন্দ। বাঃ চমৎকার। যে পুত্র, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে অর্ধেকের উপর সৈন্য দেবগিরি রণক্ষেত্রে চিরকালের মত রেখে এল—

কাফুর। যে পুত্রের জন্য কত রমণী হ'ল—স্বামীহারা, কত মাতা হ'ল—পুত্রহারা, কত সুখের সংসার হ'ল—ছারখার।

ভবানন্দ। যে পুত্র দিল্লীর রাজশক্তিকে খর্ব করে চিরশত্রু মারাঠাদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করলো; পরিণাম যার ভবিষ্যতে আনবে দিল্লীর ধ্বংস—নিরীহ প্রজাপুঞ্জের পীড়ন, এমন কি আপনার কারাদণ্ড—

আলাউদ্দিন। কমলা। কমলা! এরা আমায় উন্মাদ করে দেবে। তুমি আমায় বাঁচাও কমলা—তুমি আমায় বাঁচাও।

কমলা। না—না, আপনার এই কলঙ্ক আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। ভবানন্দ, আমার লিখিত দণ্ডাজ্ঞা নিয়ে এস।

ভবানন্দ। দণ্ডাজ্ঞা আমি সঙ্গে করেই এনেছি।

আলাউদ্দিন। লিখিত দণ্ডাজ্ঞা—

কমলা। হ্যাঁ জাঁহাপনা। শাহাজাদার পলায়ন সংবাদ পেয়ে পাছে আপনাকে প্রজাদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়তাই আপনার সম্মান রক্ষার জন্যে এই দণ্ডাজ্ঞা লিখে রেখেছি। দিন—সই করে দিন।

আলাউদ্দিন। দেখি—দেখি কি লেখা আছে?

কমলা। শাসনের ছলে অবাধ্য সন্তানের বন্ধনের হুকুমনামা মাত্র। এ দেখবার এত উৎকণ্ঠা কেন?

আলাউদ্দিন। কিন্তু—

কমলা। আর প্রশ্ন করবেন না। স্বাক্ষর করুন জাঁহাপনা। স্বাক্ষর করে এই কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই পান—আমার অন্তর্দাহ নির্বাপিত করুন।

আলাউদ্দিন স্বাক্ষর করিল

ভবানন্দ! কাফুর খাঁ! এই নাও হুকুমনামা। দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে, বাছাবাছা সহস্রাধিক ফৌজ নিয়ে, এই মুহূর্তে শাহাজাদার পশ্চাদ্ধাবন কর।

[কাফুর ও ভবানন্দের প্রস্থান

আলাউদ্দিন। কমলা! আমার কিছু ভাল লাগছে না। প্রাণটা কেবলই কেঁদে কেঁদে উঠছে। চারিদিকে যেন অমঙ্গলের ছাপ দেখতে পাচ্ছি। আমি স্থির থাকতে পাচ্ছিনা। না—না, এ আমারই দুর্বলতা—আমি সম্রাট—দেশের মালিক। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে রাজধর্মের অমর্যাদা করা হয়, নয় কমলা?

কমলা। বাঈজীদের ডাক্‌বো জাঁহাপনা?

আলাউদ্দিন। কেন, কেন আজ তোমার এত উল্লাস?

কমলা। কেন? হাঃ-হাঃ-হাঃ ও আদেশনামায় লেখা আছে, খিজিরের ছিন্নশির।

[প্রস্থান

আলাউদ্দিন। ছিন্নশির! ছিন্নশির!

রক্তাক্ত কলেবরে হোসেনের প্রবেশ

হোসেন। কি করলেন বাপীজান—কি করলেন?

আলাউদ্দিন। কি করলুম! কি করলুম—একি হোসেন! কে—কে তোর এই দশা করলে?

হোসেন। শুনতে পেলাম আপনি নাকি দাদার ছিন্নশিরের আদেশ

দিয়েছেন। রাস্তায় দেখলুম দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে কাফুর খাঁ, পশ্চাতে ভবানন্দ সঙ্গে সহস্রাধিক ফৌজ। আমি আর থাকতে পারলুম না। ছুটে গিয়ে বাধা দি। নিরস্ত্র আমি, কাফুর খাঁ—কাফুর খাঁ আমাকে বার বার অস্ত্রাঘাত করে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। ওঃ, আমি পারলুম না—বাপীজান, দাদাকে রক্ষা করতে পারলুম না।

আলাউদ্দিন। হোসেন! হোসেন।

হোসেন। ঐ যে মা আমায় ডাকছে। দাদা পারলুম না তোকে রক্ষা করতে। মা। মা! আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

আলাউদ্দিন। হোসেন। হোসেন। কে—কে, মেহেরা—মেহেরা এসেছ? ওকি আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হানছো? আমাকে ধ্বংস করবে? আমাকে তুমি ধ্বংস করবে? তোমার গচ্ছিত রত্নদের নিজ হাতে হত্যা করলুম। ওকি। কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছ। না - না, তুমি যেও না—তুমি যেও না। মেহেরা। ওঃ আমি—আমি।

গীতকণ্ঠে জগাপাগলার প্রবেশ

জগাপাগলা। **গীত**

কি যে ক'রেছিস ইতিহাস তার হিসাব রহিবে লিখা
কত যে ভাঙ্গিলি সোনার প্রতিমা, নিভালি কত না শিখা।
কত যে প্রাণের হাহাকার ভরা অশ্রু ঝরালি ধুলাতে।
কত যে হৃদয় ছিঁড়ি দিলি তুই আপনারে শুধু ভুলাতে।
মানুষের দেশে জাগালি কত যে শ্মশানের বিভীষিকা॥

আলাউদ্দিন। ওরে আর নয় —আর নয়—

জগাপাগলা। **পূর্ব-গীতাংশ**

চেয়ে দেখ ওরে কালো মেঘে মেঘে মহাকাল হা'হা হাসে।
যে আগুনে তুই জ্বালালি নিজেই সে আগুন ছুটে আসে॥

তোর শিরে আজ আশীষ ঢালিতে নাই নাই কেহ নাই
সবার প্রাণের অভিশাপে তুই জ্বলে পুড়ে হবি ছাই ;
কাণ পেতে শোন বজ্র হাকিছে পড়িতেছে যবনিকা।

[প্রস্থান

আলাউদ্দিন। আমি আর পারি না—আমি আর পারি না। আমি মৃত্যু চাই—মৃত্যু চাই—

পাগলের প্রবেশ

পাগল। মৃত্যু চাও? মৃত্যু চাও? আমি দিতে পারি, আমি দিতে পারি

আলাউদ্দিন। পার পার। দাও দাও, আমাকে মৃত্যু দাও। আমি আর সহ্য করতে পারি না।

পাগল। হাঃ হাঃ-হাঃ। ওগো শুনছো- ওগো শুনছো-

আলাউদ্দিন। কে- কে তুমি? তুমি—তুমি—

পাগল। চিন্‌তে পারছ শয়তান? মনে পড়ে সেই শ্রাবণের রাত?

আলাউদ্দিন। কৈ না—না—

পাগল। মনে পড়ে না? শ্রাবণের ঘন মেঘ দিগন্তে তখন করছিল খেলা। ঝুম ঝুম বরিষায় সমগ্র ধরা ছিল আপ্লুত। সিক্ত বায়ু বিগত গ্রীষ্মের প্রখরতাকে করেছিল শীতল। মেঘাচ্ছন্ন জ্যোৎস্নার লহরীতে মথিত ছিল সমগ্র ধরা। চারিদিকে আনন্দের লহরী যাচ্ছিল বয়ে। এমন সময় তোমারই আদেশে দুজন আমার দরজা ভেঙে ঘরে করলো প্রবেশ। আমার সুখ বেষ্টন থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিল আমার স্ত্রীকে····না না, তোমায় ক্ষমা করা হবে না। তোমায় ক্ষমা করা হবে না।

আলাউদ্দিন। আমি ক্ষমা চাই না—আমি ক্ষমা চাই না। আমাকে মি মৃত্যু দাও! আমাকে তুমি মৃত্যু দাও।

পাগল। এত শীঘ্র? হাঃ-হাঃ-হাঃ। মৃত্যু তোমাকে আমিই দেব। তবে এত শীঘ্র নয়। তার আগে এই দেখ—এই দেখ—

কাপড়ের গেঁটগুলি দেখাইতে লাগিল

আলাউদ্দিন। কি—কি আছে ওতে!

পাগল। সারা রণস্থল পাতি পাতি ক'রে অনুসন্ধান করে অতি যত্নে বেঁধে এনেছি তোমায় দেব বলে। এই নাও হাহাকার, আর্তনাদ, অভিশাপ।

পাগল এক একটি গেঁট খুলিয়া আলাউদ্দিনের দিকে ছুড়িতে লাগিল। আলাউদ্দিন বিভীষিকা দেখিতে লাগিল।

পাগল উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল

আলাউদ্দিন। ওরে আর নয়—আর নয়।

পাগল। এই দেখ—এটা কি আছে জান? বলবো না—এটাও দেব—তবে এখন নয়—নাটকের শেষে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান

আলাউদ্দিন। দংশন! দংশন! না- না আমি পালাই- আমি পালাই।

[প্রস্থান

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

খিজির ও মতিয়ার প্রবেশ

খিজির। কথায় কথায় তোমার পরিচয় নিতে ভুলেই গেছি। কি নাম তোমার? আর কেনই বা তুমি আমার জন্যে এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করছ?

মতিয়া। মানুষের দুঃখে সহানুভূতি দেখান কি মানুষের ধর্ম নয়?

খিজির। তা বটে। তোমার বাড়ী কোথায়?

মতিয়া। জানি না।

খিজির। জান না?

মতিয়া। না, কি করে জানবো? ছেলেবেলায় আমার মা-বাপ দুই মারা যায়। সেই থেকে আমি এক পাহাড়ার ঘরে মানুষ। কাজেই আমি আসলে কি জাত—কোথায় বাড়ী কিছুই জানি না। আর জানবার চেষ্টাও কোনদিন করিনি।

খিজির। যাক্—কিন্তু নাম না বল্লে কি বলে তোমায় ডাকবো?

মতিয়া। কি বলে ডাকলে খুসী হন?

খিজির। তুমি যাতে আনন্দ পাবে।

মতিয়া। আমরা জংলী—পাহাড়ী ছোটজাত। নিজের খুসীর চেয়ে পরকে খুসী করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করি। আপনি যাতে সুখী হন তাই বলেই ডাকবেন।

খিজির। তা হলেও তোমার তো একটা নাম আছে।

মতিয়া। আমাদের আবার নাম। না আছে রাখবার ছিরি না আছে তার মানে। তার চেয়ে আপনিই একটা নাম রাখুন।

খিজির। আমার রাখা নাম যদি তোমার পছন্দ না হয়।

মতিয়া। আপনার রাখা নাম আমার পছন্দ হবে না?

খিজির। হাঃ হাঃ হাঃ! বেশ তবে তাই হোক। কিন্তু কি নাম রাখি। শোন তোমাকে আমি 'দোস্ত' বলেই ডাকবো।

মতিয়া। শুধু দোস্ত।

খিজির। বিপদে জীবনপণ করেছ—এর চেয়ে আর বড় নাম দুনিয়ায় কি থাকতে পারে ভাই।

মতিয়া। বেশ তবে তাই হোক শাহাজাদা।

খিজির। শাহাজাদা! দিল্লীর শাহাজাদা কখনও ভিখারীর মত পথে পথে ঘুরে বেড়ায়? কি হলো?

মতিয়া। না কিছু না। হাটতে খুব কষ্ট হচ্ছে? একটু বিশ্রাম করবেন?

খিজির। বিশ্রাম! এই সংসারে বিশ্রাম আমার নেই দোস্ত! অনন্ত বিশ্রাম ছাড়া এ দেহে আর বিশ্রাম মিলবে না। সামনে মৃত্যু— পিছনে মৃত্যু!

মতিয়া। কাল থেকে আপনি অভুক্ত। অথচ—

খিজির। তুমি কি অদ্ভুত দোস্ত। অনাহারে তোমারও কথা সরছে না—আর আমার জন্যে এত ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছ?

মতিয়া। আমি নিজের জন্যে মোটেই ভাবি না। দুঃখের মধ্যেই আমাদের জন্ম। কিন্তু আপনি এত কষ্ট সহ্য করতে পারবেন কেন?— কি দেখছেন?

খিজির। দেখছি যোজন বিস্তৃত ময়দান—দিগন্তব্যাপী পর্বতশ্রেণী— জল নেই— ছায়া নেই—শেষ নেই—।

মতিয়া। (স্বগত) খোদা। মেহেরবান! এ পথের শেষ কর! (প্রকাশ্যে) চলুন শাহাজাদা।

খিজির। এ কোন অনির্দিষ্ট পথে আমাকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, দোস্ত?

মতিয়া। পৃথিবীর শেষ থাকলে পথেরও শেষ আছে। থামলেন কেন চলুন।

খিজির। ও দিকে কিসের ধোঁয়া উঠছে না? কোথাও কি আগুন লেগেছে?

মতিয়া। না গরুর পাল গৃহে ফিরে যাচ্ছে।

খিজির। চমৎকার! দোস্ত। সবাই চলেছে। কত পাবে—কত দেবে! সবাই আনন্দে বিভোর। আমিও তো ছিলুম গৃহে! এই আনন্দ—এই সুখ ছিল আমারও। কে আমায় করলো গৃহহারা (সহসা উত্তেজিত হইয়া) তুমি—তুমি আমায় গৃহছাড়া করেছ। তোমাকে আমি হত্যা করবো—তোমাকে আমি হত্যা করবো।

মতিয়া। তাই করুন—তাই করুন। আপনি আমায় হত্যা করুন। আপনার এই অনাহারক্লিষ্ট দেহ আমি আর দেখতে পাচ্ছি না—সহ্য করতে পাচ্ছি না।

খিজির। না না দোস্ত, তোমাকে আমি হত্যা করতে পারিনা। তুমি যে আমার জন্যে জীবনপণ ক'রেছ। আমাকে তুমি ক্ষমা কর, দোস্ত।

মতিয়া। আমাকে অপরাধী করবেন না।

খিজির। আমি জানি এমনি ধারাই একটা উত্তর আসবে। চল।

মতিয়া। চলুন—কি আবার দাঁড়ালেন কেন?

খিজির। ওদিকে কিসের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে দোস্ত?

মতিয়া। ওটা একটা শ্মশান।

খিজির। হে মহাশ্মশান! তোমার শান্তির কোলে আশ্রয় পেয়ে

কত হতভাগ্য হ'ল ভাগ্যবান! কত সুখনিদ্রায় মগ্ন তারা! তবে আমি কি অপরাধ করেছি, আমি কি অপরাধ করেছি!

মতিয়া। কোথায় চলেছেন? আপনি কি উন্মাদ হ'য়েছেন?

খিজির। বল—বল দোস্ত আমি কি অপরাধ করেছি। বুঝেছি—আমি মুসলমান বলে ঘৃণা করছ। হে শ্মশান! তুমি কি শুধু হিন্দুদের শান্তির কেন্দ্র! কিন্তু তোমার কাছে—এ জাত বিচার কেন? কেন তোমার এই পক্ষপাতিত্ব?

মতিয়া। চলুন সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে। আসুন রাত কাটানোর মত একটু নিরাপদ স্থান খুঁজে বার করতে হবে।

খিজির। নিরাপদ স্থান? এই জঙ্গলে—হাঃ হাঃ হাঃ, বেশ চল।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

দেবগিরির জঙ্গল

শঙ্করদেব ও রাঘবরায়ের প্রবেশ

শঙ্কর। সারাদিন গেল, সন্ধ্যে হ'য়ে এল। সারা জঙ্গল তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান করা হোল। কিন্তু কৈ কোথাও তো শাহাজাদার সন্ধান পাওয়া গেল না।

রাঘব। তাইতো—

শঙ্কর। পত্র অনুযায়ী এই তো নির্দিষ্ট স্থান।

রাঘব। হ্যাঁ যুবরাজ। তবে কি শাহাজাদা আবার বন্দী হোল?

শঙ্কর। কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। এখন আমাদের কি করা উচিত।

রাঘব। আসুন আর একবার এই দিকটা সন্ধান করা যাক।

শঙ্কর। কিন্তু সন্ধ্যে হতে আর যে দেরী নেই। আবার এই গভীর জঙ্গলে ঢুকলে বেরিয়ে আসা দুষ্কর হ'য়ে উঠবে। তার চেয়ে চল ঐ শবর পল্লীতে আজ থাকা যাক্। কাল ভোরেই আবার অনুসন্ধান করা যাবে।

রাঘব। তার চেয়ে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়।

শঙ্কর। কোথায় রাজপ্রাসাদে ? তা হয় ন। শাহাজাদাকে সঙ্গে না করে ফিরে যাওয়া চলবে না।

রাঘব। ঐ যে কে একজন এই দিকেই আসছে না ?

পাগলের প্রবেশ

পাগল। ওরে পাগল মন ছুটে চল—ছুটে চল উন্মাদ নর্তনে। ওগো শুনছো—আমি চলেছি ধূমকেতুর মত একটানা ছুটে চলেছি। হাঃ হাঃ হাঃ !

শঙ্কর। কে তুমি ?

পাগল। আমাকে বলছো ? আমার পরিচয় দিতে গেলে একটা মহাভারত হ'য়ে যাবে। তবে আমি তোমাদেরই মত বিধাতার সৃষ্টি।

শঙ্কর। এই অসময়ে গভীর জঙ্গলে—

পাগল। আমার আবার সময় অসময়। গভীর জঙ্গলে ? হাঃ-হাঃ-হাঃ ! এই গোটা পৃথিবীটাইতো একটা জঙ্গল। এখানে কি মানুষ থাকে ?

রাঘব। তুমি আসছ কোথা থেকে ?

পাগল। এখন আমি আসছি দিল্লী থেকে। কিন্তু যাব কোথায় কোন ঠিক নাই। দু'চোখ যেদিকে নিয়ে যাবে সেইদিকেই যাব !

শঙ্কর। তুমি দিল্লীর শাহাজাদাকে চেন ?

পাগল। চিনি না আবার ? ওঃ বেচারার কি অদৃষ্ট! যদিও বা কারাগার থেকে কোন রকমে পালিয়ে এল—তবুও কি রেহাই আছে ? বেগমসাহেবা অমনি তার ছিন্নশিরের দণ্ডাজ্ঞা জারী করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কাফুর খাঁ আর ভবানন্দ সঙ্গে নিয়ে এক বিরাট বাহিনী ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। আর হোসেন বেচারা প্রাণ দিল।

রাঘব। হোসেন।

পাগল। চেন না ? ঐ যে ছোট শাহাজাদা। ভারী বোকা—একে শিশু—তাতে আবার নিরস্ত্র অবস্থায় গেল বাধা দিতে। বেচারী ধোপে টিকলো না।

শঙ্কর। শিশু হত্যা! ভবানন্দ, কাফুর খাঁ কোথায় বলতে পার ?

পাগল। তাদের তো এই মাত্র দেখে আসছি।

রাঘব। শাহাজাদাকে দেখনি ?

পাগল। কেন তাকে তোমাদের কি দরকার ? তার মাথাটা কি তোমাদেরও চাই।

রাঘব। এটা একটা উন্মাদ, যুবরাজ

পাগল। উন্মাদ! হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওগো শুনছো— আমি উন্মাদ।

শঙ্কর। অপরাধ নিওনা বন্ধু! যদি জান, বল শাহাজাদা কোথায় ?

পাগল। আচ্ছা তোমরা সব কি বলতো ? তার মাথাটার উপর তোমাদের সকলের প্রখর দৃষ্টি কেন ? দিল্লীর বেগমের কাছে পুরস্কৃত হবে বুঝি ?

শঙ্কর। না বন্ধু! আমরা তাকে এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে এসেছি। আমি মহারাষ্ট্রের যুবরাজ।

পাগল। ওঃ উপকারের প্রত্যুপকার দিতে এসেছ বুঝি ? কিন্তু তোমরা তো তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

শঙ্কর। কেন ? কেন ?

পাগল। পারবে না—কিছুতেই পারবে না। হোসেন গেছে—সম্রাট যাবার পথে—শাহাজাদাও যাবে। সতী নারীর অভিশাপ! পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

[দ্রুত প্রস্থান

শঙ্কর। শোন—শোন। সেনাপতি! এই উন্মাদকে ছাড়া চলবে না! ওর কাছ থেকেই সব খবর পাওয়া যাবে। এস।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

দেবগিরি জঙ্গল

খিজির খাঁ ও মতিয়ার প্রবেশ

খিজির। আমাকে একলা ফেলে এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলে, দোস্ত?

মতিয়া। নিজের কাজ হাসিল করতে শাহাজাদা।

খিজির। আবার শাহাজাদা? না না, তুমি আমাকে যখন তখন শাহাজাদা ব'লে ডেক না। বলা যায় না, কোথায় কোন গুপ্তচর ওৎ পেতে বসে আছে।

মতিয়া। সে ভয় আর আমি করি না শাহাজাদা। এখন আমরা দিল্লীশ্বরের এলাকার বাইরে।

খিজির। আমরা এখন কোথায় দোস্ত?

মতিয়া। দেবগিরি জঙ্গলে।

খিজির। দে-ব-গি-রি! এখানে আমায় কেন নিয়ে এলে দোস্ত?

এখানে কেন নিয়ে এলে? এই দেবগিরি আমার জীবনে মূর্তিমান অভিশাপ। এই দেবগিরিই আমার জীবনে এনেছে বিষাদ।

মতিয়া। বিষাদ!

খিজির। হ্যাঁ দোস্ত। সে ঘটনা অতি পুরাতন তবু মনে হয় সেদিনের কথা। এই দেবগিরি অভিযান দুর্বার মত আমার জীবনে হ'ল উদয়। আর এই দেবগিরিই আমার জীবনকে ক'রে দিল মরুভূমি।

মতিয়া। এই দেবগিরিতে কি এমন স্মৃতি লুকিয়ে আছে যা স্মরণ করে আজও আপনার হৃদয় ব্যথায় ভরে ওঠে।

খিজির। সে ব্যথা ভোলা যায় না দোস্ত। কি হ'ল, কেন হ'ল কিছুই বোঝা গেল না। অথচ সে আমাকে প্রাণভরে ভালবেসেছিল— তার বল্‌তে যা কিছু সমস্ত নিঃশেষে আমায় দান করেছিল।

মতিয়া। আপনি যার কথা বলছেন, সে এখন কোথায়?

খিজির। সুদূর ইরাণ থেকে কালের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছিল আমার হৃদয়ের কূলে; আবার ভাসতে ভাসতে মিশে গেল……না না, আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি—আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

মতিয়া। তাড়িয়ে দিয়েছেন?

খিজির আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছিল, তাই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে তাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।

মতিয়া। বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল?

খিজির। পানীয়তে বিষ মিশিয়ে আমার মুখে তুলে দিতে গিয়েছিল।

মতিয়া। এ আমি বিশ্বাস করি না। যে আপনাকে হৃদয় ভরে ভালবেসেছিল—সে কখনই এমন কাজ করতে পারে না।

খিজির। এখন আমি তাই ভাবি দোস্ত। এখন ভাবি এর মূলে ছিল ভবানন্দ আর কাফুর খাঁর ষড়যন্ত্র। কত আশা ছিল তার। আমি

বসবো দিল্লীর মসনদে। আমার শাসনে হিন্দু-মুসলমান সমবেতভাবে সমান অধিকার নিয়ে পাশাপাশি বাস করবে। সে চলে গেল। কল্পনা তার কল্পনাই রয়ে গেল।

মতিয়া। তার আশা আমিই পূরণ করবো শাহাজাদা।

খিজির। তুমি? হাঃ হাঃ হাঃ!

মতিয়া। হাসলেন কেন?

খিজির। দোস্ত! শিশুর দল দাদির চারিদিকে ভীড ক'রে বসে কেমন অবাস্তব গল্প শোনে।

মতিয়া। না না শাহাজাদা, এ গল্প নয়—কল্পনা নয়। আপনি জানেন কি কেন আমি আপনাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছি? ষড়যন্ত্রের হাত থেকে দিল্লী রাজ্য পুনরুদ্ধার করবার জন্যে।

খিজির। দোস্ত! আমার জন্যে তোমার এত অনুকম্পা কেন? তুমি আমার কে?

মতিয়া। আমি—আমি আপনার সব।

খিজির। না না, অমন সবনেশে কথা তুমি বল না দোস্ত। সেও একদিন বলেছিল আমি তোমার সব। আকাশে তখন চাঁদ উঠেছিল—আনন্দে আমি আত্মহারা হয়েছিলুম। বহুদিনের মনের রুদ্ধ আবেগ সেই রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে বার বার বলে উঠেছিল, তুমি আমার—তুমি আমার। কে তখন বুঝেছিল দোস্ত, এই হাসির অন্তরালে রয়েছে বিষাদ।

মতিয়া। শাহাজাদা! বিচ্ছেদের পর মিলন হয় সুখের। আমি জানি, আমার মন বলছে সে আবার ফিরে আসবে। আর যদি সে নাও আসে আমি আপনাকে মারাঠারাজের কাছে নিয়ে যাব। তাঁর সাহায্যে ঐ সব শয়তানদের হাত থেকে, আবার দিল্লী উদ্ধার করবো

খিজির। দোস্ত। কি প্রয়োজন আর দিল্লীর মসনদে। রাজদ্রোহিতার অখ্যাতিতে আমি আজ বিশ্বের কাছে অপরাধী।

মতিয়া　ভুল শাহাজাদা। কমলাদেবী, ভবানন্দ আর কাফুর খাঁ এই তিন জনে ষড়যন্ত্র ক'রে আপনাকে এই অপবাদ দিয়েছে।

খিজির। তুমি কি করে জানলে?

মতিয়া। সম্রাট যখন কারাগারে আপনাকে মুক্তি দিতে আসেন তখনই উন্মত্ততার বশে আমায় বলেছিলেন।

খিজির। কি বললে? পিতা আমায় মুক্তি দিতে এসেছিলেন?

মতিয়া। হ্যাঁ শাহাজাদা। তার পূর্বেই আপনি কারাগার ত্যাগ করেছেন। শাহাজাদা। সম্রাট এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। তাই বলি শাহাজাদা আপনি মারাঠাদের সাহায্যে দিল্লী আক্রমণ করুন। ভেবে দেখুন শাহাজাদা আপনার এই পলায়নই হয়ত আনবে আপনার পিতার বন্দীত্ব।

খিজির। কি শয়তানরা আমার পিতাকে বন্দী করবে? দোস্ত। বল বল, মারাঠারাজ কি আমায় সাহায্য করবে?

মতিয়া। আমি এখানে এসেই মারাঠারাজকে আপনার বিপদের কথা জানিয়েছি। তিনি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাকে তিনি সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। এতক্ষণ হয়ত আপনার অন্বেষণে সারা জঙ্গল তারা তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। কি দেখছেন?

খিজির। দেখছি যেন সেই মুখ! সেই প্রতিচ্ছবি! তোমার প্রতি কটাক্ষ নির্দেশ করছে আমার বিগত দিনের মধুর স্মৃতি। তোমার বদন ইঙ্গিত করছে অতীতের সেই মিলিয়ে যাওয়া হাসি। বল বল দোস্ত, কে তুমি ছদ্মবেশে? কে তুমি ছদ্মবেশে?

জগাপাগলা। (নেপথ্যে)　**গীত**

জীবনের সুখ তারা গো
কেমনে তোমারে ভুলে যাই।

দোস্ত! দোস্ত! এই নির্জন পর্বত সঙ্কুল অরণ্যের মাঝে কোথা থেকে ভেসে আসে গানের ঝঙ্কারে অন্তরের ভাষা। ডাক—ডাক দোস্ত।

মতিয়া। এই যে এই দিকেই আসছে।

জগাপাগলা। গীতকণ্ঠে জগাপাগলার প্রবেশ

জীবনের সুখ তারা গো
কেমনে তোমারে ভুলে যাই।
হৃদয় তোমাতে হারালো
তুলনা তোমার কিছু নাই॥

হারাণ দিনের কথা গান
অশ্রু বেদনা অভিমান,
যে ছবি আঁকিয়া গেলে তার
মধুর পরশ আজিও পাই॥

জানি তুমি আসিবেনা আর
শেষ হ'য়ে গেছে লেনা দেনা
আঁধার ঘরেতে আর বার
দীপ শিখা কেহ জ্বালিবে না॥

তবু আমি স্মরণের তীরে
তোমার প্রতিমাখানি ঘিরে
মিলনের সুরে সাধা বাঁশি
আজ প্রিয়া তোমারে শোনাই॥

খিজির। দোস্ত! দোস্ত!

কাশিতে কাশিতে বুক চাপিয়া বসিয়া পড়িল

মতিয়া। শাহাজাদা! শাহাজাদা!

খিজির। দোস্ত! তুমি আমাকে মারাঠারাজের কাছে নিয়ে চল। আমি আর দেরী করতে পারি না—আমি আর দেরী করতে পারি না! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শয়তানদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রে··· একটু জল আনতে পার দোস্ত·······একটু জল; ভয় নেই অনাহারে, অনিদ্রায়, দীর্ঘকাল কারাবাসে একটু দুর্বল হ'য়ে পড়েছি। তুমি একটু জলের ব্যবস্থা কর, দোস্ত।

মতিয়া। আমি জল আনছি শাহাজাদা।

[প্রস্থান

খিজির। খোদা! তুমি আমাকে পূর্বের শক্তি দাও মেহেরবান তুমি আমায় পূর্বের শক্তি দাও। একি স্নিগ্ধ সমীরণ। তন্দ্রা আসে। দুর্বল শরীর! শক্তি নেই—আয় নিদ্রা!

খিজির খাঁ তন্দ্রামগ্ন হইল। ভবানন্দ, কাফুর খাঁ, রহমন ও ময়নার প্রবেশ

ভবানন্দ। ময়না! এই উপযুক্ত অবসর। কার্য সমাধা কর। আমরা অন্তরালে রইলুম। এস কাফুর খাঁ।

ভবানন্দ ও কাফুর খাঁ প্রস্থান করিল। ময়নার ইঙ্গিতে রহমন তরবারি হস্তে খিজির খাঁর দিকে অগ্রসর হইল। ইত্যবসরে মতিয়া জল লইয়া ফিরিয়াছে। রহমন ও ময়নার প্রতি লক্ষ্য পড়িলে মতিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "শাহাজাদা শত্রু! শাহাজাদা শত্রু।" চিৎকারে খিজির খাঁর তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সম্মুখে তরবারি হস্তে শত্রু দেখিয়া পার্শ্বস্থিত বর্শা লইয়া তন্দ্রাঘোরে খিজির খাঁ সজোরে ছুড়িল! ময়না পলায়ন করিল। নিক্ষিপ্ত বর্শা রহমনের বুকে না লাগিয়া মতিয়ার বক্ষ ভেদ করিল। মতিয়া আর্তস্বরে পড়িয়া গেল। খিজির খাঁ হতভম্ব হইয়া কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিল। পরে মতিয়ার দিকে তার লক্ষ্য পড়িল। মতিয়ার ছদ্মবেশ তখন খুলিয়া গিয়াছে। খিজির আর্তস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল "মতিয়া! মতিয়া!" ভবানন্দ অন্তরাল হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "হত্যা কর—হত্যা কর"। এমন সময় শঙ্করদেব ও রাঘব রায়কে অদূরে দেখা গেল। রহমন পুনরায় তরবারি হস্তে অগ্রসর হইলে শঙ্করদেব বজ্র কণ্ঠে আদেশ দিল—"সাবধান এক পাও অগ্রসর হও না।" শঙ্করদেব ও রাঘব রায় তখন ঘটনা স্থলে পৌঁছিয়াছে। রহমন পলায়নের চেষ্টা করিলে রাঘব রায় কর্তৃক ধৃত হইল

শঙ্কর। কে—কে একে হত্যা করলো

খিজির। হত্যা। হত্যা আমি করেছি।

শঙ্কর। কেন হত্যা করলি ?

খিজির। কাকে হত্যা করেছি—মতিয়াকে ?

শঙ্কর। মতিয়া !

রাঘব। শাহাজাদা নয় ?

শঙ্কর। তাইতো ? ও শাহাজাদা করলেন কি ? করলেন কি ?

রাঘব। শাহাজাদা।

খিজির। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

শঙ্কর। শাহাজাদা।

খিজির। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

শঙ্কর। শাহাজাদা।

খিজির। ঐ যায়—ঊর্ধ্বে—মহাশূন্যে মিলিয়ে যায় বেহেস্তের রাণী ! না না, তোমায় যেতে দেওয়া হবে না। তোমায় যেতে দেওয়া হবে না।

শঙ্কর। শাহাজাদা ! শাহাজাদা !!

খিজির। মতিয়া ! কথা কও—ফিরে চাও ? আমি তোমার প্রতি অবিচার করেছি। খোদা ! ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও। না না অশ্রু নয়—ক্রন্দন নয়। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ ! (স্কন্ধে তুলিয়া) তোমরা কারা ? তোমরা কারা ? কেড়ে নেবে ? আমি দেব না—আমি দেব না।

[স্কন্ধে লইয়া দ্রুত প্রস্থান

শঙ্কর। শাহাজাদা ! শাহাজাদা। সেনাপতি ! উন্মাদ শাহাজাদা। আমি চল্লুম তাকে প্রকৃতিস্থ করতে। তুমি এই শয়তানটাকে নিয়ে এস।

[প্রস্থান

রাঘব। আয় শয়তান।

[রহমনকে টানিতে টানিতে লইয়া প্রস্থান

ভবানন্দ ও কাফুর খাঁর প্রবেশ

কাফুর। আদেশ দিন আক্রমণ করি।

ভবানন্দ। না তাতে কোন ফল হবে না।

কাফুর। রহমন বন্দী! এখন কি করবেন?

ভবানন্দ। উপায় চিন্তা করছি।

কাফুর। তবে কি দিল্লীতে ফিরে যাবেন?

ভবানন্দ। দিল্লীতে এই অবস্থায় গেলে হয় আজীবন কারাদণ্ড না হয় প্রাণদণ্ড।

কাফুর। তবে উপায়?

ভবানন্দ। এস ভেবে দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান

ময়নার প্রবেশ

ময়না। মতিয়া! মতিয়াই তবে সেই ছদ্মবেশী প্রহরী? কি সুন্দর ভালবাসার পবিত্র দৃষ্টান্ত। এই শুভ্র ভালবাসার কুসুমকে আমিই একদিন শাহাজাদার সঙ্গছাড়া করি। আর আজ আমিই হলুম তার মৃত্যুর কারণ? উঃ কি জ্বালা! একি জ্বালা! এই কলঙ্কিত মুখ আর আমি কারুকে দেখাব না—কারুকে দেখাব না।

[প্রস্থান

———

পঞ্চম দৃশ্য

দেবগিরি রাজপ্রাসাদ

রামচন্দ্রের প্রবেশ

রামচন্দ্র। বীরা! আজ তুমি কত দূরে। নিজ হস্তে শঙ্করদেবের পার্শ্বে মা দেবলাকে প্রতিষ্ঠিত করবে; তাদের ন্যায় শাসনে সমস্ত বিশ্ব চমকিত হবে আর তাই দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরম শান্তিতে তুমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। নিষ্ঠুর নিয়তি তোমার সে-আশায় বাদ সাধলো।

বিশ্বনাথের প্রবেশ

বিশ্বনাথ। আজ দু'দিন হল, যুবরাজ আর সেনাপতি তো ফিরলো না মহারাজ? একি আপনার চোখে জল?

রামচন্দ্র। তোমাদের স্বর্গীয়া মহারাণীর কাছে রাজ্যের কুশল সংবাদ জানাচ্ছিলুম।

বিশ্বনাথ। এখন তা হ'লে কি করা প্রয়োজন মহারাজ?

রামচন্দ্র। তাইতো আজ দু'দিন হ'ল এখনও তারা ফিরে এল না। তবে কি তাদের কোন বিপদ হ'ল?

বিশ্বনাথ। আদেশ দিন মহারাজ আমি একবার তাদের সন্ধানে যাই।

দ্রুত দেবলার প্রবেশ

দেবলা। বাবা! বাবা!

রামচন্দ্র। কি হ'ল মা?

দেবলা। যুবরাজ, সেনাপতি শাহাজাদাকে সঙ্গে ক'রে ফিরে এসেছেন।

বিশ্বনাথ। শাহাজাদা এসেছেন? আমি চল্লুম মহারাজ তাঁর কাছে।

প্রস্থান

রামচন্দ্র। যাও মা শাহাজাদার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করগে।

দেবলা। শুশ্রূষার ব্যবস্থা ক'রেই আমি এসেছি বাবা। উঃ, একি পরিবর্তন বাবা? শাহাজাদাকে দেখলে চেনাই যায় না। রুক্ষ কেশ, কঙ্কালসার দেহ, দীন বেশ, যেন একটা উন্মাদ। মানুষের এত পরিবর্তন হয় তা আমি এই প্রথম দেখলুম।

রামচন্দ্র। গ্রহের ফেরে সবই হয় মা। শোন মা তার শুশ্রূষার ভার সম্পূর্ণ তোমারই উপর দিলুম। চল মা শাহাজাদার কাছে।

রাঘব রায়ের প্রবেশ

এই যে সেনাপতি। তোমাদের জন্য আমার খুবই দুশ্চিন্তা হ'য়েছিল।

রাঘব। দুশ্চিন্তার কারণই হ'য়েছিল মহারাজ। ভগবান সহায়, তা না হ'লে শাহাজাদাকে আর রক্ষা করা যেত না।

রামচন্দ্র। ভবানন্দ আর কাফুর খাঁকে বন্দী করতে পারলে না?

রাঘব। না মহারাজ। আমাদের আগমন দেখেই তারা জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিল। তবে আততায়ী ধরা পড়েছে মহারাজ।

রামচন্দ্র। কোথায় সেই বন্দী?

শঙ্করদেব সহ রহমনের প্রবেশ

শঙ্কর। আপনার সম্মুখে পিতা।

রামচন্দ্র। তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?

রাঘব। শয়তান শাহাজাদার পার্শ্বচর ছিল।

রামচন্দ্র। তুই শাহাজাদাকে হত্যা করতে গিয়েছিলি?

রহমন। আমাকে —আমাকে—

রামচন্দ্র। বিশ্বাসঘাতক! তোকে শাহাজাদা অকপটে বিশ্বাস করতো নয়?

রহমন। শুধু বিশ্বাস নয় হুজুর আমাকে তিনি ভালও বাসতেন।

রাঘব। তাই বুঝি হত্যায় তার প্রতিদান দিতে গিয়েছিলি?

রহমন। আমার গোস্তাফী মাফ করুন মহারাজ।

শঙ্কর। আদেশ দিন পিতা শয়তানটাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাই।

রামচন্দ্র। ভবানন্দ আর কাফুর খাঁ কোথায়?

রহমন। আমার সঙ্গে ছিল—কিন্তু এখন কোথায় জানি না।

রামচন্দ্র। সেনাপতি। শয়তানটাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও। আর ঘাতককে আদেশ দাও যেন ওর শিরটা এনে আমায় দেখায়।

ছুটিয়া ময়নার প্রবেশ

ময়না। বিচার ভুল হ'য়েছে—বিচার ভুল হ'য়েছে মহারাজ।

রামচন্দ্র। কে তুমি?

ময়না। আমিই আততায়ী। যুবক নির্দোষ—ও দণ্ড আমারই প্রাপ্য।

রামচন্দ্র। তুমি কি বলছ নারী?

ময়না। আমি সত্যি কথাই বল্‌ছি মহারাজ। আপনার সম্মুখে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে, হত্যার প্ররোচনা যারই থাক—আমিই যুবককে হত্যার ইঙ্গিত করি।

রামচন্দ্র। যুবক!

রহমন। সত্য কথা মহারাজ!

রাঘব। তবে কেন তুমি রাজসকাশে মিথ্যা কথা বলেছ?

রহমন। মহারাজ! আমরা জরুখসম যাই করি, আসল অপরাধী উজির সাহেব।

রামচন্দ্র। তোমরা স্বামী স্ত্রী?

রহমন। হ্যাঁ মহারাজ। তবে আমরা মুক্ত।

রামচন্দ্র। না। নারী! তুমি তাহ'লে স্বীকার করছ যে, এই যুবকের সঙ্গে তুমিও ছিলে।

ময়না। হ্যাঁ মহারাজ। শাহাজাদার হাতে বর্শা যখন প্রহরী বক্ষ ভেদ করলো সেই সময় আমি আত্মগোপন করি।

রামচন্দ্র। জান, সেই প্রহরী কে?

ময়না। আগে জানতুম না পরে জানতে পারি মতিয়াবিবি।

রাঘব। আত্মগোপনই যখন করেছিলে তখন আবার ধরা দিলে কেন?

ময়না। ভেবেছিলুম ধরা দেবনা। কিন্তু মতিয়াবিবির ভালবাসার নিদর্শন আমার অন্তর্দাহ সৃষ্টি করলো। ভাবলুম, একি করলুম? প্রলোভনে পড়ে নিজের সুখের জন্যে আমার সদাশয় প্রভুর বক্ষে বজ্র হানলুম। নিজের সুখের বাসর নির্মাণে শাহাজাদার হাহাকারের বাসর নির্মাণ করলুম। এই অনুশোচনায় আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলুম। মৃত্যুর আশায় পর্বতগাত্রে মাথা ঠুকতে লাগলুম। সেখানে রক্তের বান ডাকলো কিন্তু মৃত্যু হলনা। নর্মদায় ঝাঁপ দিলুম কিন্তু নদীর ঢেউ এই কলঙ্কিত দেহটাকে কুলে তুলে দিয়ে গেল। মৃত্যুর আশায় যেখানেই যাই সেখানেই বিফল হই। নদনদী পাহাড়পর্বত বৃক্ষলতা সবাই আমাকে দেখে সরে দাঁড়াল। তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আমাকে দণ্ড দিন মহারাজ আমিই অপরাধী।

রাঘব। আদেশ করুন দু'টোকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিই। বিশ্বাসঘাতকের জাত নির্মূল করাই শ্রেয়ঃ।

রামচন্দ্র। ভাবছি এদের উপযুক্ত দণ্ড।

খিজির খাঁর প্রবেশ

খিজির। কঠোর দণ্ড!

শঙ্কর। আপনি কেন এলেন শাহাজাদা ?

রামচন্দ্র। আপনি—আপনিই—

খিজির। হাঃ হাঃ হাঃ! চিনতে কষ্ট হচ্ছে ? নশ্বর দেহ কঙ্কালসার—কৃষ্ণ কেশ শুক্ল প্রায়—চক্ষু কোটরাগত—গৌরবর্ণে পড়েছে কালিমার ছাপ—নয় ?

দেবলা। শাহাজাদা !

খিজির। শা-হা-জা-দা। সেই অতি পরিচিত মধুর আহ্বান আজ অতি পুরাতন, জীর্ণ, সংস্কারহীন! মতিয়া ঐ নামে আমাকে আহ্বান করতো—তাতে ছিল অন্তরের সম্বন্ধ, প্রাণের টান! আজ আমার মতিয়া নেই। ও নামে আর আমাকে কেউ আহ্বান করো না। দিল্লীর ভাবী অধীশ্বর আজ পথের ভিখারী। আজ আমি নিঃস্ব, নিরাশ্রয় !

দেবলা। কে বলেছে আপনি নিঃস্ব—নিরাশ্রয়! মতিয়া নেই, কিন্তু আমি তো আছি ভাই। কেউ আপনাকে আশ্রয় না দেয় আমার দ্বার আপনার জন্যে থাকবে চির উন্মুক্ত। ও নামে কেউ আহ্বান না করে আমি আমার বংশ, বংশানুক্রমে অভিহিত করবো ঐ নামে।

খিজির। বহিন! এই বুকে বড় জ্বালা! আমাকে একটু বিষ দিতে পার বহিন, একটু বিষ! আমি যে আর পারি না। যে আমাকে প্রাণ বিনিময়ে ভালবেসেছিল—জীবন উৎসর্গ করে যে আমাকে শত বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল, তাকে আমি—তাকে আমি—

রামচন্দ্র। শাহাজাদা! শাহাজাদা!

খিজির। মহারাজ! দারুণ পিপাসা—শুষ্ক কণ্ঠ—

রাঘব। আপনার দারুণ পিপাসা নিবারণ করুন শাহাজাদা। দুর্বৃত্তের দল আপনার সম্মুখে।

রামচন্দ্র। এই দুর্বৃত্তদলের যোগ্য শাস্তির ভার আপনারই উপর ন্যস্ত করলুম।

প্রস্থান

খিজির। আবার বিচার !

রহমন। আমি অপরাধী শাহাজাদা !

খিজির। শয়তান ! বিশ্বাসঘাতক ! তোকে আমি হত্যা করবো। তোর নাম আমি পৃথিবী থেকে মুছে দেব। তুই বেঁচে থাকলে আবার কত বিশ্বাসঘাতক জন্মাবে।

রাঘব। হত্যা করুন শাহাজাদা নির্মমভাবে হত্যা করুন।

ময়না। তার আগে, আমাকে হত্যা করুন শাহাজাদা।

খিজির। তোমাকে হত্যা। তুমি যাদুকরী নারী ! তোমার যোগ্য শাস্তি বিবেচনা করতে হবে। শাস্তি দেব, এমন শাস্তি দেব যা দেখে সারাজগতে বেইমানেরা শিউরে উঠবে—মূর্চ্ছা যাবে। ঐ যে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে জঙ্গলের প্রান্তদেশে রুধিরের ধারা। মতিয়ার অসহ্য মৃত্যু যন্ত্রণা। মতিয়া ! মতিয়া।

দেবলা। শাহাজাদা। শাহাজাদা !

খিজির। দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিষ্প্রভ হ'ল আঁখিদ্বয়, অসাড় হ'ল দেহ, জিহ্বা হ'য়ে গেল চিরদিনের মত নীরব। ঐ যে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি মানব দেহ পরিত্যাগ ক'রে, সমস্ত মায়া মমতা বিচ্ছিন্ন ক'রে, চুকিয়ে নিয়ে দুনিয়ার হিসাব নিকাশ, চলে যায় বেহেস্তের রাণী বেহেস্তের পথে। না না, আমাকে ফেলে তোমার যাওয়া হবে না—তোমার যাওয়া হবে না।

রাঘব। বিচার করুন শাহাজাদা—বিচার করুন।

খিজির। হ্যাঁ বিচার করতে হবে। এদের বিচার আমাকেই করতে হবে। এরা আমার জীবনে পরিবর্তন এনেছে ; এরা আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। এদের বিচার করতে হবে—কঠোর বিচার করতে হবে। যুবরাজ ! এই শয়তানটার শির দেহচ্যুত ক'রে ঐ শয়তানীকে দিয়ে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন। এই হচ্ছে এদের উপযুক্ত বিচার।

রাঘব। চমৎকার বিচার হ'য়েছে—চমৎকার বিচার হ'য়েছে।

ময়না। তার চেয়ে আমাকে হত্যা করুন শাহাজাদা। নতজানু হ'য়ে আমি আমার খসমের জীবন ভিক্ষা চাইছি। আপনি আমাকে হত্যা করুন।

রাঘব। কোন কথা নয়। চল—চল—(রহমনকে ধরিল)

ময়না। শাহাজাদা। শাহাজাদা।

রাঘব। না না, ক্ষমা নেই। চল্

খিজির। দাঁড়াও।

রাঘব। শয়তানটাকে ক্ষমা করা হবে না, শাহাজাদা। আমি নিজ হাতে শয়তানটাকে হত্যা করবো। শয়তানটার মরণ চিৎকারে—

খিজির। অন্তরের দাবদাহ নির্বাপিত হবে না বন্ধু। আমি জানি ওদেরই দুর্নীতিতে আমার বাগিচার ফুল ঝরে গেল। কিন্তু মৃত্যু দিয়ে তো কোন প্রতিকার হবে না বন্ধু।

রাঘব। আপনিই তো ঐরূপ শাস্তির বিধান দিয়েছেন।

খিজির। দিয়েছি সত্য। কিন্তু বন্ধু যদি চোখ থাকে তো একবার ওদের দিকে চেয়ে দেখ; যদি হৃদয় থাকে তবে ওদের প্রাণের মধ্যে একবার উঁকি মেরে দেখ, কি দুর্বার স্রোতে ভেসে চলেছে ওদের অন্তর।

রাঘব। তবে কি শাহাজাদা ওদের ক্ষমা করবেন ?

খিজির। না, ক্ষমা ওদের নেই। এদের আরও কঠোর দণ্ড দিতে হবে।

খিজির খাঁ অগ্রসর হইয়া রহমন ও ময়নাকে জোর করিয়া পাশাপাশি দাঁড় করাইল। রহমন ও ময়না ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। খিজির উভয়ের হাত একত্রিত করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল

মতিয়া। মতিয়া! বেহেস্ত থেকে দেখ আমি কেমন বিচার করেছি—কেমন বিচার করেছি।

রাঘব। শাহাজাদা! করলেন কি—করলেন কি?

খিজির। বিচার, অপরাধীর ন্যায্য বিচার।

[প্রস্থান

রাঘব। শাহাজাদা ক্ষমা করলেও আমি ক্ষমা করবো না।

দেবলা। সেনাপতি! আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু শাহাজাদার অসম্মান আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

[প্রস্থান

রাঘব। আমি কোন কথা শুনবো না। শয়তান দু'টোকে নিজে আমি এইখানেই হত্যা করবো। দাঁড়া সোজা হ'য়ে দাঁড়া—

তরবারি উত্তোলন। রামচন্দ্রের প্রবেশ

রামচন্দ্র। ক্ষান্ত হও সেনাপতি! বিচার শেষ হ'য়ে গেছে।

রাঘব। মহারাজ!

রামচন্দ্র। আমি দূর থেকে এতক্ষণ শাহাজাদার বিচার দেখছিলুম। বিষাদ আর আনন্দের কি অদ্ভুত সংমিশ্রণ। দাহের সঙ্গে শান্তির কি চমৎকার সংগঠন। আমি স্তম্ভিত হলুম। দেখ, দেখ রে বিশ্বাসঘাতকের দল, কার সঙ্গে প্রতারণা করেছিস।

রাঘব। যা শয়তাদের দল খুব বেঁচে গেলি।

[প্রস্থান

রামচন্দ্র। যাও তোমরা মুক্ত। এ রাজ্যে তোমাদের স্থান হবে না।

ময়না। আমাদের তাড়িয়ে দেবেন না মহারাজ।

রামচন্দ্র। তোমাদের আমি কি ক'রে বিশ্বাস করি?

ময়না। মহারাজ! যে লালসা আমার অন্তরকে বিকৃত ক'রেছে তা শাহাজাদার স্পর্শে পবিত্র হ'য়েছে। আমি আজ চিনেছি যে শাহাজাদার অন্তর আকাশের চেয়ে উদার—নির্মল। আমি আল্লার নামে কসম

নিচ্ছি মহারাজ, যে ভবানন্দ আমাকে জগতের বুকে বেইমান সাজিয়েছে তারই রক্তে আমার এই কালিমা ধৌত করবো।

রহমন। শাহাজাদার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না, মহারাজ। আমি আল্লার নামে কসম্ নিচ্ছি যে, আজ থেকে শাহাজাদার জন্যে আমার জীবন পণ।

রামচন্দ্র উভয়ের আপাদমস্তক ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন

রামচন্দ্র। উত্তম, এস আমার সঙ্গে।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যানবাটি

ধীরে ধীরে খিজির খাঁর প্রবেশ

খিজির। মতিয়া! মতিয়া! মতিয়া চলে গেছে! আমাকে অপরাধী ক'রে মতিয়া জন্মের মত চলে গেছে। ক্ষমা চাইবার সুযোগ সে আমায় দিল না। মতিয়া! জানি না কোন স্বপ্নলোকে তুমি! যদি শোনবার শক্তি থাকে তবে শোন, আমি তোমায় ভালবাসতুম— বিশ্বাস কর বড ভালবাসতুম।

আহার লইয়া দেবলার প্রবেশ

দেবলা। শাহাজাদা!

খিজির। কাঁদছো? কাঁদ! কাঁদ! প্রাণভরে কাঁদ। কিন্তু কেন তুমি কাঁদ? হতভাগ্যের দুঃখের পশরা কেন মাথায় তুলে নিয়েছ?

দেবলা। এই রকম কেঁদে কেঁদে আপনি আর কতদিন বাঁচবেন, শাহাজাদা? খেয়ে নিন।

খিজির। ঠিক এমনি ক'রে মতিয়া আমার জন্যে আহার নিয়ে আসতো। ঠিক এমনি ক'রে বলতো। "খেয়ে নাও, তা না হ'লে যুদ্ধ করবে কি করে?" সব মিলে যাচ্ছে। সব আছে, নেই কেবল মতিয়া।

দেবলা। কাঁদলে তো আর তাকে ফিরে পাবেন না ভাই।

খিজির। পাব না? কাঁদলেও ফিরে পাব না? তুমি ঠিকই বলেছ বহিন। বেইমান খিজির খাঁর কাছ থেকে খোদা সেই পবিত্রতার প্রতি-মূর্তিকে সরিয়ে নিয়েছে। নিষ্ঠুর খোদা! করেছিস কি? করেছিস কি?

দেবলা। খেয়ে নিন শাহাজাদা!

খিজির। আবার কাঁদে? আমি কাঁদছি—আকাশ কাঁদছে—বাতাস কাঁদছে—মহারাষ্ট্রের কীট পতঙ্গ কাঁদছে……বেহেস্তে মতিয়াও হয়ত চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—আমি আর পারি না—আমি আর পারি না।

উত্তেজিত হইয়া কাশিতে লাগিল

দেবলা। স্থির হন—স্থির হন শাহাজাদা!

খিজির। এই দেহটার উপর আর আমার এতটুকু মমতা নেই। এ দেহের পতনই ভাল।

দেবলা। অমন কথা বলবেন না শাহাজাদা। নিয়তির সাধ্য কি আমার পরিচর্যাকে অবহেলা করে। আমার জীবনের বিনিময়েও আপনাকে আমি নীরোগ ক'রে তুলবো। আমার সর্বশক্তির বিনিময়ে আপনাকে আবার দিল্লীর মস্‌নদে প্রতিষ্ঠা করবো।

দ্রুত ময়নার প্রবেশ

ময়না। রাণী মা! রাণী মা! পাঠানেরা আমাদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ক'রেছে।

দেবলা। সে কি—কখন?

ময়না। অতর্কিত আক্রমণে তারা প্রজাদের নির্মমভাবে হত্যা করছে।

দেবলা। মহারাজ, যুবরাজ এরা কোথায়?

ময়না। তাঁরা আক্রমণ প্রতিহত করতে অগ্রসর হ'য়েছেন। শীঘ্র আসুন, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান

দেবলা। দুর্বৃত্ত পাঠানের এখনও শিক্ষা হ'ল না?

দ্রুত রাঘবের প্রবেশ

রাঘব। না মা, এখনও তাদের শিক্ষা হয়নি। তাই তারা অতর্কিত আক্রমণে মারাঠা শক্তিকে পরাভূত করতে চায়।

দেবলা। কার নেতৃত্বে এ অভিযান?

রাঘব। শয়তান ভবানন্দ আর কাফুর খাঁ।

খিজির। কাফুর খাঁ! কাফুর খাঁ। ভবানন্দ! আমাকে একটা অস্ত্র দিতে পার? একটা অস্ত্র—

দেবলা। আপনি যুদ্ধে যাবেন?

খিজির। হ্যাঁ বহিন—আমার মাথাটার উপর ওদের লক্ষ্য পড়েছে· তাই তাদের এই অতর্কিত আক্রমণ। আমাকে একটা অস্ত্র দাও— আমি শয়তানদের চূড়ান্ত শিক্ষা দেব।

দেবলা। আপনি যে অসুস্থ।

খিজির। অসুস্থ হলেও আমি খিজির খাঁ। অস্ত্রের ঝনাৎকার অশ্বের হ্রেষারব, রণ উল্লাসের সঙ্গে আমার বাল্যকাল থেকে পরিচয়। হয়ত অস্ত্র ধরতে আমার দুর্বল হাতটা কেঁপে উঠবে তবুও ঐ মূষিক দু'টোকে হত্যা করতে এখনও আমি সক্ষম।

দেবলা। না না, আপনাকে যুদ্ধে যেতে দেওয়া কিছুতেই হবে না।

খিজির। বাধা দিওনা—বাধা দিওনা বহিন। অন্তর্জ্বালা নির্বাপিত করবার এই অপূর্ব সুযোগে তুমি আমার অন্তরায় হয়ো না। আমাকে একটা অস্ত্র দাও—একটা অস্ত্র দাও।

অস্ত্র লইয়া রহমনের প্রবেশ

রহমন। এই নিন শাহাজাদা। দৃঢ় করে ধরুন এই তরবারি, ছুটে চলুন বায়ুবেগে। শয়তান ভবানন্দ আর কাফুর খাঁর রক্তে তৃপ্ত হন আপনি—তৃপ্তি দান করুন দিল্লীর অধিবাসীদের।

খিজির। মতিয়া! মতিয়া! হাঃ হাঃ হাঃ।

[প্রস্থান

দেবলা। তুমি করলে কি রহমন?

রহমন। আমার গোস্তাফী মাফ করুন। কাফুর খাঁ আর ভবানন্দের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আমার শাস্তি নেই।

[প্রস্থান

দেবলা। ফেরাও—ফেরাও সেনাপতি। শাহাজাদাকে ফেরাও।

রাঘব। কোন প্রয়োজন নেই মা। আপনি যান শাহাজাদার পার্শ্বে। আমি চল্লুম যুবরাজ আর মহারাজকে সাহায্য করতে।

[প্রস্থান

দেবলা। সেনাপতি! সেনাপতি!

[প্রস্থান

বেগে কাফুর খাঁ ও সৈনিকের প্রবেশ

কাফুর। ঐখানে খিজির খাঁ থাকে। যেমন ক'রে হোক খিজির খাঁর ছিন্ন শির আনা চাই—চাই। খুব হুঁশিয়ার। অগ্রসর হও।

[উভয়ের প্রস্থান

রামচন্দ্রের প্রবেশ

রামচন্দ্র। পাঠানের অতর্কিত আক্রমণে দেবগিরির রাজপথ লালে লাল হ'য়ে গেছে। চারিদিকে মৃত্যুর আর্তধ্বনি। তবু তারা অমিত বিক্রমে বাধা দিয়ে চলেছে। ঐ যে পুত্র শঙ্কর আর সেনাপতি রাঘব প্রাণপণে যুদ্ধ করছে। সাবাস পুত্র। সাবাস সেনাপতি! জয় আমাদের অনিবার্য। চমৎকার! বাদশাহী ফৌজ ছত্রভঙ্গ।

[প্রস্থান

রক্তাক্ত কলেবরে খিজির খাঁর প্রবেশ

খিজির। ধ্বংস চাই! ধ্বংস চাই! বাদশাহী ফৌজের মৃতদেহে

মাটিতে পা ফেলবার স্থান নেই। চারিদিকে রক্তের বন্যা বইছে। আরও রক্ত চাই। আরও রক্ত চাই!- প্রেত খিজিরের কাছে আজ কারুর রক্ষা নেই। মতিয়া! তুমি তৃপ্ত হও। মতিয়া তুমি তৃপ্ত হও।

[প্রস্থান

বেগে রাঘব ও শঙ্করের প্রবেশ

রাঘব। বাদশাহী ফৌজ পলায়িত ছত্রভঙ্গ। যে দিকে পারছে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে। এবার তাদের একটিকেও দিল্লী ফিরে যেতে হবে না।

শঙ্কর। মারাঠার শত সহস্র তরবারি বাদশাহী আক্রমণ প্রতিহত করতে একসঙ্গে গর্জন করে উঠেছে। দুর্বৃত্তের দল মনে করেছিল অতর্কিত আক্রমণে আমাদের পরাস্ত করবে। এবার তাদের চূড়ান্ত শিক্ষা হ'য়েছে।

রণসাজে দেবলার প্রবেশ

দেবলা। না যুবরাজ, এখনও তাদের শিক্ষা হয়নি। ভবানন্দ আর কাফুর খাঁকে বন্দী করতে না পারা পর্যন্ত তাদের শিক্ষা হবে না। কিন্তু কোথায় সেই শয়তান দুটো?

রহমনের প্রবেশ

রহমন। মহারাজ কৈ? মহারাজ কৈ? এই যে আপনারা—

রাঘব। তুমি এত হাঁপাচ্ছ কেন?

রহমন। শীঘ্র আসুন। বিলম্বে সর্বনাশ হবে। শাহাজাদাকে কাফুর খাঁ সসৈন্যে ঘেরাও করেছে।

দেবলা। কোথায়—কোথায়—

রহমন। নর্মদার তীরে।

দেবলা। নর্মদার তীরে!

রাঘব। তুমি যা অনুমান ক'রেছ তাই হোল মা।

দেবলা। আর দেরী করা চলে না। শীঘ্র আসুন।

[সকলের প্রস্থান

রামচন্দ্র ও বিশ্বনাথের প্রবেশ

রামচন্দ্র। পাঠান দস্যুরা আর কখনও মহারাষ্ট্রে আসবে না। এবার তাদের চূড়ান্ত শিক্ষা হ'য়েছে।

বিশ্বনাথ। হ্যাঁ মহারাজ, আমাদের ক্ষুদ্রবাহিনী বাদশাহী ফৌজের প্রায় সবাইকেই ধরাশায়ী ক'রেছে। অবশিষ্ট যারা ছিল তারা কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে।

রামচন্দ্র। শয়তান ভবানন্দ আর কাফুর খাঁকে বন্দী করতে পারলে না?

ভবানন্দের ছিন্ন শির লইয়া ময়নার প্রবেশ

ময়না। সারা রণস্থল পাতি পাতি অনুসন্ধান ক'রে কাফুর খার সন্ধান পাই নি মহারাজ তবে এই রাক্ষসটাকে একেবারে শেষ ক'রেছি।

রামচন্দ্র। একি! একে ভবানন্দের শির!

ময়না। হ্যাঁ মহারাজ। রণস্থলের অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র পর্বতশৃঙ্গের উপরে উঠে শয়তান যুদ্ধের জয় পরাজয় নিরীক্ষণ করছিল। আমি পিছন থেকে গিয়ে শয়তানটার চিরকালের মত জয় পরাজয় লক্ষ্য করা শেষ ক'রে দিয়েছি।

রামচন্দ্র। নারি! নারি! কি ব'লে তোমায় আশীর্বাদ করবো আমি।

ময়না। মনে আছে মহারাজ, একদিন আমি আপনার সামনে কসম নিয়েছিলুম যে, ঐ নররাক্ষসের রক্তে আমার সমস্ত কালিমা ধৌত

করবো। কলঙ্ক আজ আমার ধৌত হ'য়েছে কিন্তু এর পরবর্তী কাজ এখনও আমার বাকী আছে।

রামচন্দ্র। বল, বল নারী কি তোমার কামনা? আমি নিজে তা পূরণ করবো।

ময়না। সে কাজ আপনার দ্বারা হবে না মহারাজ। সে কাজ আমাকেই সমাধা করতে হবে। আমি এখুনি দিল্লী রওনা হব। আলাউদ্দিন যে মস্তিষ্কের প্ররোচনায় শাহাজাদার এই দুরবস্থা করেছে সেই শিরটা যতক্ষণ না সম্রাটকে উপহার দিতে পাচ্ছি ততক্ষণ আমার মনে শান্তি নেই।

রামচন্দ্র। নারী।

ময়না। বাধা দেবেন না, বাধা দেবেন না মহারাজ। আজ আমি আপনার কোন বাধাই মানবো না। আমি চল্লুম এই শিরটা নিয়ে, পারেন তো আপনি কাফুর খাঁর ব্যবস্থা করুন।

রামচন্দ্র। কিন্তু সে যে পলায়িত।

ময়না। মহারাষ্ট্র পর্বতসঙ্কুল দেশ। এই গিরিশ্রেণী অতিক্রম ক'রে সে এখনও পালাতে সক্ষম হয়নি। আদেশ দিন আপনার সেনাবাহিনীকে যে, কাফুর খাঁর ছিন্ন শির চাই—চাই—

[প্রস্থান

বিশ্বনাথ। আমি চল্লুম মহারাজ কাফুর খাঁর উদ্দেশ্যে।

দ্রুত রাঘব রায়ের প্রবেশ

রাঘব। ছুটে চল—ছুটে চল বিশ্বনাথ। যুবরাজ, মা দেবলা কাফুর খাঁর পশ্চাদ্ধাবন ক'রেছে। তুমি আমি আমাদের সমস্ত ফৌজ নিয়ে সত্বর চল তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে।

রামচন্দ্র। তুমি বলছ কি? যুবরাজ—মা দেবলা—

রাঘব। হ্যাঁ মহারাজ। আমি, যুবরাজ আর মা দেবলা যখন বাদশাহী

ফৌজদের হটিয়ে একস্থানে মিলিত হ'য়েছি এমন সময় রহমন সংবাদ দেয় যে, নর্মদার তীরে শাহাজাদা কাফুর খাঁ ও পশ্চাদ্‌গামী বাদশাহী ফৌজ দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়েছে। সংবাদ পাবা মাত্র তড়িৎ বেগে আমরা নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখি—

রামচন্দ্র। বল বল থামলে কেন ?

রাঘব। গিয়ে দেখি শাহাজাদার শিরহীন দেহটা নর্মদার তীরে ধরাশায়ী।

রামচন্দ্র। সেনাপতি! সেনাপতি!

রাঘব। অদূরে কাফুর খাঁ ও বাদশাহী ফৌজ শাহাজাদার ছিন্ন শির নিয়ে মহাউল্লাসে দিল্লী অভিমুখে ছুটে চলেছে। এই মর্মান্তিক সংবাদ আপনাকে দেবার আদেশ দিয়ে যুবরাজ আর মা দেবলা তাদের পশ্চাদ্ধাবন ক'রেছে।

রামচন্দ্র। কাফর খাঁ। কাফুর খাঁ। বিশ্বনাথ! তুমি আমার কাছে একবার দিল্লী যাবার অনুমতি চেয়েছিলে না? সেনাপতি! বিশ্বনাথ! এখনও রণবাদ্য নীরব হ'য়ে যায় নি। ঐ দামামা ভেরীর তালে তালে মহারাষ্ট্রের দুর্বার শক্তিকে জানিয়ে দাও— অগ্রসর হোক তারা দিল্লীর অভিমুখে। সেইখানেই হবে তাদের জয় পরাজয়ের চরম মীমাংসা।

[প্রস্থান

রাঘব। বিশ্বনাথ! বজ্রকণ্ঠে সেনাবিভাগে প্রচার কর দুর্বৃত্ত কাফুর খাঁ তাদের শক্তিকে উপেক্ষা করে তাদেরই আশ্রিত শাহাজাদার ছিন্নশির নিয়ে দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা ক'রেছে। তোমরা সম্মিলিত হয়ে অগ্রসর হও দিল্লীর অভিমুখে, শপথ কর—কাফুর খাঁর ছিন্ন শির চাই— চাই!

[উভয়ের প্রস্থান

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

কবর

উন্মত্তবৎ আলাউদ্দিনের প্রবেশ

আলাউদ্দিন। হোসেন! হোসেন! ওরে শুনতে পাচ্ছিস? বুঝেছি, তোকে বুঝি শয়তানেরা মাটী চাপা দিয়ে মারতে চায়? কার সাধ্য আমার পুত্রকে হত্যা করে? আমি সম্রাট আলাউদ্দিন—আমার সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। আমার ভয়ে সারা বিশ্ব টলমল করে—আর তোকে শয়তানরা মাটীর তলায় দম বন্ধ ক'রে মারবে?

দু'হাতে মাটী তুলিতে লাগিল

আয় আয়, বেরিয়ে আয়। বেরিয়ে আয়। আমরা পিতাপুত্রে এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন ক'রে খিজিরকে উদ্ধার করে আনি। ওরে কে আছিস, দুটো দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে আয়। আয়—আয়, বেরিয়ে আয় —বেরিয়ে আয়। খিজিরকে ফিরিয়ে এনে তাকে দিল্লীর মসনদে প্রতিষ্ঠা ক'রে এই সব বিশ্বাসঘাতকদের কঠোর দণ্ড দেব।

ভবানন্দের ছিন্নশির লইয়া ময়নার প্রবেশ

ময়না। এই নিন জাঁহাপনা, বিশ্বাসঘাতকের ছিন্ন শির।

আলাউদ্দিন। ভবানন্দ! ভবানন্দ! বল বল, কে তুই?

ময়না। এ দেহ আপনারই অন্নে পরিপুষ্ট। আমি জাঁহাপনারই বাঁদী ময়না।

আলাউদ্দিন। ময়না। ময়না! ওরে হোসেন দেখ দেখ ময়না ভবানন্দের শির দেহচ্যুত করেছে। ওরে দেখ দেখ, শয়তানটা কেমন

হাঁ করে কট্‌মটিয়ে তাকিয়ে আছে……রক্তটা কেমন জমাট বেঁধে গেছে। এইবার বাকী আছে কাফুর খাঁ।

ময়না। কাফুর খাঁরও হয়ত এতক্ষণ ইহলীলা শেষ হ'য়েছে।

আলাউদ্দিন। খোদা! তাই কর—তাই কর, শয়তানটার মৃত্যুতে দেশের শান্তি আন। ওরে আনন্দে আজ আমার নৃত্য করতে ইচ্ছা করছে। বল, বল ময়না, ভবানন্দকে হত্যা করলে কারা?

ময়না। আমি। কিন্তু জাঁহাপনা যে কথা বল্‌তে আজ আমি উল্কার মত ছুটে এসেছি—

আলাউদ্দিন। বল বল ময়না। কি—কি সংবাদ এনেছিস?

ময়না। জাঁহাপনা! শাহাজাদা—

আলাউদ্দিন। ওরে বল বল, কেমন আছে সে? তার সঙ্গে কি তোর দেখা হ'য়েছে?

ময়না। জাঁহাপনা! আপনার কর্মের দোসর—আপনার বার্ধক্যের আশ্রয়, আপনার পুত্র শাহাজাদা খিজির খাঁ আজ মৃত্যুর কবলে।

আলাউদ্দিন। কি কি বল্লি, খিজির, আমার খিজির বেঁচে নেই!

ময়না। বেঁচে তিনি আছেন। তবে সেই সুঠাম দেহ হ'য়েছে কঙ্কালে পরিণত—মাথার কুঞ্চিত কেশ হ'য়েছে শুভ্র প্রায়—চক্ষু কোটরাগত—দেহে পড়েছে মহাযাত্রার সুস্পষ্ট ছাপ।

আলাউদ্দিন। ওরে আর নয়—আর নয়। আমারই জন্যে তার এই দুরবস্থা। ময়না! বল বল, কোথায় আছে সে? ওরে আজ আমার কথা কেউ শোনে না। আজ আমার কোন স্বাধীন সত্তা নেই। আজ আমি আমারই ঘরে বন্দী। ময়না! ময়না! তোকে আমি প্রচুর পুরস্কার দেব। দিল্লীর অর্ধেক অধিকার দেব। তুই আমায় নিয়ে চল।

ময়না। না জাঁহাপনা, আপনার সেখানে যাওয়া হবে না।

আপনার হৃদয় নেই—স্নেহ নেই—মমতা নেই—করুণা নেই। যদি থাকতো তাহ'লে পিতা হ'য়ে পুত্রকে বন্দী করতে পারতেন না—পিতা হ'য়ে পুত্রের রুধিরাক্ত ছিন্নশিরের আদেশ দিতে পারতেন না। আপনি পুত্রঘাতী। ভবানন্দ, কাফুর খাঁ শয়তান কিন্তু আপনি রাক্ষস!

আলাউদ্দিন। ময়না! কথা শোন আমি দিল্লীর সম্রাট। একদিন অবনত মস্তকে তুই আমার আদেশ পালন করেছিস। তোর দেহ একদিন আমারই করুণায় পরিপুষ্ট হ'য়েছে। আজ তোর কাছে আমি মিনতি করছি আমাকে একবার খিজিরের কাছে নিয়ে চল।

ময়না। তার কাছে গিয়ে কি করবেন?

আলাউদ্দিন। তার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে আমি দিল্লীতে ফিরিয়ে আনবো। তার রুগ্নদেহ স্বহস্তে শুশ্রূষায় নীরোগ করে তুলবো। তাকে আমি দিল্লীর মসনদে প্রতিষ্ঠা ক'রে খিলজী বংশের গৌরব অক্ষুন্ন করবো।

খিজির খাঁর ছিন্নশির লইয়া কাফুর খাঁর প্রবেশ

কাফুর। আর যেতে হবে না। এই নিন খিজির খাঁর ছিন্ন শির।

আলাউদ্দিন। কি কি আমার পরলোগতা মেহেরার গচ্ছিত রত্নকে তুই হত্যা করেছিস, কা-ফু-র খাঁ!

কাফুর। আজ আমি কাফুর খাঁ নই। আমি দিল্লীর ভাবী সম্রাট—হাঃ হাঃ হাঃ!

[প্রস্থান

আলাউদ্দিন। কি কি, তুই দিল্লীর ভাবী সম্রাট! ওঃ খিজির! ওঃ খিজির।

ময়না। জাঁহাপনা! এখন ক্রন্দন শোভা পায় না। হত্যা করুন, বেইমান কাফুর খাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করুন।

আলাউদ্দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ হত্যা করবো, হত্যা করবো। ওরে কে আছিস আমায় একখানা তরবারি দে—তরবারি দে।

ময়না। এই নিন জাঁহাপনা তরবারি। হত্যা করুন—হত্যা করুন।

আলাউদ্দিন। দাও! দাও! কাফুর খাঁ কোথায় পালাবি শয়তান! কাফুর খাঁ! কাফুর খাঁ।

[প্রস্থান

ময়না। শাহাজাদা! আমি যার প্ররোচনায় আপনার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিলুম আজ আমি সেই শয়তানের রক্তে কালিমা ধৌত ক'রেছি। আপনি আমায় বলে যান মৃত্যুর পরপারে আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন। ওঃ কাফুর খাঁ। কাফুর খাঁ। কি করলে তুমি?

দেবলা ও শঙ্করের প্রবেশ

দেবলা। কৈ—কৈ কাফুর খাঁ! একি শাহাজাদা—ওঃ ভগবান তুমি এতই নিষ্ঠুর! কীট পতঙ্গের উপর তোমার এত করুণা আর এই মহাপুরুষের উপর তোমার একি পৈশাচিক লীলা!

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে আলাউদ্দিনের প্রবেশ

আলাউদ্দিন। পালিয়েছে, শয়তানটা পালিয়েছে। তাকে আমি খণ্ড বিখণ্ড ক'রে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। একি! কে তুই? আমার পুত্রের ছিন্নশির কেন গ্রহণ করেছিস, দানবী?

দেবলা। আপনিই বুঝি পুত্রঘাতী সম্রাট?

আলাউদ্দিন। আজ আমি রাক্ষস আলাউদ্দিন! বল, বল, কে তুই, এই ধ্বংস রাজ্যের মাঝে আমাকে বিদ্রুপ করতে এসেছিস?

দেবলা। আমাকে আপনি চেনেন না? মহারাষ্ট্রের ভাবী অধিশ্বরী 'দেবলা' কে চিনতে পারলেন না?

কমলার প্রবেশ

কমলা। দেবলা! কোথায় দেবলা?

দেবলা। মা! মা!

শঙ্কর। আপনি—আপনিই—

কমলা। তুমিই, তুমিই আমার বঞ্চিত রত্ন। আশীর্বাদ করি সুখী হও।

উভয়ে অগ্রসর হইলে

না না স্পর্শ করিস নে—এ পাপী দেহ স্পর্শ করিস না। তোদের মায়ের মৃত্যু বহুদিন আগেই হ'য়ে গেছে।

আলাউদ্দিন। কুহকিনী—শয়তানী। এগিয়ে আয়, এগিয়ে আয়। চিনতে পারছিস? পরিতৃপ্ত হয়েছিস? এইবার দাঁড়া রাক্ষুসী, সোজা হ'য়ে দাঁড়া। তোর মৃত্যু দিয়ে আমি আজ পুত্র শোক নির্বাপিত করবো।

কমলা। মৃত্যু! মৃত্যু আমার পূর্বেই হ'য়ে গেছে, জাঁহাপনা। যেদিন আপনি আমায় জোর করে ছিনিয়ে এনে হারেমের সঙ্গিনী ক'রেছেন—যে দিন গুজরাট রাজবংশের মহিষী হ'য়ে আপনার প্রদত্ত আহার গ্রহণ ক'রেছি; সেইদিনই আমার মৃত্যু হ'য়ে গেছে। এখন যা দেখছেন তা আমার কায়ামাত্র।

আলাউদ্দিন। তোর ঐ কায়াটাকেই আমি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করবো।

কমলা। জাঁহাপনা! আমি রাজপুত রমণী। পাঠানের হাতে মৃত্যু বরণ আমি কিছুতেই করবো না।

আলাউদ্দিন। কে, কে তোকে আজ রক্ষা করবে?

কমলা। আমাকে রক্ষা করবে এই ছোরা। ওরে পুত্রগণ, দেখ দেখ কেমন প্রতিশোধ নিয়েছি। খিলজী বংশ আজ নিশ্চিহ্ন! স্বামি! স্বামি! আমিও যাচ্ছি।

বক্ষে ছুরিকাঘাত ও মৃত্যু

দেবলা। মা! মা!

আলাউদ্দিন। তোকেও পরিত্রাণ দেব না। ডাক, ডাক তোর মাকে।

হত্যা করিতে অগ্রসর

শঙ্কর। সাবধান শয়তান!

আলাউদ্দিন। এদের সঙ্গে তোকেও শেষ করবো।

হত্যা করিতে অগ্রসর হইলে পিছন দিক হইতে পাগল আসিয়া আলাউদ্দিনকে ছুরিকাঘাত করিল

পাগল। সে সুযোগ তোকে আর দেব না, শয়তান।

আলাউদ্দিন। উঃ! খিজির! হোসেন!

রামচন্দ্র, রাঘব ও বিশ্বনাথের প্রবেশ

রামচন্দ্র। বল, বল উন্মাদ কেন এই হত্যা করলি?

পাগল। কেন হত্যা করলুম? ওগো শুনছো, বলছে কেন হত্যা করলুম? আজ আমার কাজ শেষ হ'য়েছে। জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্না! আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি—

বক্ষে ছুরিকাঘাত ও মৃত্যু

কমলা। বাবা! বাবা!

রামচন্দ্র। দেবলা মা আমার! চোখের জল ফেলে এদের আত্মাকে আর বিচলিত কর না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর এদের যেন তিনি ক্ষমা করেন। এদের আত্মার যেন শান্তি দেন।

দেবলা। বলতে পার বাবা, এ সোনার সাম্রাজ্য ছারখার হোল "কার পাপে?"

—যবনিকা—